বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

ANNUAL REPORT 2023

সংগ্রাম
(সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

সংগ্রাম
(সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

প্রকাশক

চৌধূরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী পরিচালক

প্রকাশকাল

১ লা জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.

নির্দেশনা

চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন
উপ-নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ ইউসুফ, সিনিয়র পরিচালক (প্রোগ্রাম)
মাসউদ সিকদার, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সহযোগিতায়

রেশমাতুজ্জামান, সিনিয়র পরিচালক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন)
মোঃ হুমায়ুন কবীর, পরিচালক (ঋণ)

গ্রাফিক্স ডিজাইন

মোঃ আরিফ মিয়া, ডিজাইন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার

আলোকচিত্র

সজল মিত্র, রিপোর্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার
মোঃ মিজানুর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, কৈশোর কর্মসূচি
ফজলুল হক সোহাগ, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার

কম্পোজ

মোঃ সানাউল্লাহ রিয়াদ, মিডিয়া অফিসার
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী আই.টি অফিসার

বানান শুদ্ধকরণ

স্বপন বন্ধু ও **আবদুর রহমান সিকদার**

মুদ্রণ

সাথী এন্টারপ্রাইজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং এই তাড়না জনগণকে সরব করে তোলে। উদ্যোক্তাদের সমন্বিত ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ ঘটে। সংগঠিত মানুষের বহুমুখী চিন্তা-চর্চা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবনীয় ক্ষমতা এবং কর্মতৎপরতা সমন্বয়ের স্রোতে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সর্বোপরি সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজ ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এই সামগ্রিক সামাজিক অগ্রসরতার নাম হলো উন্নয়ন। উন্নয়ন যখন মানুষের দোরগোড়ায় চলে আসে তখন পালটে যায় দৃশ্যপট, খুলে যায় সম্ভাবনার দুয়ার।

ছোটোবেলা থেকে প্রতিবেশী দরিদ্র পরিবারের দুঃখ লাঘবে আমি সর্বদা কাতর ছিলাম। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন সেখান থেকেই মনের গভীরে বাসা বাঁধে। পরিণত বয়সে তাই ক্লাব গঠন করে কল্যাণমূলক কাজের চেষ্টায় মগ্ন হই। ক্লাব যখন মনের মতো করে মানুষের পরিবর্তনে কাজে আসছিলো না, তখন এনজিও'র সূত্রপাত করি সংগ্রাম'র মাধ্যমে। বলা যায়, সমাজের সকল নেতিবাচক কাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনার প্রত্যয় নিয়েই আমি সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা করি।

প্রতিষ্ঠাতার বাণী

খুব ভালো লাগছে যে, ১৯৮৫ সনের সেই সংগ্রাম আজ বরিশাল বিভাগের ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৯৬৩ জন মানুষের দুঃখ লাঘবে ভূমিকা রাখতে পারছে। ৩৯ বছরের পথচলায় সংগ্রাম ২৭টি দাতা সংস্থার অনুদানে ৮২টি কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে ১২টি কর্মসূচি/প্রকল্প চলমান রয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের সেই স্বপ্ন আজ বরিশাল বিভাগের সব ক'টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে, জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে, সংগ্রাম'র সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে, আর্থসামাজিক উন্নয়নে সংগ্রামের অংশীদারত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আপনাদের সকলের সহযোগিতায় সংগ্রাম এভাবে দাঁড়াতে পেরেছে। ভালো কিছু করার পেছনে কারো অবদানই কম নয়। যাঁদের নিয়ে শুরু করেছিলাম, তাঁরা আজ আমার পাশে তেমন কেউ নেই। দূর থেকেই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সংগ্রাম পরিবারে যাঁরা সার্বক্ষণিক পাশে থেকে আজো সহযোগিতা করছে তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ আমাকে পথ দেখিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে, নির্দেশনা দিয়েছে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা সংগ্রামকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, বিশেষ করে কার্যনির্বাহী পরিষদের যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শুরু থেকে এ যাবৎ যে সকল দাতা সংস্থা তাদের অনুদানে সংগ্রামকে অগ্রগামী করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংগ্রামের প্রাণ, এই সংস্থার অংশীজন (সুবিধাভোগী), তাঁদের অংশগ্রহণ, মতামত পেশ এবং সর্বাত্মক সহযোগিতায় সংগ্রাম সফল হয়েছে। তাদের প্রতি অনাবিল প্রীতি ও ভালোবাসা। স্টেকহোল্ডার, বন্ধু-সংস্থা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

সর্বশেষে বলব, সেবাই মানুষের ধর্ম। এই সেবার ব্রতকে বুকে ধারণ করে যুগে যুগে কিছু মহৎপ্রাণ মানুষ দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে নিজেকে সমর্পণ করে গেছেন। আসুন আমরাও নিজ নিজ উদ্যোগে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করে সমাজে অবদান রাখার চেষ্টা করি।

চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম
প্রতিষ্ঠাতা, সংগ্রাম।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির কিছু কথা

যেকোনো উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন পদক্ষেপ সেই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেশের পশ্চাৎপদ অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের প্রতিশ্রুত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড উন্নয়ন-সহযোগী হিসেবে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে দরিদ্র, অবহেলিত ও বঞ্চিত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, মানুষের অধিকার আদায়ে সচেতনতাবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি অর্থাৎ এক কথায় দেশের আপামর সাধারণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নের এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে এনজিও'র পদচারণা নেই।

দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং সুন্দর জীবনের উদ্দেশ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী-পুরুষরা আশ্রয় নেন এনজিওগুলোর কাছে। বাংলাদেশের এনজিও খাতও সেই ভরসার জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছে। কাজেই বলা যেতে পারে দরিদ্র, অতিদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করে গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে এনজিগুলোর ভূমিকাও প্রশংসাযোগ্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলের স্বনামধন্য এনজিও 'সংগ্রাম'। দরিদ্র, অতিদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। সংস্থাটি বরিশালের সবগুলো জেলায় কাজ করছে। এ সকল কাজের তথ্য-উপাত্ত, অগ্রগতি তুলে ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ প্রকাশিত হলো। এর মাধ্যমে সংগ্রাম সম্পর্কে সার্বিক ধারণা পাওয়া যাবে। এই প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি দিনবদলের সাথে সাথে সংগ্রাম'র পরিধি ও কাজের গুণগতমান আরো বৃদ্ধি পাবে।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
সভাপতি
কার্যনির্বাহী পরিষদ
সংগ্রাম।

নির্বাহী পরিচালকের কিছু কথা

এক সময় অজপাড়াগাঁ বলতে যা বোঝাত, তা এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। যে গ্রামে প্রয়োজনীয় তেলের অভাবে সব ঘরে কুপি-লণ্ঠনও জ্বলত না, এখন সেখানে সৌরবিদ্যুতের আলো ঝলমল করে। গ্রামে এখন ঘরে ঘরে টিভি। রয়েছে ডিশ লাইনের সংযোগ। কাঁচা বা মাটির ঘর তেমন চোখে পড়ে না। অধিকাংশ বাড়ি পাকা ও আধাপাকা। গ্রামের মানুষ এখন ইন্টারনেট ও এজেন্ট ব্যাংকিং-এর বড়ো গ্রাহক। বিদেশে থাকা স্বজনদের সঙ্গে মেসেঞ্জার, হোয়াটস-অ্যাপ, ভাইবারে কথা বলে। গ্রাম মানেই এখন আর কৃষিকাজ নয়। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে এখন কৃষির পাশাপাশি ছোটো ছোটো শিল্প স্থাপনের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যাবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি গ্রামেই হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধ উৎপাদনকারী ফার্ম, মৎস্য চাষ প্রকল্প চালু হয়েছে। এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন গ্রামের অনেক নারী-পুরুষ। স্বল্প সার্ভিস চার্জে মিলছে ঋণ। এখন পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বিভিন্ন কাজ করছেন। এতে পালটে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি।

দেশের এক বিরাট অংশ প্রান্তে বসবাস করে। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সংগ্রাম কাজ করেছে। সংগ্রাম'র মাধ্যমে উন্নয়নের স্পর্শে এ সকল মানুষ এখন সমাজ পরিবর্তনের কার্যকর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে উঠেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের সফলতা সাধারণ দৃষ্টিতে কম মনে হলেও; প্রকৃত অর্থে উপকূলের উন্নয়নে সংগ্রামের অবদান মোটেই কম নয়। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয়িত অর্থ হাতবদল হয়ে সমাজের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ পরিচালনা করছে। এ সকল উদ্যোগের প্রভাব অংশীজনের পরিবারকে ছাপিয়ে দেশের সূচকে কোনো না কোনোভাবে অবদান রাখছে।

১৯৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রাম ২০২৩ সন শেষে ৩৯ বছর অতিক্রম করে ৪০ বছরে পদার্পণ করেছে। দীর্ঘ প্রায় চার দশকে সংগ্রাম উপকূলীয় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংগ্রাম'র কাজের ফলে দরিদ্র, শ্রমজীবী, নারী, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, দুর্গম এলাকার মানুষের নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মূলস্রোতের জনগোষ্ঠীর মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আমরা আশা করছি সরকারের কাজে সম্পূরক ভূমিকা রেখে সংগ্রাম বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় নতুন যুগের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে।

সংগ্রাম'র ২০২৩ সনের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল ও অগ্রগতি নিয়ে এই বার্ষিক প্রতিবেদন। এর মধ্যে সংগ্রামের মৌলিক তথ্য, ২০২৩ সনে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি, অডিট প্রতিবেদনের অনুলিপি ও বিষয়-সংশ্লিষ্ট ছবি এর ভিতর সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংগ্রামকে জানা ও বোঝার জন্য এটি কাজে দেবে বলে আশা করছি। সকলের সহযোগিতায় সংগ্রাম আজকের অবস্থানে আসতে পেরেছে। সংগ্রাম পরিবারে যাঁরা সার্বক্ষণিক পাশে থেকে অদ্যাবধি সহযোগিতা করছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি অনাবিল প্রীতি ও ভালোবাসা। স্টেকহোল্ডার, বন্ধু-সংস্থা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

চৌধূরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী পরিচালক, সংগ্রাম।

ধান শুকানোর মাঝে
স্নেহেরছোঁয়া

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ০১ প্রতিষ্ঠান

০৯ ভূমিকা
০৯ সংগ্রাম সৃষ্টির প্রেক্ষাপট
০৯ এনজি'র সূত্রপাত
১১ সংগ্রাম'র নিবন্ধনসমূহ
১২ সংগ্রাম'র কর্মএলাকা
১৩ একনজরে সংগ্রাম
১৪ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য
১৪ উদ্দেশ্যসমূহ
১৫ সংগ্রাম'র বিশ্বাস, মূল্যবোধ, কর্মপরিধি

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ০২ সাধারণ তথ্য

১৮ কার্যনির্বাহী কমিটি
১৯ সাধারণ পরিষদ
২০ অর্গানোগ্রাম
২২ ডোনার/পার্টনার
২২ সদস্যভুক্ত নেটওয়ার্কের নাম
২৩ সংগ্রাম'র নীতিমালা এবং প্ল্যান
২৪ প্রাপ্ত সম্মাননা
২৫ শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ০৩ অপারেশনাল

২৭ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি
২৮ কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগত অর্জন
২৯ সংগ্রাম'র কর্মসূচিতে এসডিজি লিঙ্কেজ
৩০ মানবসম্পদ
৩০ প্রকল্পভিত্তিক অংশীজনের তথ্য

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ০৪ চলমান প্রকল্প

৩২ সমৃদ্ধি কর্মসূচি
৩৭ কৈশোর কর্মসূচি
৪২ শিক্ষাবৃত্তি
৪৫ সূর্যমুখী প্রজেক্ট
৫০ বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসা
৫৩ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
৫৭ আইসিটি-পেস
৬২ ব্র্যাক-সংগ্রাম-প্রাইস
৬৪ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
৬৬ এসইপি-নিরাপদ শুঁটকি
৭২ গৃহায়ন প্রকল্প
৭৪ মিভা প্রকল্প
৭৬ দিবস উদ্‌যাপনের কিছু স্থিরচিত্র
৭৮ সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য নিউজ
৮০ সংগ্রাম'র এযাবৎ সমাপ্ত কর্মসূচি
৮৩ প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ০৫ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

৮৫ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি
৯৩ শাখা অফিস-এর তথ্য

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ০৬ অন্যান্য

৯৭ প্রকাশনা
৯৮ সিটিজেন চার্টার
১০০ নিরীক্ষা প্রতিবেদন
১০৭ প্রধান কার্যালয়ের জনবল

অধ্যায়
০১

প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য

পৃষ্ঠা

০৯ ভূমিকা
০৯ সংগ্রাম সৃষ্টির প্রেক্ষাপট
০৯ এনজি'র সূত্রপাত
১১ সংগ্রাম'র নিবন্ধনসমূহ
১২ সংগ্রাম'র কর্মএলাকা
১৩ একনজরে সংগ্রাম
১৪ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য
১৪ উদ্দেশ্যসমূহ
১৫ সংগ্রাম'র বিশ্বাস, মূল্যবোধ, কর্মপরিধি

ভূমিকা : ২০২৩ সন অতিক্রম করায় সংগ্রাম ৩৯ বছর শেষ করল। সংগ্রাম'র অভিজ্ঞতা উপকূলভিত্তিক। উপকূলে বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে সংগ্রাম উপকূলবাসীর উন্নয়ন ও বিদ্যমান সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়েছে। একইসাথে উপকূলবাসীর উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। সংগ্রাম অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রশংসিত হয়েছে। সংগ্রামের ব্যাপকতা বেড়েছে ; বরিশাল বিভাগের সবগুলো জেলাতে সংগ্রাম'র কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে সংগ্রাম তার অর্জিত তথ্য-উপাত্ত সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য দায়বদ্ধ। তাই সংস্থাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য অপরিহার্য কিছু তথ্য এবং ২০২৩ সনে সংগ্রাম'র অর্জন ও অগ্রগতি অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

সংগ্রাম সৃষ্টির প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত সাগরবিধৌত বরগুনা জেলার দক্ষিণে সাগর, পশ্চিমে সুন্দরবন। সারা ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে ছোটো-বড়ো অনেক নদী ও অসংখ্য খাল। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বরগুনার মানুষদের জীবন ব্যবস্থা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল। বিপদাপন্ন, দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়ায় এখানকার মানুষের জীবন-ব্যবস্থা বিপদসংকুল, জটিল ও গতানুগতিক ধারা থেকে ভিন্নতর।

উপকূলীয় এলাকার মানুষ প্রাকৃতিক কারণেই নানান নির্মমতার শিকার। নতুন মানুষের সাথে নতুন সংস্কৃতি বা আধুনিকতা আসে। অনগ্রসর যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে এলাকার বাইরের মানুষ নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে বরগুনায় আসে না, তাই ধারণা, বিশ্বাস ও চিরায়ত নিয়ম ভেঙে নতুন জীবনকে গ্রহণ করতে পারছিল না এখানকার জনগোষ্ঠী।

এরা অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র্যপীড়িত। দক্ষিণের বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর একদিকে যেমন অপার সম্ভাবনার ডানা মেলে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সাগরের হিংস্র ছোবলে মানুষ ছিল নিরন্তর বিপদাপন্ন। সম্পদ বা জমি সীমিত, জমিজমা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থের অভাব, জলদস্যু, জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অর্থাভাব, সামুদ্রিক দাদন ব্যাবসা, কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, রুগ্ণ স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব, আয়ের উৎসহীনতা উপকূলীয় জীবনকে একধরনের অচলায়তন তৈরি হয়েছিল। সাগরবিধৌত এখানকার মানুষ বেশিরভাগ সাগরের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য আহরণ ও ক্ষুদ্র চাষ সিংহভাগ মানুষের পেশা। বিভিন্ন কারণে মৎস্য আহরণে সংকট দেখা দেওয়ায় জেলেরা ক্রমান্বয়ে গরিব হয়ে যায়। লবণাক্ততার কারণে ক্ষুদ্র গরিবদের অবস্থা আরো নাজুক। সব মিলিয়ে উপকূলীয় গরিব পরিবারগুলো অতিগরিবে পরিণত হচ্ছিল। তার ওপর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নৌকা বা ট্রলারডুবি, বাঘে খাওয়া ইত্যাদির মাধমে প্রচুর মানুষের প্রাণহানি হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে নেমে আসে আকাল। নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অতি বাল্যবয়সে বিয়ে এখানে হরহামেশা হচ্ছে, দুর্বিপাকে পড়ে বিধবা ও স্বামী পরিতাক্তার পরিমাণ বেড়ে যায়। সমস্যা-সংকট-দুরবস্থার এই অচলায়তন ভেঙে এখানকার মানুষগুলোকে বের করে আনার জন্য সংগ্রামের আবির্ভাব ঘটে।

এনজিও'র সূত্রপাত : বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত উপকূলবাসীকে একীভূত করার একটি প্রয়াস অনুভব করেন পাথরঘাটার কিছু যুবক। এদের নেতৃত্ব দেন সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চৌধূরী মোহাম্মাদ মাসুম। একটি রাঙাপ্রভাতের স্বপ্ন নিয়ে প্রথমে শুরু হয় যুব-সংগঠণ পাথরঘাটা যুবক্লাব। কিন্তু যুবক্লাব স্বপ্নের জায়গায় কোনোভাবেই যেতে পারছিল না। ঠিক এসময় জানা গেল বেসরকারি সংগঠনের মাধ্যমে দাতাসংস্থার অনুদান নিয়ে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করা যায়। পরিবর্তন আসে যুবক্লাবের। যুবক্লাব রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হয় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন সংগ্রাম। ১৯৮৫ সালের ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে পাথরঘাটায় সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। উপকূলীয় গরিব মানুষগুলোর উপর অন্যায়, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় একীভূত করার জন্য সংগ্রামের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে এর কর্মসূচি, লোকবল ও কর্মএলাকা বরিশাল বিভাগের সর্বত্র বিরাজমান।

প্রতিষ্ঠার তারিখ: ৬ জানুয়ারি ১৯৮৫ খ্রি.

প্রতিষ্ঠাতা : চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম

সংগ্রাম'র নিবন্ধনসমূহ

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ
সমাজসেবা অধিদপ্তর
রেজিস্ট্রেশন নম্বর
৪২/৮৯
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ
২১ নভেম্বর ১৯৮৯ খ্রি.

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
রেজিস্ট্রেশন নম্বর
৪৫৪
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ
২৫ মার্চ ১৯৯১ খ্রি.

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ
মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
রেজিস্ট্রেশন নম্বর
০৩৭৮২-০০৯৫৮-০০১৮৮
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ
২৫ মার্চ ২০০৮ খ্রি.

সংগ্রাম'র কর্মএলাকা

সূচক

- প্রধান কার্যালয়
- এরিয়া অফিস
- শাখা অফিস
- উপজেলা
- জেলা

অন্তর্ভুক্ত এলাকার পরিধি

- ৬টি জেলা
- ৩১টি উপজেলা
- ১৮০টি ইউনিয়ন
- ১৬৮৯টি গ্রাম
- ১৩টি কর্মসূচি/ প্রকল্প

একনজরে সংগ্রাম

১৩
চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি

৮২
এযাবৎ সমাপ্ত প্রকল্প

২৭
ডোনার/পার্টনার

৯৯,২১২
সদস্য

৪২৭৯৫
বর্তমান ঋণী

১৮০৫.৪০
এযাবৎ ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)

১৬১.৬১
বর্তমান ঋণ স্থিতি (কোটি টাকায়)

৯৯%
আদায় হার

অংশীজন

৫,০৮,০৩২

মোট জনবল

৪৯৩

শতকরা নারী স্টাফ ৩৮%
প্রতিবন্ধীব্যক্তি: ৪ জন

রূপকল্প (Vision)

উপকূলীয় তৃণমূল পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সংগঠন তৈরি, মানবিকতা ও দক্ষতা উন্নয়ন, সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার, ঋণ সহযোগিতা প্রদান, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে ইতিবাচক উন্নয়নমূলক সমাজ বিনির্মাণ।

উদ্দেশ্যসমূহ

- ক্ষুদ্র সংগঠন গড়ে তোলা ও অপ্রকাশিত সম্ভাবনা বিকাশে সহায়তা করা।
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে অংশীজনদের সম্পদে পরিণত করা।
- সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জন করা।
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা তৈরি ও লাভজনক কাজে ঋণ সহযোগিতা করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানির ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধির অভ্যাস গড়ে তোলা।
- স্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানোন্নয়ন ও সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতা করা।
- কৃষক ও সম্প্রসারণ জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা।
- স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণ।

সংগ্রাম'র বিশ্বাস

সংগ্রাম বিশ্বাস করে যে মানবজাতির মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, যার মাধ্যমে তাদের অসহায়ত্ব ও অমানবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব এবং এর জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জড়িত থাকা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দারিদ্র্য চক্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী জড়িয়ে পড়ে এবং তারা সামাজিক অবিচারের শিকার হচ্ছে। এই জনগোষ্ঠী উন্নয়নের মূলস্রোত ধারার বাইরে থাকায় তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনা অপ্রকাশিত থেকে যায়।

সুতরাং সংগ্রাম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করার জন্য তাদের সচেতন করার কাজ করে যাচ্ছে। সংগ্রাম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী অবস্থান তৈরির সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের পরিবর্তন যখন ঘটে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী তখন তাদের নিজস্ব সমাজকে উন্নত করতে সক্ষম হয় এবং সত্যিই তখন তারা সমাজ পরিবর্তনের কার্যকর প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হয়। সংগ্রাম জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং সাথে সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রত্যাশা করে।

মূল্যবোধ

- সততা
- উদ্ভাবন
- বৈচিত্র্য
- সুশাসন
- অন্তর্ভুক্তি
- ঐক্য
- স্বচ্ছতা
- জবাবদিহিতা।

কর্মপরিধি

- শিক্ষা ও প্রযুক্তি।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা।
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বশীল কৃষি এবং পুষ্টি।
- স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পরিবেশ।
- জেন্ডার ইকুইটি এবং নারীর ক্ষমতায়ন।
- দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবিকা।
- প্রতিবন্ধিতা ও সহায়ক পরিবেশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন।
- বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার।
- ত্রাণ, পুনর্বাসন ও মানবিক সহায়তা।

পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদা'র
সাথে সহযোগী সংস্থা
সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন

অধ্যায়
০২

সাধারণ তথ্য

পৃষ্ঠা

১৮ কার্যনির্বাহী কমিটি
১৯ সাধারণ পরিষদ
২০ অর্গানোগ্রাম
২২ ডোনার/পার্টনার
২২ সদস্যভুক্ত নেটওয়ার্কের নাম
২৩ সংগ্রাম'র নীতিমালা এবং প্ল্যান
২৪ প্রাপ্ত সম্মাননা
২৫ শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড

কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতি
জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
সাবেক অধ্যক্ষ, পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজ

সহ-সভাপতি
জনাব চৌধূরী মরিয়ম
সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
পাথরঘাটা

সাধারণ সম্পাদক
জনাব আমিনুর রহমান
পরিচালক, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি

নির্বাহী সদস্য
জনাব মোঃ আবদুর রব
প্রভাষক, পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজ

নির্বাহী সদস্য
জনাব ফেরদৌসী
সাবেক সহকারী শিক্ষক, টিয়ারখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়

নির্বাহী সদস্য
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রধান শিক্ষক, বাইনচটকী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নির্বাহী সদস্য
জনাব মোসাঃ জাকিয়া বেগম
সহকারী শিক্ষক, সানবীম স্কুল, বরগুনা

সাধারণ পরিষদ

জনাব চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম
সমাজসেবক, হাসপাতাল সড়ক, পাথরঘাটা

জনাব মোঃ জিয়াউল করিম
অধ্যক্ষ, সৈয়দ ফজলুল হক ডিগ্রি কলেজ

জনাব মোঃ আঃ মান্নান
সমাজসেবক, বরগুনা

জনাব মোঃ ফারুক হোসেন
অধ্যক্ষ, চৌধূরী মাসুম টিবিএম কলেজ, পাথরঘাটা

জনাব গোলাম মোস্তফা চৌধুরী
সভাপতি, বাংলাদেশ ফিশিং বোট মালিক সমিতি, বরগুনা

জনাব চৌধূরী মরিয়ম
সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাথরঘাটা

জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
সাবেক অধ্যক্ষ, পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজ

জনাব মাওলানা মোঃ বেলাল হোসেন
সমাজসেবক, বরগুনা

জনাব ফেরদৌসী
সাবেক সহকারী শিক্ষক, টিয়ারখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়

জনাব চৌধুরী মোঃ ফারুক
সাবেক সভাপতি, পাথরঘাটা প্রেসক্লাব, পাথরঘাটা

জনাব আবদুর রব
প্রভাষক, পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজ

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রধান শিক্ষক, বাইনচটকী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জনাব কানিজ ফাতিমা
সহকারী প্রধান শিক্ষক, পাথরঘাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাথরঘাটা

জনাব মোসাঃ রওশন জাহান মুন্নী
অধ্যক্ষ, বরগুনা টিবিএম কলেজ, বরগুনা

জনাব ফিরোজা চৌধূরী
সাবেক কাউন্সিলর,

জনাব মোসাঃ জাকিয়া বেগম
সহকারী শিক্ষক, সানবীম স্কুল, বরগুনা

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন
সমাজসেবক, বরগুনা

জনাব আয়েশা ছিদ্দিকা
প্রভাষক, পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজ, পাথরঘাটা

জনাব মোঃ আমিনুর রহমান
পরিচালক, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি

জনাব দিলশাদ জাহান মিতু
সমাজসেবক, বরগুনা

জনাব সুবর্না মোস্তফা সাথী
সমাজসেবক, বরগুনা

অর্গানোগ্রাম

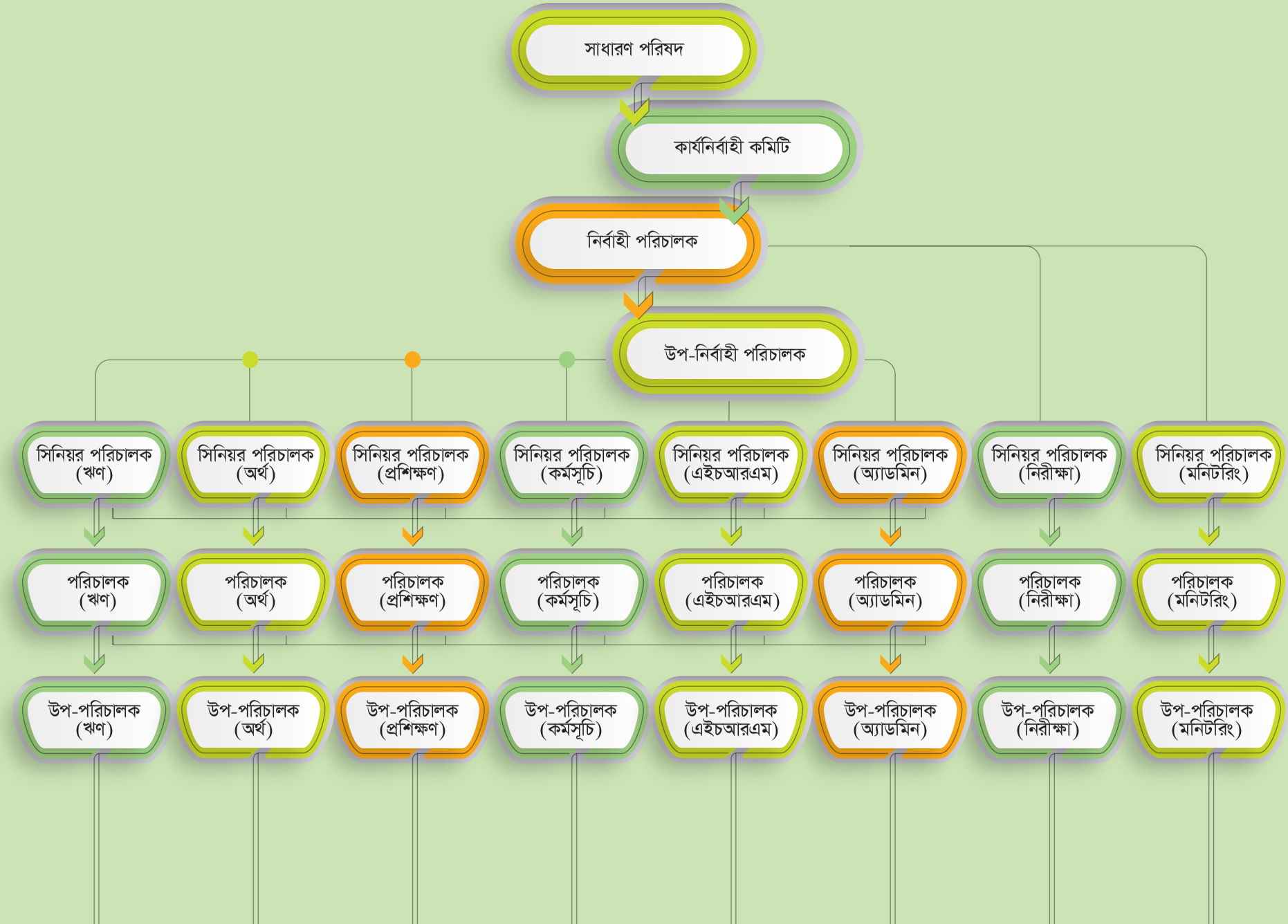
সাধারণ পরিষদ
কার্যনির্বাহী কমিটি
নির্বাহী পরিচালক
উপ-নির্বাহী পরিচালক
সিনিয়র পরিচালক (ঋণ)
সিনিয়র পরিচালক (অর্থ)
সিনিয়র পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সিনিয়র পরিচালক (কর্মসূচি)
সিনিয়র পরিচালক (এইচআরএম)
সিনিয়র পরিচালক (অ্যাডমিন)
সিনিয়র পরিচালক (নিরীক্ষা)
সিনিয়র পরিচালক (মনিটরিং)
পরিচালক (ঋণ)
পরিচালক (অর্থ)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
পরিচালক (কর্মসূচি)
পরিচালক (এইচআরএম)
পরিচালক (অ্যাডমিন)
পরিচালক (নিরীক্ষা)
পরিচালক (মনিটরিং)
উপ-পরিচালক (ঋণ)
উপ-পরিচালক (অর্থ)
উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
উপ-পরিচালক (কর্মসূচি)
উপ-পরিচালক (এইচআরএম)
উপ-পরিচালক (অ্যাডমিন)
উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা)
উপ-পরিচালক (মনিটরিং)

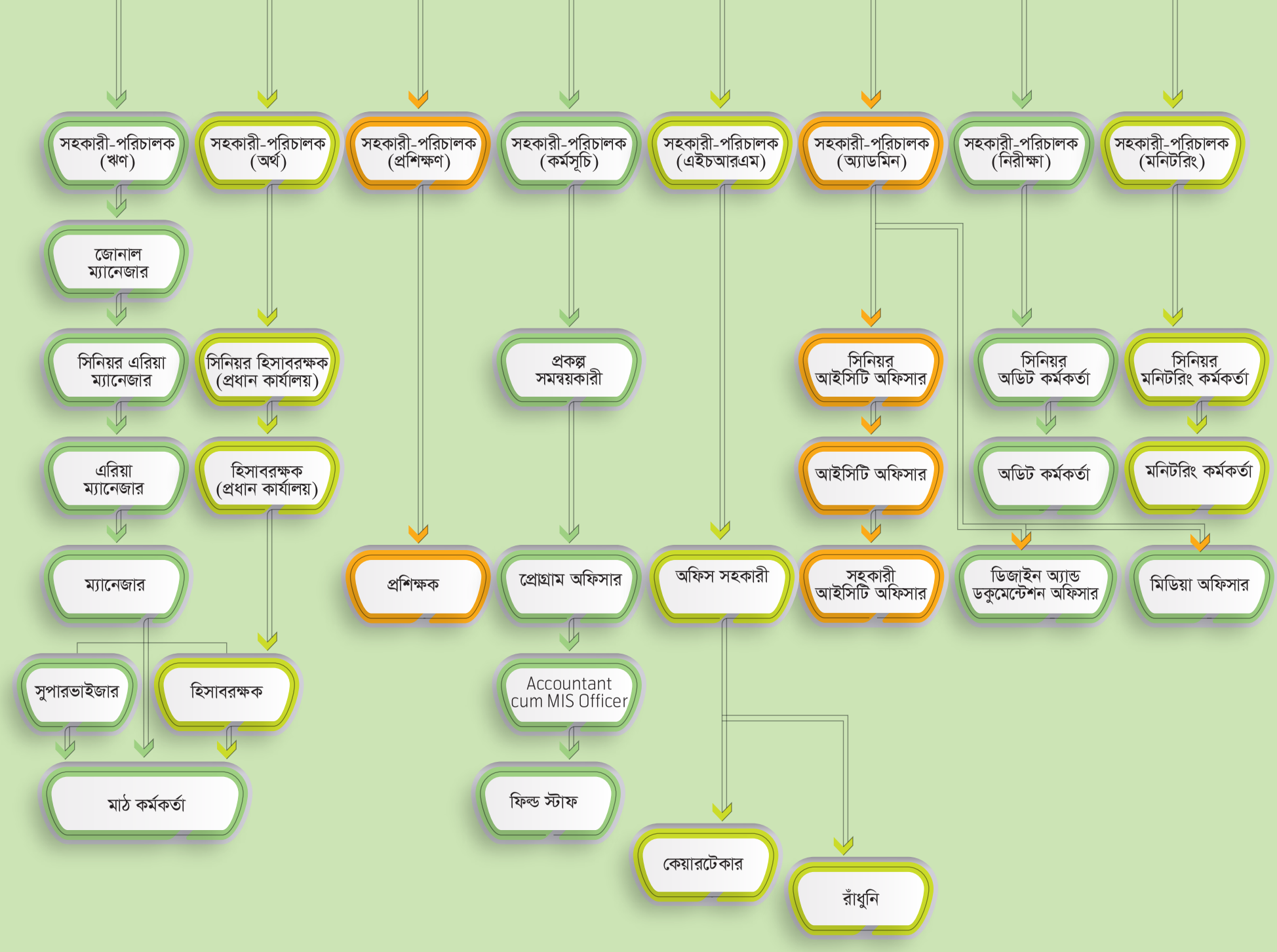
সহকারী-পরিচালক (ঋণ)
সহকারী-পরিচালক (অর্থ)
সহকারী-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সহকারী-পরিচালক (কর্মসূচি)
সহকারী-পরিচালক (এইচআরএম)
সহকারী-পরিচালক (অ্যাডমিন)
সহকারী-পরিচালক (নিরীক্ষা)
সহকারী-পরিচালক (মনিটরিং)
জোনাল ম্যানেজার
সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার
সিনিয়র হিসাবরক্ষক (প্রধান কার্যালয়)
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সিনিয়র আইসিটি অফিসার
সিনিয়র অডিট কর্মকর্তা
সিনিয়র মনিটরিং কর্মকর্তা
এরিয়া ম্যানেজার
হিসাবরক্ষক (প্রধান কার্যালয়)
আইসিটি অফিসার
অডিট কর্মকর্তা
মনিটরিং কর্মকর্তা
ম্যানেজার
প্রশিক্ষক
প্রোগ্রাম অফিসার
অফিস সহকারী
সহকারী আইসিটি অফিসার
ডিজাইন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার
মিডিয়া অফিসার
সুপারভাইজার
হিসাবরক্ষক
Accountant cum MIS Officer
মাঠ কর্মকর্তা
ফিল্ড স্টাফ
কেয়ারটেকার
রাঁধুনি

পূর্বের ডোনার/পার্টনার

বর্তমান ডোনার/পার্টনার

সদস্যভুক্ত নেটওয়ার্কের নাম

BSAF : Bangladesh Shishu Adhikar Forum
CAMPE : Campaign for Education
ALRD : Association for Land Reform of Development
FNB : Federation of NGOs in Bangladesh
CDF : Credit Development Forum
COFCON: Coastal Fisher Folk Community Network
GDF : Gender Development Forum
NGO Forum : (NGO Forum for DWSS)
BNDF : Barguna Ngo Development Forum
NAHAB : National Alliance of Humanitarian Actions Bangladesh
ELNHA : Empowering Local National Humanitarian Actors
CDD : Center for Disability in Development

সংগ্রাম'র নীতিমালা এবং প্ল্যান

এইচ.আর.এম পলিসি ম্যানুয়েল

সংগ্রাম'র এইচ.আর.এম পলিসি বা মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা মূলত সংগ্রাম'র লোকবল কীভাবে পরিচালিত হবে, তারা কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবে, পদোন্নতি এবং শাস্তির নিয়মসম্বলিত নীতিমালা।

ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল

সংগ্রাম'র ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল বা অর্থ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংগ্রাম'র অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মনীতি অনুসরণ করার সহায়িকা।

জেন্ডার নীতিমালা

জেন্ডার নীতিমালা সংগ্রামে কর্মরত নারীদের সুযোগ-সুবিধা, সংস্থা থেকে প্রাপ্ত আইনি সহায়তা, সংগ্রামকেন্দ্রিক নারীবিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ ও সুবিধাপ্রাপ্তির নীতিমালা।

সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা মূলত সংগ্রাম কর্তৃক সংগঠিত দল তৈরি, দলের কার্যক্রম পরিচালনা, সঞ্চয় আদায়, সঞ্চয় সংরক্ষণ, সঞ্চয়ে সুদ প্রদান, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ পরিচালনাবিষয়ক নীতিমালা।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি বিধিমালা

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি বিধিমালা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অথরিটি কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরোপিত ঋণ পরিচালনাবিষয়ক নীতিমালা। অত্র অথরিটির সনদপ্রাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে সংগ্রাম এই নীতিমালা অনুসরণ করে।

স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান

সংগ্রাম'র মাঠ পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর কোন ধরনের প্রকল্পের দরকার আছে তা জনগোষ্ঠী কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরূপণ করে সংস্থা পর্যায়ে প্রকল্পবিষয়ক যে প্ল্যান তাই সংগ্রাম'র স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান।

বিজনেস প্ল্যান

সংগ্রাম নির্দিষ্ট মেয়াদশেষে যে অবস্থানে থাকতে চায় তার আগাম পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত ৫বছরের পরিকল্পনা সম্ভার হচ্ছে বিজনেস প্ল্যান।

কন্টেইজেন্সি প্ল্যান

সংগ্রাম'র কন্টিনজেন্সি প্ল্যান সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য অত্যন্ত জরুরি আগাম পরিকল্পনা। এটি দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

কর্মীকল্যাণ ঋণ নীতিমালা

সংগ্রাম'র কর্মীরা যাতে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে সে উদ্দেশ্যে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল থেকে কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণ পরিচালনার জন্য কর্মীকল্যাণ ঋণ নীতিমালা গঠন করা হয়েছে।

ভবিষ্যতহবিল ও আনুতোষিক বিধিমালা

সংগ্রাম'র কর্মীরা নির্দিষ্ট মেয়াদ চাকরিশেষে যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হবেন তাযে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত তাই হচ্ছে ভবিষ্যতহবিল ও আনুতোষিক বিধিমালা।

ওয়ার্কপ্লেস পলিসি

ধূমপানমুক্ত কর্মপরিবেশ ও যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ বজায় রাখার প্রত্যয়ে গঠন করা হয়েছে ওয়ার্কপ্লেস পলিসি।

এছাড়াও যে সকল নীতিমালা রয়েছে:

চাইল্ড সেভগার্ড পলিসি; যৌন হয়রানি নিরসন ও কর্মপরিবেশ তৈরি নীতিমালা; শুদ্ধাচার নীতিমালা ; এন্টি-মানিলন্ডারিং নীতিমালা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আয়বৃদ্ধিমূলক নীতিমালা; বিমা নীতিমালা

প্রাপ্ত সম্মাননা

স্বাধীনতা স্মৃতি পদক ২০২২
মাদার তেরেসা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড ২০২১
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সম্মাননা ২০১৮
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে
সম্মাননা স্মারক ২০১৮
ফিদেল ক্যাস্ট্রো সম্মাননা পদক ২০১৭
মহান বিজয়দিবস সম্মাননা স্মারক ২০১৬
মাদার তেরেসা শাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১১
মহান স্বাধীনতা দিবস হিউম্যান রাইটস গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড ২০১০
স্বাধীন বাংলা শাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১০
এন্টিড্রাগ সম্মাননা স্মারক ২০১০
কাজী নজরুল ইসলাম সম্মাননা স্মারক ২০১০

শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড

সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত '৯ম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড'-এ প্রথম স্থান অর্জন করে সম্মাননা গ্রহণ করছেন সংগ্রাম'র লাউপাড়া শাখার সম্মানিত সদস্য জনাব আব্দুস ছোমেদ ফকির।

সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত '১২তম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড'-এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সম্মাননা গ্রহণ করছেন সংগ্রাম'র কড়ইবাড়িয়া শাখার সম্মানিত সদস্য জনাব আজিজুল হক সিকদার।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণকে সম্মাননা প্রদান করছেন বরগুনা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শওকত হাচানুর রহমান রিমন

অধ্যায়
০৩

অপারেশনাল

পৃষ্ঠা

২৭ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি
২৮ কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগত অর্জন
২৯ সংগ্রাম'র কর্মসূচিতে এসডিজি লিঙ্কেজ
৩০ মানবসম্পদ
৩০ প্রকল্পভিত্তিক অংশীজনের তথ্য

চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি

	ডোনার/পার্টনার	কর্মএলাকা	সময়সীমা
সমৃদ্ধি কর্মসূচি		বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলা	জুলাই ২০১০ থেকে চলমান
কৈশোর কর্মসূচি		বরগুনা সদর ও বামনা উপজেলা	জুলাই ২০১৯ থেকে চলমান
শিক্ষাবৃত্তি		সংগ্রাম কর্মএলাকা	২০১২ থেকে চলমান
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট বিষমুক্ত শুঁটকি প্রজেক্ট	THE WORLD BANK	বরগুনা সদর, পাথরঘাটা কলাপাড়া ও কুয়াকাটা	জুলাই ২০২১ থেকে জানুয়ারি ২০২৪
সূর্যমুখী প্রজেক্ট (ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প)	THE WORLD BANK	বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলা	ডিসেম্বর ২০২২ থেকে জুন ২০২৩
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন		বরগুনা জেলা পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৭ চলমান
বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল	Sangram working area	জানুয়ারি ২০১২ থেকে চলমান
গৃহায়ন প্রকল্প		সংগ্রাম কর্মএলাকা	সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে চলমান
ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্রান্ডিং এবং ই-কমার্সভিত্তিক বিপণনবিষয়ক উপ-প্রকল্প (আইসিটি)		বরগুনা জেলা	জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩
প্রাইস প্রকল্প	brac	গলাচিপা উপজেলা	১ আগস্ট-২০২৩ থেকে ৩১ মে-২০২৪
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	Premier Bank, NRBC BANK, Trust Bank	বরিশাল বিভাগ	১৯৮৯ থেকে চলমান
মিভা প্রকল্প	CDD Centre for Disability in Development	বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলা	১৫ এপ্রিল ২০২৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	SANGRAM	সংগ্রাম কর্মএলাকার সর্বত্র	১৯৯১ থেকে চলমান

একনজরে
২০২৩ সনের বাস্তবায়নকৃত কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগত অর্জন

ক্র.নং	বিবরণ	২০২৩ অর্জন	মন্তব্য
১.	দরিদ্র ও লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া শিশুকে শিক্ষা সহায়তাকরণ	২২১৫ জন	১০০টি শিক্ষসহায়তাকেন্দ্র বাস্তবায়ন
২.	ফলজ ও বনজ চারা বিতরণ	৮৯৮০	সমৃদ্ধি, কৈশোর ও ঋণ কর্মসূচি
৩.	স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক আয়োজন	৫১৩টি	১৩১৫৪ জন অংশ নিয়েছে
৪.	প্যারামেডিক ডাক্তার কর্তৃক স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	৪৫৭টি	১৪৬২১
৫.	এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	১২০টি	৫৯১৫
৬.	বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে উচ্চতর স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন	৪টি	৬২৩
৭.	গর্ভবর্তী মায়ের সেবা প্রদান	৬৭৩জন	বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ
৮.	বিনামূল্যে কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে	১৫,৫২২টি	সমৃদ্ধি ইউনিয়নে
৯.	ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন	৫১০টি	সার বিক্রয় ১,৫৮,৩৯৫ কেজি
১০.	ভিক্ষুক পুনর্বাসন (প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা প্রদান)	২০জন	বর্তমান সম্পদ ৩৮,২৪,২৮০ টাকা
১১.	প্রবীণদের পরিপোষক ভাতা প্রদান	৫,১০,০০০টাকা	এযাবৎ ৫৮,০৭,৫০০ টাকা প্রদান
১২.	মৃত্যুপরবর্তী দাফনের জন্য অর্থ সহায়তা	১,৯২,০০০টাকা	এযাবৎ ১০,১০,০০০ টাকা টাকা প্রদান
১৩.	শীতার্ত প্রবীণদের কম্বল প্রদান	১৫০জন	১৫০ টি
১৪.	আত্মীয়হীন প্রবীণ নারীদের চায়ের দোকানে সহায়তা প্রদান	২জন	৩০,০০০ টাকা
১৫.	শুঁটকি কর্মক্ষেত্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট উঁচু লেট্রিন স্থাপন	৬টি	নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা
১৬.	শুঁটকি কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পানি প্রযুক্তি স্থাপন	৬টি	চরাঞ্চলে যেখানে পানি দুষ্প্রাপ্য
১৭.	শুঁটকি শ্রমিকদের জন্য নারীবান্ধব বিশ্রামাগার স্থাপন	৭টি	শুঁটকির চাতালে
১৮.	মাছের বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য মেশিন স্থাপন	২টি	হাঁস-মুরগির খাবার তৈরি হচ্ছে
১৯.	মাছ শুকানোর জন্য গ্রিন মাচা স্থাপন	৮টি	বছরব্যাপী শুকানোর জন্য
২০.	বায়ুশূন্য প্রযুক্তি দ্বারা নিরাপদ শুঁটকি মোড়কীকরন মেশিন	৩টি	বাণিজ্যিকভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য
২১.	বিষমুক্ত শুঁটকির আউটলেট (দোকান) তৈরি	১টি	কুয়াকাটায়
২২.	গভীর সমুদ্রে মাছ শনাক্ত করার জন্য ট্রলারে মেশিন স্থাপন	২২টি	জিপিএসযুক্ত ফিশ ফাইন্ডার
২৩.	কৃষকদের অর্থ সহায়তা প্রদান (প্রতি জন ৫,০০০ টাকা)	৩৫০জন	১৭,৫০,০০০ টাকা
২৪.	সূর্যমুখী চাষিদের বিনামূল্যে হাইসান ৩৬ জাতের বীজ প্রদান	৬৯৬চাষি	৫৫০ কেজি
২৫.	সূর্যমুখীতে পরিশোধন মেশিন স্থাপনে নগদ সহায়তা	১টি	৮০,০০০ টাকা
২৬.	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং এর জন্য অনুদান প্রদান	১৬২জন	২৫,০০,০০০ টাকা
২৭.	কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন	২৭০টি	সদস্য অন্তর্ভুক্তি ৫,৬৮০ জন
২৮.	ঝরে পড়া শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তি	১০০জন	১০ মাস মেয়াদি
২৯.	৪১জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৫,১৩,০০০টাকা	এযাবৎ ৭২,৪৮,০০০ টাকা প্রদান
৩০.	চক্ষু রোগিদের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন	৪৪৮জন	এযাবৎ ০০০০০০ জন
৩১.	মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩৩৫০জন	১১৯টি কোর্স আয়োজন
৩২.	সংগ্রাম কর্তৃক প্রকাশনা তৈরি	৩টি	আইসিটি, এসইপি, সূর্যমুখী প্রকল্প

সংগ্রাম'র কর্মসূচিতে এসডিজি লিঙ্কেজ

কর্মসূচি/ প্রকল্প	গোল	লক্ষ্য	সূচক	অংশীজন	দাতা
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৩,৪,৫	৩.৮	৩.৮.২	১৩১৬৮ ৪ (খ) ৫.২	পিকেএসএফ ৪(খ).১ ৫.২.১
প্রবীণ কর্মসূচি	৩	৩.৮	৩.৮.১	৩০৩৭	পিকেএসএফ
নিরাপদ শুঁটকি	২	২.৩	২.৩.২	১২০০	পিকেএসএফ
আইসিটি প্রকল্প	৯	৯.(কয)	৯.(খ).১	১০০০	পিকেএসএফ
ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প	২	২.৪	২.৪.১	১০০০	পিকেএসএফ
কৈশোর কর্মসূচি	৫	৫.৩	৫.৩.১	১৪৯৯০	পিকেএসএফ
শিক্ষাবৃত্তি	৪	৪.৩	৪.৪.১	৪৫০	পিকেএসএফ
চক্ষুরোগে সহায়তা	৩	৩.৮	৩.৮.১	৪৩০০০	পিকেএসএফ, ইস্পাহানী চক্ষু হাসপাতাল, সংগ্রাম
গৃহায়ন প্রকল্প	১১	১১.২	১১.২.১	৯৩৫	বাংলাদেশ ব্যাংক
মিভা	৩	৩.৮	৩.৮.১	১২৫০০	Stitching Liliane Fonds of Netherlands-CDD
পিএইচআরপিবিডি প্রকল্প	৪, ৮, ১১	৪.(ক), ৮.৫, ১১.২	৪.(ক).১, ৮.৫.১, ৮.৫.২ ১১.২.১	১৩৩	CDD/CBM
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১	১.২	১.২.১	৩২৩০০	পিকেএসএফ
প্রাইস প্রকল্প	৮	৮.৫	৮.৫.২	১৬০	KFW-BRAC

মানবসম্পদ/লোকবল

সংগ্রাম-এ বর্তমানে সম্পৃক্ত মানবসম্পদ/ লোকবল সংখ্যা ৪৯৩জন। এর মধ্যে নারী ১৮৮জন এবং পুরুষ ৩০৫জন। শতকরা নারী সম্পৃক্ত ৩৮%। মোট মানবসম্পদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মোট ৪জন (নারী-১ ও পুরুষ-৩), এমবিবিএস ডাক্তার-১জন, প্যারামেডিক ডাক্তার ৫জন। কৃষিবিদ ২জন, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ৬জন।

মানবসম্পদ (৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সময়সীমার)

কর্মসূচি/প্রকল্প	নীতি নির্ধারণী পর্যায়	পরিচালনা পর্যায়	ব্যবস্থাপনা পর্যায়	সুপারভাইজার পর্যায়	হিসাবরক্ষক পর্যায়	মাঠ পর্যায়	কেয়ারটেকার পর্যায়	অন্যান্য	মোট
প্রধান কার্যালয়	৭	৪	০	১	১	০	৫	২	২০
ঋণ কর্মসূচি	০	১	৫০	০	৪৭	১৯২	২৪	০	৩১৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচি		১	০	১৪	৩	০	০	১২৭	১৪৫
প্রবীণ কর্মসূচি	০	০	০	০	০	০	০	০	০
এসইপি-নিরাপদ শুঁটকি প্রকল্প	০	১	৪	০	১	০	০	০	৬
আইসিটি উপ-প্রকল্প	০	০	১	০	০	০	০	০	১
ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প	০	০	১	২	০	০	০	০	৩
কৈশোর কর্মসুচি	০	০	০	২	০	০	০	০	২
প্রাইজ প্রকল্প	০	০	০	২	০	০	০	০	২
মোট	৭	৭	৫৬	২১	৫২	১৯২	২৯	১২৯	৪৯৩

প্রকল্পভিত্তিক অংশীজনের তথ্য (৩১/১১/২০২৩)

ক্র: নং	কর্মসূচি/ প্রকল্প	ইউনিয়ন ও পৌরসভা	কর্মসূচি/ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পরিবার/ অংশীজন				
			নারী	শিশু	পুরুষ	মোট	পরিবারভুক্ত সদস্য
০১	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	২১০	৪২৮৬২	০	১১৩৯২	৫৪৬৫২	২৮৪১৯০
০২	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	২	২৪৪৯৩	২৯৯০	২৪৬৯১	১৩২৬৮	৫২১৭৪
০৩	প্রবীণ কর্মসূচি	২	১৩৯৩	০	১৬৪৪	৩০৩৭	১৫৭৯২
০৪	এসইপি-নিরাপদ শুঁটকি প্রকল্প	৭	২১১	০	৭৮৯	১০০০	৫২০০
০৫	আইসিটি উপ-প্রকল্প	৫১	৮৮৯	০	১১১	১০০০	৫২১৬
০৬	ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প	৯	৩০৪	০	৬৯৬	১০০০	৫৩২১
০৭	কৈশোর কর্মসূচি	১৫	০	৫৬০৬	০	৫৬০৬	২৯১৫১
০৮	শিক্ষাবৃত্তি	৬৬	০	৫২০	০	৫২০	২৭০৪
০৯	চক্ষুরোগে সহায়তা	৭৩	৮২৩১	০	১২০০২	২০২৩৩	১০৫২১১
১০	গৃহায়ন প্রকল্প	২৮	৩০৬	০	০	৩০৬	১৫৯০
১১	MIVA গ্রান্ট প্রকল্প	০	০	০	১৩	১৩	১৩
১২	পিএইচআরপিবিডি প্রকল্প	৩	৫৮	১৭	৬২	১৩৩	৬৯০
১৩	প্রাইজ প্রকল্প	২	০	১৫০	০	১৫০	৭৮০
	মোট	**৪৬৮**	**৭৮৭৪৭**	**৯২৮৩**	**৫১৪০০**	**৯৯,২১২**	**৫,০৮,০৩২**

কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সূর্যমুখী বীজ বিতরণ করছেন পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা।

অধ্যায়
০৪

চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি

পৃষ্ঠা	
৩২	সমৃদ্ধি কর্মসূচি
৩৭	কৈশোর কর্মসূচি
৪২	দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে
৪৫	শিক্ষাবৃত্তি
৪৫	সূর্যমুখী প্রজেক্ট
৫০	বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসা
৫৩	প্রাইজ
৫৫	প্রশিক্ষণ
৫৭	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
৬১	পেস-আইসিটি
৬৫	গৃহায়ণ প্রকল্প
৬৭	এসইপি-নিরাপদ শুঁটকি প্রকল্প
৭২	মিভা প্রকল্প

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি

স্ট্যাটিক ক্লিনিকে মোয়াক টেপ দিয়ে পুষ্টি পরিমাপ

ডোনার/পার্টনার

কর্মএলাকা

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলা

সময়সীমা

৩ মে ২০১০ থেকে চলমান

দারিদ্র্য দূরীকরণে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানব সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্রের উৎপাদনশীল সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি পরিবারকে তাদের বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারকল্পে সহায়তা প্রদান করে টেকসইভাবে তাদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সমর্থন দেয়া। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় সংগ্রাম বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার পাথরঘাটা ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের নাম

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি : "Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor House-holds towards Elimination of their Poverty (ENRICH)"

প্রকেল্পের মেয়াদ

৩ মে ২০১০ থেকে চলমান।

সহযোগিতা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য

এ কর্মসূচিতে দরিদ্র পরিবারের কার্যকর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র্য অবস্থা হ্রাস করা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে দরিদ্রের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন এবং বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের সকল পরিবার এই কর্মসূচির লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী। সকল পরিবারকে কোনো না কোনোভাবে প্রকল্পের সাথে জড়িত করার কর্মকৌশল এই

আইজিএ প্রশিক্ষণ-পরবর্তী উঠানে চাষাবাদ

উঠান বৈঠক মূল্যায়ন করছেন পিকেএসএফ'র প্রতিনিধি

কর্মসূচিতে রয়েছে। পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের ৭৭২৩ পরিবার এবং ডৌয়াতলা ইউনিয়নের ৫৪৪৫ পরিবার মিলে মোট ১৩১৬৮ পরিবার লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী। যাদের সম্পদের পরিমাণ কম এবং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এরকম ১১৩৬৭ খানা নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মএলাকা

জেলা-বরগুনা। উপজেলা পাথরঘাটা ও বামনা। ইউনিয়ন-পাথরঘাটা সদর ও ডৌয়াতলা। এই দুটি ইউনিয়নের ২২টি গ্রামে এই কর্মসূচির কর্মএলাকা।

লোকবল

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে ১৪৬জন মানবসম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে ১৯জন স্থায়ী এবং ১২৭জন খণ্ডকালীন। লিঙ্গ বিভাজনের দিক থেকে ১২৮জন নারী এবং ১৮জন পুরুষ। শতকরা হারে নারী ৮৭% এবং পুরুষ ১৩%। পদমর্যাদায় ১জন কর্মসূচি সমন্বয়কারী, ১জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, ৫জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ৪জন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, ১জন শিক্ষা সুপারভাইজার, ৩জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মকর্তা, ৪ জন এমআইএস কর্মকর্তা, ২৭ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ১০০জন শিক্ষক।

কর্মকৌশল

এই কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকার ২টি ইউনিয়নের ২২টি গ্রামের প্রতিটি পরিবার বেজলাইন সার্ভে করে বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সফ্টওয়্যারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এরপর পরিবারের চাহিদা নিরূপণ করে প্রতিটি পরিবারের জন্য সক্ষমতা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যে সকল পরিবারে সম্পদের পরিমাণ কম ও আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি ঐ সকল পরিবারের বর্তমান সম্পদ, পরিবারের লোকজনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনা করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে ক্রমান্বয়ে জনগোষ্ঠীর চাহিদার আলোকে আরো কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং উল্লিখিত কার্যক্রম আরো গতিশীল করা হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকাণ্ড

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি; শিক্ষা সহায়তা; পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা; আর্থিক সহায়তা; বিশেষ সঞ্চয়; আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ; যুব উন্নয়ন (যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান); সৌরবিদ্যুৎ; বন্ধুচুলা; পরিবারভিত্তিক স্যানিটেশন ও হাতধোয়া কর্মসূচি; ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ; বসতবাড়িতে সবজি চাষ; কেঁচোসার উৎপাদন; ভিক্ষুক পুনর্বাসন; স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন; বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়া; সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন; সমৃদ্ধিকেন্দ্র স্থাপন এবং নমনীয়/ সহনীয় ঋণদান।

কার্যক্রম অগ্রগতি ঃ (৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এক নজরে তথ্য)

স্বাস্থ্য : এই কর্মসূচির আওতায় সংগ্রাম'র ৫ (পাঁচ) টি শাখা কার্যালয়। ইউনিয়নে মোট পরিবার ১৩,৪২৭ (পাথরঘাটা ৭৯৮২ এবং ডৌয়াতলা ৫৪৪৫)। লোকসংখ্যা ৫৮,২৬৯ (পাথরঘাটা ৩১,৪৯৪ এবং ডৌয়াতলা ২৬,৭৭৫)। সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকাণ্ডে ২৭জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতিদিন ২০-২৫টি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতি মাসে ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করার মাধ্যমে সহায়তা দেয়। এদের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রয়েছে। তারা পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে। প্রত্যেক স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতিমাসে তার আওতার ৫০০টি বাড়ি পরিদর্শন সমাপ্ত করেন। পরবর্তী মাসে অনুরূপভাবে চক্রাকারে খানা পরিদর্শন করতে থাকেন। খানা পরিদর্শনকালে খানার সদস্যদের সাথে স্বাস্থ্য-সচেতনতামূলক আলোচনা ও অনেকক্ষেত্রে পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ির লোকজনকে নিয়ে একত্রে উঠান বৈঠক করেন। এযাবৎ ১৩,২৬০টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে।

স্ট্যাটিক ক্লিনিকে রোগী দেখছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করেন ও স্থানীয় পর্যায়ে রোগীদের পরামর্শ প্রদান করেন। গর্ভবতী ও শিশুদের ঔষধ বিতরণ করেন। এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করেন। উচ্চতর চিকিৎসার জন্য উচ্চতর স্বাস্থ্যক্যাম্প ও চক্ষুক্যাম্প আয়োজন করেন। স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গর্ভবতী সেবা প্রদান করা হয় ১০৮৫জনকে, এযাবৎ সেবা দেওয়া হয়েছে ৬১৯৫জনকে। সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ৯৭৫টি যাতে রোগী ছিল ৯৫০৯জন। এযাবৎ স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন ১৩৪৮৯ এবং রোগী ১,৩৭,৯১৩জন। এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ২৪০টি এবং সেবা পেয়েছে ৫৯১৫জন। এযাবৎ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন ২১৪৪ এবং সেবা গ্রহণকারী ৫১৪৪২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে উচ্চতর স্বাস্থ্য ক্যাম্প এই অর্থবছরে আয়োজন করা হয়েছে ৪টি। এতে সেবা পেয়েছে ৬২৩জন। এযাবৎ আয়োজিত স্বাস্থ্যক্যাম্প সংখ্যা ৯৬ এবং সেবাগ্রহীতা ১৫০১০জন। চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে এই অর্থবছরে ৫৩জনকে ছানি অপারেশন করানো হয়েছে, এযাবৎ ১৭টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ৮৮৬জনের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। বিনামূল্যে কৃমিনাশক ১৫,৫২২টি ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে এবছর এবং এযাবৎ ১৯০৬১৯টি।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন পাথরঘাটা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা

বৈকালীন শিক্ষাসহায়তা: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী পড়ুয়াদের মধ্য হতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কর্মএলাকায় বৈকালীন শিক্ষাসহায়তা প্রদান করা হয়। কর্মএলাকায় জরিপ করে ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ২৮-৩০জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করে। এলাকার একজন নারীশিক্ষক একটি বাড়ির বারান্দায় বিকালে পাঠদান করে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে বিদ্যমান ১০০টি শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র ১৫১৯ ও ছাত্রী ১৪৭১ মিলে মোট ২৯৯০জন শিক্ষার্থী রয়েছে। গড় শিক্ষার্থী ২৯.৯। গড় উপস্থিতি ৯৭%। এ বছর অভিভাবক সভা করা হয়েছে ৬০০টি এবং এ যাবৎ অভিভাবকসভা সম্পন্ন হয়েছে ৯৬৭৭টি। এবছর এ সকল শিক্ষাসহায়তা কেন্দ্রের ২৯৯০জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৫৯৮০টি ফলজ ও বনজ চারা বিতরণ করা হয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজের প্রশিক্ষণশেষে সম্মিলিত বন্ধন

সততা, আদর্শ, নিষ্ঠা, দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করার প্রত্যয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৪০জন যুবককে কমিটিভুক্ত করা হয়েছে। তাদের অনুপ্রাণিত করে নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়েছে। ২টি ইউনিয়নে উন্নয়নে যুবসমাজের বিদ্যমান যুব কমিটি আছে ১৮টি। কমিটিভুক্ত যুব সদস্য আছে ৫৯৪জন। যুবদের ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবছর ৫৫টি এবং এযাবৎ ৪৯২টি।

শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলজ ও বনজ চারাগাছ বিতরণ করছেন ডৌয়াতলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান মিজান

সমৃদ্ধি ইউনিয়নের যে সকল পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে কিংবা নারী প্রধান পরিবার। তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ সকল পরিবারের সদস্যবৃন্দ নির্দিষ্ট মেয়াদে নিজস্ব আয় থেকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যাংকহিসাবে জমা করতে পারছে তার সমপরিমাণ অর্থ মেয়াদ শেষে সমৃদ্ধি প্রকল্প থেকে সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধী ও নারীপ্রধান ৫৪ পরিবারে ৮,৮৭,৪৮৮ টাকা জমা করেছে। পিকেএসএফ অনুদানসহ ১৭,৭৪,৯৭৬ টাকা তাদেরকে ফেরত প্রদান করেছে।

বসতবাড়ির জমি সর্বোচ্চ ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টাটাই হচ্ছে সমৃদ্ধ বাড়ি। বসতবাড়ির পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সারাবছর পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন করতে পারে, পাশাপাশি বাড়তি অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যে কর্মএলাকায় ১৪৬টি সমৃদ্ধ বাড়ি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪টি বাড়ি মানসম্পন্ন, ৫৪টি মধ্যম পর্যায়ে এবং ২৮টি সমৃদ্ধ বাড়ি সাধারণ পর্যায়ে আছে। এযাবৎ ৫১০টি ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল প্লান্টের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১,৫৮,৩৯৫ কেজি সার বিক্রয় করা হয়েছে। প্রতি কেজি গড়ে ১২ টাকা হিসেবে এর মূল্য ১৯,০০,৭৪০ টাকা। উদ্‌বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এযাবৎ ছোটো ও বড়ো ১৯,০২৯জন বাসক পাতা খামারী তৈরি করা হয়েছে। এই খামারীগণ স্কয়ার কোম্পানির কাছে এযাবৎ ৩৬৮৯৮০ টাকার শুকনা পাতা বিক্রয় করেছে।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ সদস্যদের এ বছর ৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ২০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এযাবৎ ৩৯টি ব্যাচে ৯৭৫জনকে প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

ময়না রানীর বাণিজ্যিক ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট

ইউনিয়ন কমিটির সভায় নির্দেশনা দিচ্ছেন
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন

উন্নয়ন কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা ও স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১২টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, যুবসমাজের প্রতিনিধি, প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতিনিধি এবং সংগ্রাম'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 'সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। সমৃদ্ধি কেন্দ্রে প্রতিমাসে ১টি সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এবছর ১০৮টি সভা করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এযাবৎ ১০৯২টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ও ২৯টি ইউনিয়ন সভা আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মএলাকার ২০জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রতিজনকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা করে সর্বমোট ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়। এ সকল সফল মানুষদের উদ্যমী সদস্য বলা হয়। এদের মধ্যে পাথরঘাটা ইউনিয়নে ১২জন ও ডৌয়াতলা ইউনিয়নে ৮জন। ২০জন উদ্যমী সদস্যের মধ্যে ১৪জন জীবিত আছে ও ৬জন মারা গেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৫টি শাখার মাধ্যমে ৪৫৮৫জন ঋণীর মাঝে নমনীয়-সহনীয় সার্ভিস চার্জে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আয়বর্ধন কাজের সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ দেওয়া হয়েছে। সমৃদ্ধি ঋণের সাথে যুক্ত সদস্যদের সাময়িক সমস্যা দূর করার জন্য জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মএলাকার সদস্যদের যে-কোনো ধরনের সম্পদ ক্রয়ের জন্য সম্পদ সৃষ্টি ঋণ প্রদান করা হয়। এই তিনটি ঋণ প্রকল্পের আওতায় এযাবৎ ৮০,৭০,৮৬,২৬৫ (পুঞ্জীভূত) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান স্থিতি ৮,২২,৭৫,৬৭২ টাকা। সঞ্চয়স্থিতি ২,৪৯,৫৩,৬৮৭ টাকা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি এমন একটি সমন্বিত উদ্যোগ যার মাধ্যমে পাথরঘাটা ও ডৌয়াতলা ইউনিয়নের পরিবারগুলো তাদের নিজেদের সম্পদ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। যখন এটা সম্ভব হবে ; তখন এটা হবে উন্নয়নের আদর্শ। এই আদর্শ তৈরির অভিজ্ঞতা নিয়ে সংগ্রাম উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

আইজিএ প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন পিকেএসএফ'র প্রতিনিধি ড. আশরাফুল আলম

কৈশোর কর্মসূচি

উপজেলা সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন
বামনা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সাইতুল ইসলাম লিটু

ডোনার/পার্টনার	কর্মএলাকা	সময়সীমা
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	বরগুনা সদর ও বামনা উপজেলা	জুলাই ২০১৯ থেকে চলমান

কিশোর-কিশোরী বয়সেই তাদের সার্বিক বিকাশের উপযুক্ত সময়। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ কিশোর-কিশোরী। এই প্রজন্মকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে এগিয়ে নেবার জন্য তাদের নিজেদেরকে সক্ষম করে তোলা জরুরি। কৈশোর সময়টা গুরুত্বপূর্ণ বলে এ সময় তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই ক্লাব কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, ইভটিজিং বন্ধ, নারী নির্যাতন, জন্মনিবন্ধন, বিয়ে নিবন্ধন, যৌতুক প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, নারী অধিকার, স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যদূর, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদেরকে সচেতন করার উপযোগী একটি কর্মসূচি হিসেবে পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় বরগুনা ও বামনা উপজেলায় 'কৈশোর কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম

কৈশোর কর্মসূচি (Programme for Adolescents)

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ থেকে চলমান।

সহযোগিতা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী।

এসডিজি লিঙ্কেজ: এসডিজি গোল-৫, লক্ষ-৫.৩, সূচক-৫.৩.১

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী

বরগুনা জেলার দুইটি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ১৩৫টি ওয়ার্ডে মোট ২৭০টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের নির্বাচিত ৫৬৮১জন কিশোর-কিশোরী।

কর্মএলাকা

বরগুনা জেলার বরগুনা সদর উপজেলা ও বামনা উপজেলা।

লোকবল: ২জন কর্মসূচি সংগঠক।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন সংগ্রাম বামনা শাখার ব্যবস্থাপক

ইউনিয়ন পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ

উদ্দেশ্য

কিশোর-কিশোরীদেরকে সৎ গুণাবলি অর্জন এবং কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য অর্জন, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয়সমূহের প্রতি কিশোর-কিশোরীদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত জীবনশৈলী তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা।

কৈশোর কর্মসূচির পরিধি

কৈশোর কর্মসূচি'র আওতায় নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা; বয়ঃসন্ধিকাল ও স্বাস্থ্য সচেতনতা; পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও পুষ্টি সচেতনতা; নেতৃত্বের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম-এই চারটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন অবক্ষয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড রোধে কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

- কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের জন্য নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।
- নৈতিক গুণাবলি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে।
- বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।
- ভালো নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ ও সমাজ উন্নয়নে একতাবদ্ধ ও দলগত মানসিকতা নিয়ে দেশব্যাপী উদ্যোগী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে।
- সমাজে মানুষের মর্যাদা, নারী পুরুষের অধিকার ও বৈষম্য দূর হবে, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

- দেশজ সংস্কৃতি ও খেলাধুলার চর্চার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের মনন ও সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন ঘটবে।
- সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কিশোর-কিশোরীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখার সক্ষমতা অর্জন করবে।

কর্মকৌশল

১০-১৯ বছর বয়সের পর্যাপ্ত কিশোর-কিশোরী এমন কমিউনিটি নির্বাচন করে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ক্লাব তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিশোর অথবা কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে সভার আয়োজনের মাধ্যমে ক্লাব গঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে এবং ক্লাব গঠনের বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর কিশোর অথবা কিশোরীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি সভার মাধ্যমে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে ওরিয়েন্টেশন করা হয়েছে। ক্লাবের নাম, ক্লাবের স্থান, সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে বছরব্যাপী একটি কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে প্রোগ্রাম অফিসারের তত্ত্বাবধানে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড-এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের ৫টি এবং সংগঠিত ৭টি মোট ৩২টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব নিয়ে জুলাই-২০১৯ কৈশোর কর্মসূচি শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আরো ২৩৮টি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে সর্বমোট ২৭০টি ক্লাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রতিটি ক্লাব মনোরম ও সুস্থ ধারায় পরিকল্পিত কর্ম সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতি ক্লাবে ২জন করে সর্বমোট ৫৪০জন মেন্টর তৈরি করা হয়েছে। এ সকল ক্লাবের সদস্যদের ক্লাব পরিচালনার বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। প্রয়োজনীয় নথিপত্র, রেজিস্টার, খেলাধুলার সামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল প্রদান করে ক্লাব বাস্তবায়নমুখী করা হয়। ক্লাবগুলোতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১টি করে মাসে মোট ৪টি সভা করা হয়। আনন্দময় পরিবেশে সাপ্তাহিক সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিমাসে ১টি সভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম অফিসার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করে ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করার মাধ্যমে জ্ঞান বাড়িয়ে তোলে। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মূল্যবোধের উন্নয়ন, অবক্ষয় রোধ, কমিউনিটি-ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ, ফলজ, ঔষধি ও সৌন্দর্য বর্ধনকারী বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্ন এলাকা গড়ার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান, নিজ নিজ পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, মূল্যবোধের উন্নয়নে আগ্রহ তৈরিতে ক্লাবের সদস্যগণ কাজ করে যাচ্ছে। করোনাকালীন ক্লাবের কর্মকাণ্ড কিছুদিন বন্ধ থাকলেও দু'বছরের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্লাবগুলো এলাকায় শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউনিয়ন পর্যায় কিশোর-কিশোরীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছেন প্রোগ্রাম অফিসার মিজানুর রহমান

ক্লাব সভাপতিকে স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করছেন বামনা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

প্রদেয় মালামাল

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরী ক্লাবে খেলাধুলার উপকরণ প্রদান করা হয়। এ উপকরণ নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য একটি স্টিলের আলমারি প্রদান করা হয়েছে। পাঠাগারের জন্য পর্যাপ্ত বই প্রদান করা হয়েছে। খেলাধুলার জন্য ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট বল, ব্যাট, স্ট্যাম্প, দড়ির লাফ, ডার্টবোর্ডে তির নিক্ষেপ, লুডুর কোড, দাবা ও কেরাম বোর্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক সেবা প্রদানের আওতায় ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র, ডায়াবিটিস নির্ণয় করার যন্ত্র ও স্ট্রিপ, উচ্চতা মাপার ফিতা, গ্রোথ চার্ট, ওজন মাপার যন্ত্র, থার্মোমিটার, মোয়াক টেপ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। সভা করার জন্য বসার ব্যবস্থা। প্রদান করা হয়েছে প্রয়োজনীয় রেজিস্টার, ফাইল, সিল, সিল-প্যাড, স্টাপলারসহ বিভিন্ন

চিত্রাঙ্কন, সংগীত ও কবিতাবিষয়ক ধারণা দিচ্ছেন প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান

সরঞ্জাম। এ সকল সরঞ্জাম রাখার জন্য ট্রাঙ্ক-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি সদস্যের জন্য প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশনে প্রাপ্ত নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য ফোল্ডার দেওয়া হয়েছে। করোনাকালীন নিরাপত্তাসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ

সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরিতে ক্লাবের সদস্যগণ কাজ করে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে চলছে। পাশাপাশি প্রেশার, ডায়াবিটিস, জ্বর ও ব্লাড গ্রুপিং পরীক্ষার আয়োজন করার মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০২১ সনে ৩২টি ক্লাবের মাধ্যমে ১৪৪৬জনের (একজনকে একাধিকবার) ডায়াবিটিস চেক করেছে এবং ১১টি ক্লাবের মাধ্যমে ১২২৪জনের ব্লাড গ্রুপিং করতে সহায়তা করেছে। করোনার ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন করতে ৪১১জনকে সহায়তা করেছে। ২৭০টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ডেঙ্গু প্রতিরোধের সচেতনতা তৈরিতে এলাকার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিটি ক্লাবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ সকল অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ফলজ, ঔষধি ও সৌন্দর্য বর্ধনকারী বৃক্ষরোপণ

৩২টি ক্লাবের মাধ্যমে ১৬৮০টি ফলজ বৃক্ষ রোপন করেছে। কিশোর-কিশোরীগণের উদ্যোগে ও পরামর্শে স্থানীয় বাসিন্দাগণ ১৬৮টি ঔষধি গাছ রোপণ করেছে। ক্লাব সদস্য সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি সদস্য তার বাড়ির প্রবেশ পথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সৌন্দর্যবর্ধনকারী গাছ রোপণ করেছে।

করোনায় ক্লাব সদস্যদের নিজস্ব উদ্যোগ

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় বরগুনার কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সাথে জড়িত তরুণরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী করোনার সংকটকালে অসহায় ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ছপি ওয়াটার (সাবানের গুড়া ও পানি মিশ্রণ) তৈরি করে ৩২টি কিশোরী-কিশোর ক্লাবের মাধ্যমে ৪৬০টি বাড়িতে প্রদান করেছে। ৩২টি ক্লাবের মাধ্যমে ৮০০জনকে কাপড়ের মাস্ক তৈরি করে প্রদান করেছে। ৩২ টি ক্লাবের সদস্য ও অভিভাবকসহ ১২০০জনের মধ্যে ৩২টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধমূলক সচেতনতাবিষয়ক আলোচনা করেছে। পরবর্তীতে কিশোর ও কিশোরী ক্লাবের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা করোনা বিষয়ে গুজব ও আতঙ্ক না ছড়িয়ে সঠিক তথ্য জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঘরে ঘরে ক্যাম্পেইন করেছে।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

'শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সংগ্রাম কৈশোর কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ১৫টি ইউনিয়নে শেখ রাসেল'র জন্মদিবস নিয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়। ১৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. সকাল ১০টায় বামনা উপজেলার সফিপুর কিশোর ও কিশোরী যৌথক্লাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন- সরোয়ার জাহান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মোঃ কামাল হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বামনা ইউনিয়ন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী মনির হোসেন, বরগুনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্বাধীন বাণী পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মোঃ সানাউল্লাহ রিয়াদ, বামনা সদর ইউপি সদস্য মোঃ আক্তারুজ্জামান, অভিভাবক মুহাম্মদ ইউনূস ও কৈশোর কর্মসূচির উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে শেখ রাসেলের জীবনী নিয়ে আলোচনা সভাশেষে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দশ বিজয়ীকে উপহারসরূপ বই প্রদান করা হয়।

কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দশ বিজয়ীকে উপহার সরুপ বই প্রদান করা হচ্ছে।

একনজরে সাধারণ তথ্য

(ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.পর্যন্ত)

ক্র.নং	বিবরণ	এযাবৎ
১.	ক্লাব গঠন	২৭০টি
২.	কিশোর ক্লাব গঠন	১৩৫টি
৩.	কিশোরী ক্লাব গঠন	১৩৫টি
৪.	কিশোর ক্লাবের সদস্য নির্বাচন ও অন্তর্ভুক্তি	২৭১০জন
৫.	কিশোরী ক্লাবের সদস্য নির্বাচন ও অন্তর্ভুক্তি	২৯৭১জন
৬.	নারী মেন্টর (প্রতি ক্লাবে ২জন করে)	২৭০জন
৭.	পুরুষ মেন্টর (প্রতি ক্লাবে ২জন করে)	২৭০জন
৮.	কিশোর-কিশোরী ক্লাবে কমিটিভুক্ত সদস্য	২৯৭০জন
৯.	কিশোর-কিশোরী ক্লাবে প্রোগ্রাম অফিসারের মাধ্যমে সভা আয়োজন	৩৩৫৭জন
১০.	ক্লাবের নিজস্ব উদ্যোগে সভা আয়োজন	২১২০টি
১১.	অভিভাবক সভা আয়োজন	৩০টি
১২.	ক্লাব সদস্যদের ক্লাব পরিচালনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান	৫৬৮১জন
১৩.	খেলাধুলা সামগ্রী প্রদান (ক্লাব)	৩২টি
১৪.	পাঠাগার স্থাপন (ক্লাব)	৩২টি
১৫.	সদস্য চাঁদা আদায় ও জমা	৭৫৫০
১৬.	স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ (আগ্রহী ব্যক্তি বা উৎস হতে)	২
১৭.	দুর্যোগে ত্রাণ সহায়তা	২৪৪
১৮.	জরুরি হটলাইন ১০৯ (নারী ও শিশু নির্যাতন) সহায়তা গ্রহণ	১১
১৯.	মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন	৮৮
২০.	মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	২৫৪৫
২১.	কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন	৪৪
২২.	কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১৬২৫
২৩.	স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ	১০০০
২৪.	দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন	৪১
২৫.	দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয় কর্মকণ্ডে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১২৮০
২৬.	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন	২৬
২৭.	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৭৫৪

শেষ কথা : দেখা যায় জন্মের পর থেকে মেয়েরা পরিবার থেকেই বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়-যেমন শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, চলাফেরা, বিনোদন এবং বিভিন্ন মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি ইত্যাদিতে। শুধু কিশোরীরাই নয় কিশোররাও তাদের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত, শিশুশ্রমসহ নানা ঝুঁকির মধ্যে তারা বসবাস করছে। এই ধরনের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও কুসংস্কারের কারণে কিশোর-কিশোরীরা নানা ধরনের বৈষম্যেরও শিকার হচ্ছে। কিশোরীরা নানাবিধি নিষেধসহ ঘরে বন্দি হতে থাকে। এ কারণে নিজেদেরকে সক্ষম করার জন্য নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার থেকে মুক্ত করে নিজের অধিকার আদায়ে নিজেদের কিশোর-কিশোরীদের তৈরি হতে হবে। পরিবার ও সমাজের সাথে যুক্তি দিয়ে নিজের ইচ্ছেগুলো বাস্তবায়ন, অন্যায়, অবিচার প্রতিরোধ নিজের অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়গুলির সমাধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে এই কিশোর-কিশোরীদেরকে তৈরি যে প্রত্যাশা তা এই কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত হবে।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তি

রাখাইন শিক্ষার্থীকে চেক তুলে দিচ্ছেন বরগুনা'র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

ডোনার/পার্টনার	কর্মএলাকা	সময়সীমা
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	সংগ্রাম'র কর্মএলাকা	২০১২ সন থেকে চলমান

ভূমিকা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের চতুর্থ লক্ষ্যটি হলো–অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পর্যায়ে ঝরে পড়া রোধ করার প্রত্যয় নিয়ে ২০১২ সন থেকে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছে। পিকেএসএফ'র সহযোগী সংস্থা হিসেবে সংগ্রাম তার কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র ঋণ কার্যক্রমভুক্ত সদস্য পরিবারের এসএসসি পাশ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে।

অর্থায়নে

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন।

কার্যক্রম শুরু : ২০১২ সন থেকে চলমান।

বাস্তবায়নাধীন এলাকা: সংগ্রাম'র সমগ্র কর্মএলাকা।

এসডিজি লিঙ্কেজ: এসডিজি গোল-৪, লক্ষ-৪.৩, সূচক-৪.৪.১।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের প্রেক্ষাপট

মূলত সংগ্রাম'র ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত দরিদ্র, নিরুপায়, নারীপ্রধান পরিবার ও আদিবাসীদের এস.এস.সি পাশ শিক্ষার্থীদের এইচএসসি অধ্যয়নের জন্য পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় প্রতিবছর ১২ হাজার টাকা করে দুইবারে ২৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এর বাইরে সদস্যভুক্ত পরিবারের কিছু শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার জন্য মাসভিত্তিক অর্থ প্রদান করে সংগ্রাম। যাদেরকে এই বৃত্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে তাদের পারিবারিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। এই শিক্ষার্থীরা অর্থের অভাবে, পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেনি। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার হলে মলিন পোশাকে যেতে হয়েছে। তার বাবা মা তাকে প্রয়োজনীয় বই কিনে দিতে পারেনি। টিউশন ফি দিতে পারবে না বলে, সে স্যার/ম্যাডামদের কাছে প্রাইভেট পড়তে পারেনি। শিক্ষক, সহপাঠীদের অনুগ্রহ-সাহায্য, পরিবারের দীনতা, দুশ্চিন্তা, কঠোর অধ্যবসায় তাকে সবসময়ই একটা মানসিক চাপে রেখেছিল। সেই দুর্বিসহ জীবনের অপারগতাকে জয় করে এসএসসি পাশ করেছে। আজ কেউ হাত বাড়িয়ে না দিলে হয়তো এত সাধনাই তার ব্যর্থ হতে পারত। ঠিক সেই পর্যুদস্ত শিক্ষার্থীদের পাশে এই বৃত্তি নিয়ে পিকেএসএফ এবং সংগ্রাম সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কর্মকৌশল

সদস্যভুক্ত পরিবারের মধ্য থেকে যারা পড়াশুনার উদ্দেশ্যে কলেজে ভর্তি হয় তাদের যাচাই বাছাই করে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজনামে ব্যাংক হিসাবে নির্ধারিত টাকার চেক প্রদান করা হয়। প্রথমবর্ষ নিয়মিত

শিক্ষার্থীকে চেক তুলে দিচ্ছেন বরগুনা'র সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

পড়াশুনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় বরাদ্দকৃত টাকার চেক প্রদান করা হয়।

২০২৩ সনে অর্জন

সংগ্রাম এবছর একাদশ শ্রেণিতে ২০জন এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০জন মিলে মোট ৪০জনকে ১২ হাজার টাকা করে মোট ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে। এর বাইরে সংগ্রাম'র নিজস্ব তহবিল থেকে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তির আওতায় একজন মেডিকেল পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ৩৩ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে। মোট বৃত্তি অর্থ প্রদান করা হয়েছে ৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ৪১জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮জন আদিবাসী শিক্ষার্থী শিক্ষাবৃত্তির অর্থ পেয়েছে। ১০জুলাই ২০২৩ তারিখ, বরগুনাস্থ সংগ্রাম মিলনায়তনে এই অর্থ প্রদানের চেক দেওয়া হয়েছে।

এযাবৎ অর্জন

ক) ২০১২ সালের ৩জনকে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৪৫ হাজার টাকা।

খ) ২০১৩ সালে ২জনকে ১৫ হাজার টাকা করে ৩০ হাজার টাকা।

গ) ২০১৪ সালে ৫০জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ১৮ হাজার টাকা করে মোট ৯ লক্ষ টাকা।

ঘ) ২০১৫ সালে ৫০জনকে ১৮ হাজার টাকা করে ৯ লক্ষ টাকা।

ঙ) ২০১৬ সালে ১০০জনকে ১৫ হাজার টাকা করে ১৫ লক্ষ টাকা।

চ) ২০১৭ সালে ৮২জনকে ১৫ হাজার টাকা করে ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

ছ) ২০১৮ সালে ৫৬জনকে ১২ হাজার টাকা করে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

জ) ২০১৯ সালে ৪৭জনকে ১২ হাজার টাকা করে ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

ঝ) ২০২০ সালে ৩৩জনকে ১২ হাজার টাকা করে ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

ঞ) ২০২২ সালে ২৭জনকে ১২ হাজার টাকা করে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা।

ট) ২০২৩ সালে ৪০জনকে ১২ হাজার টাকা করে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ২০২০ সনে ২৭জনকে ৫ হাজার টাকা করে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তির আওতায় প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা হিসেবে এ পর্যন্ত ৭২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। বরগুনার ১জন নারী শিক্ষার্থীকে ৫,০০০ টাকা এবং ২জন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াকে ৩৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৫২০ পড়ুয়াকে এযাবৎ ৭২,৪৮,০০০ টাকা শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সাধারণ তথ্য

- **এযাবৎ বৃত্তি প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা :** ১২বার
- **বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী :** ৫২০জন। এর মধ্যে পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ৪৯০ এবং সংস্থার মাধ্যমে ৩০জন।
- **বৃত্তির অর্থ প্রদান :** ৭২,৪৮,০০০ টাকা। পিকেএসএফ সহায়তা ৭০,৬৮,০০০টাকা এবং সংগ্রাম ১,৮০,০০০ টাকা।
- **বৃত্তিপ্রাপ্ত নারী শিক্ষার্থী :** ৩৭৮জন (১৬জন আদিবাসী)।
- **বৃত্তিপ্রাপ্ত পুরুষ শিক্ষার্থী :** ১৪২জন (৪জন আদিবাসী)।
- **বৃত্তিপ্রাপ্ত আদিবাসী শিক্ষার্থী :** মোট ২০জন (নারী ১৬ জন ও পুরুষ ৪জন)।
- **বৃত্তি প্রদানের অর্থ (প্রতিজন) :** ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা প্রতিজন। এইচএসসি'র জন্য দুই বছরে দুই বারে ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা।
- **বৃত্তির অর্থ প্রদানের ধরন :** শিক্ষার্থীর নিজ নামের ব্যাংকহিসাবে অ্যাকাউন্টপেয়ি চেক প্রদান।
- **বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তিভুক্ত শিক্ষার্থীর তথ্য :** বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়া একজনকে প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ২জন ৩৬,০০০ টাকা প্রদান করার পরে তাদের অন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে।

উপসংহার

শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মেধা উন্নয়নে অভিভাবক, শিক্ষক ও সচেতন মহলের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক। সমাজে অনেক অসমর্থ অভিভাবক তাদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে হিমশিম খাচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভালো মেধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার মূল স্রোতধারা থেকে ঝরে পড়ছে। তাই আমাদের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিয়ে মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বরগুনা'র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন

সূর্যমুখী প্রজেক্ট

ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষকদের মাঝে সূর্যমুখী বীজ বিতরণ করছেন পাথরঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান

ডোনার/পার্টনার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

কর্মএলাকা

বরগুনা জেলা

সময়সীমা

১৩ ডিসেম্বর ২০২২
হতে
১২ ডিসেম্বর ২০২৩।

দক্ষিণাঞ্চলের বেশিরভাগ কৃষকরা এক মৌসুমে শুধু ধান চাষের উপর নির্ভরশীল থাকার কারণে কোনো কারণে ধান নষ্ট হয়ে গেলে অথবা সঠিক বাজারমূল্য না পেলে তারা বিভিন্ন রকমের ঋণে যুক্ত হয়ে যায় এবং কৃষি কাজের ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই কৃষকদের শুধু ধান চাষের ওপর নির্ভরশীল না করে লবণাক্ত মাটি ও আবহাওয়ার সাথে মানানসই অন্যান্য ফসলে যুক্ত করতে পারলে অধিক লাভবান হতে পারবে। এই প্রত্যাশা নিয়ে সূর্যমুখী, বেবি তরমুজ, বিভিন্ন প্রযুক্তি (সর্জান পদ্ধতি, কালিকাপুর মডেল, জৈব পদ্ধতি)-তে লবণাক্ত জমিতে চাষযোগ্য অন্যান্য উপযোগী ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে কর্মকাণ্ডসমূহ জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণ করার জন্য অত্র প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ।

পেঁয়াজ চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন পাথরঘাটা উপজেলা সহাকরী কৃষি অফিসার

প্রকল্পের নাম

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)

উপ-প্রকল্পের নাম

"সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যেমে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্প।

সেক্টরের নাম : কৃষি

সাব-সেক্টরের নাম : উদ্যানতত্ত্ব (তৈলবীজ)।

কার্যক্রমের সময়সীমা : ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ হতে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

সহযোগিতায় : পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

অর্থায়নে : ইফাদ

বাস্তবায়নে : সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

এসডিজি লিঙ্কেজ : এসডিজি গোল-২, লক্ষ-২.৪ সূচক-২.৪.১

প্রকল্পের লক্ষ্য

লবণাক্ত জমিতে উচ্চ মূল্যমানের ফসল চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বাড়ানো ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. লবণাক্ত জমিতে উচ্চ মূল্যমানের ফসল চাষের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের লাভজনক ব্যাবসার সুযোগ ও ব্যাবসার পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো।

২. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় নতুন ক্রপিং প্যাটার্নের সাথে যুক্ত করা ।

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্পের কর্ম এলাকায় চাষিদের সক্ষমতা, ব্যাবসাগুচ্ছের পরিধি, সার্বিকভাবে তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনা করে উপ-প্রকল্পভুক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুরুতে প্রকল্পের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের (উদ্যোক্তা/চাষি) জন্য পৃথক জরিপ ফরম পূরণ করা হয়েছে। এই জরিপ ফরমের তথ্য ব্যবহার করে প্রাথমিক অবস্থা নিরূপণ ও বাস্তবায়নশেষে উদ্যোগের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। দক্ষ ব্যক্তিদের (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) দ্বারা সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহায়তায় প্রকল্প কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অর্জন নিশ্চিত করা হয়েছে।

কর্মএলাকা

বরগুনা জেলা। লবণাক্ত জমিতে সর্জান পদ্ধতি, কালিকাপুর মডেল, জৈব পদ্ধতিতে চাষ বিবেচনা করে পাথরঘাটা ও বরগুনা সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামে নিবিড়ভাবে এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়েছে।

লোকবল

এ প্রকল্পের আওতায় ১জন প্রজেক্ট ম্যানেজার ও ২জন এসিস্ট্যান্ট ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রশিক্ষণ প্রদান : সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যেমে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্পের নির্বাচিত অংশীজনদের মধ্যে মনোনীত ২০০ (দুই শত) জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি ব্যাচে ২৫জন করে ৪টি ব্যাচে ১০০জন চাষিকে বেবি তরমুজ চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ১০০জনকে পেঁয়াজ চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষকদের বেবি তরমুজ চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পাথরঘাটা উপজেলা কৃষি অফিসার

সূর্যমুখী চাষ : পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় এসিআই কোম্পানির মাধ্যমে হাইসান ৩৬ জাতের ৪৫০ কেজি বীজ ক্রয় করে পাথরঘাটা ও বরগুনা সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামের ৬৯৬জন চাষির মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর ফলে ২৮১ একর ৪৫ শতাংশ জমিতে হাইসান ৩৬ জাতের সূর্যমুখী চাষ করে কৃষকরা। হাইসান ৩৬ জাতের সূর্যমুখী উচ্চ ফলনশীল ও ফুল আকারে বড়ো হয় এবং জীবনকাল ১০০ থেকে ১১০ দিন। কৃষকরা নভেম্বরের শেষের দিকে মাঠে এই জাত বীজতলায় চাষ করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় উক্ত জমিতে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪০০ কেজি সূর্যমুখী ফসল উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত ফসল থেকে ১ লক্ষ ১ হাজার ৫২০ কেজি তেল পায় কৃষকরা। গড়ে প্রতিজন কৃষক ১৪৬ কেজি তেল পেয়েছে। দ্বিতীয় বারে ৪০০ জন চাষিকে ২৫০ গ্রাম করে ১০০ কেজি হাইসান ৩৬ জাতের সূর্যমুখী বীজ প্রদান করা হয়েছে।

উচ্চ মূল্যমানের ফসল চাষ :

♦ **বেবি তরমুজ চাষ :** খরিপ-১ মৌসুমে প্রকল্প এলাকায় মাঠে-ঘাটে পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় চাষিরা তেমন কোনো ফসল চাষ করে না। প্রবল বৃষ্টির কারণে ঘরের আঙিনায় সবজিখেত চাষোপযোগী থাকে না। সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক বেবি জাতের তরমুজ উচ্চতাপমাত্রা ও হঠাৎ বৃষ্টি সহ্য করে ভালো ফলন দেয়। এই বেবি তরমুজের চাষ নতুন হলেও চাষিদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়ক পরিস্থিতি তৈরি করে বেবি তরমুজ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সর্জান পদ্ধতিতে চাষ করে এমন ১০০জন চাষিকে প্রশিক্ষণপরবর্তী বেবি তরমুজ চাষের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল চাষিদের প্রত্যেককে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

♦ **সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষ :** সাধারণত যে জমি জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় বা বছরের বেশির ভাগ সময় পানি জমে থাকে সে জমিতে সর্জান পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ করা যায়। পাশাপাশি ২টি বেডের মাঝের মাটি কেটে উঁচু বেড তৈরি করে ফসল চাষ করাই সর্জান পদ্ধতি। প্রকল্প এলাকায় সর্জান পদ্ধতিতে বারোমাস সবজি চাষ করা হয়। প্রকল্প এলাকার মধ্যে সর্জান পদ্ধতিতে ২৩৬ চাষির মাধ্যমে সর্জান চাষ পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকিতে থাকা সত্ত্বেও এই উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড গ্রহণের ফলে সর্জান পদ্ধতি এ এলাকার কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত হিসেবে উন্মোচিত হয়েছে।

সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষ

♦ **পেঁয়াজ চাষ :** বাংলাদেশে পেঁয়াজ একটি উচ্চমানের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী মসলা ফসল। তবে বরগুনা জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পেঁয়াজ চাষ তেমন একটা হয় না। নদী-তীরবর্তী সংকীর্ণ ডাঙা জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও দো-আঁশ জাতীয় পলিগঠিত। এখানে প্রচুর পেঁয়াজ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ থেকে পেঁয়াজ চাষের উপর ১০০জন চাষিকে চাষ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে ৩জন প্রতিনিধি চাষিকে

মেহেরপুর সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে পাঠানো হয়। বাস্তবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে কর্মএলাকায় পেঁয়াজ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ সকল চাষির প্রত্যেককে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

♦ উচ্চ মূল্যমানের সবজি চাষ : অত্র উপ-প্রকল্পের কর্মএলাকার প্রায় ৭০-৭৫% জমিতে স্থানীয় রোপা আমন আবাদ হয় যার কর্তন দেরিতে হয়। জমিতে লবণাক্ততা আছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় অত্র উপ-প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মূল্যমানের সবজি চাষের চিন্তা করা হয়। ৫০জন চাষি চিহ্নিত করে তাদের মাধ্যমে যে সকল সবজি এ এলাকায় নতুন এবং অধিক দামে বিক্রয় করা যাবে যেমন: বেবি তরমুজ, ব্রোকলি, ক্যাপসিক্যাম ইত্যাদি চাষের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জাতের সবজি যাতে আগাম চাষ করা যায় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভালোমানের বীজ পাওয়ার জন্য এবং কৃষিবিষয়ক সেবা পাওয়ার জন্য চাষাবাদের উপকরণ সরবরাহকারী, কারিগরি সেবা প্রাপ্তির জন্য সরকারি/বেসরকারি পর্যায় বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং মুগডাল প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারক কোম্পানি/প্রতিনিধিদের/আড়তদারদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।

নগদ সহায়তা প্রদান : "সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় ৩৫০জন চাষিকে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ১৭,৫০,০০০ (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০০জন পেঁয়াজ চাষি, ১০০জন বেবি তরমুজ চাষি, ১০০জন সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষি এবং ৫০জন উচ্চ মূল্যমানের সবজি চাষিকে নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নগদ সহায়তার পরিবর্তে ১ম বারে ৬৯৬জন চাষির মধ্যে ৪৫০ কেজি সূর্যমুখী বীজ বিতরণ করা হয়েছে যার মূল্য ছিল ৯,০০,০০০ (নয় লক্ষ) টাকা এবং ২য় বারে ৪০০ জনের মধ্যে ১০০ কেজি সূর্যমুখী বীজ বিতরণ করা হয়েছে যার মূল্য ছিল ২,৩০,৫০০ (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচ শত) টাকা।

কৃষকদের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করছেন সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন

সূর্যমুখী চাষ প্রদর্শনী প্লট

প্রদর্শনী প্লট : উৎপাদনশীলতার তথ্য কৃষক পর্যায়ে প্রদান করতে অত্র উপ-প্রকল্পের আওতায় সংগ্রাম কর্তৃক প্রদানকৃত হাইসান-৩৬ জাতের সূর্যমুখীর ৫০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়। প্রতিটি প্রদর্শনী প্লট এক একরের। ২য় বারে আবারো ৪৬টি অনুরূপ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়। উন্নতমানের হাইসান-৩৬ জাতের সূর্যমুখী বীজ, ভালোভাবে জমি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট ও জীবাণুসার ব্যবহার, লাইন পদ্ধতিতে বপন, প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান, জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করে শতাংশ প্রতি ১২ কেজি মানসম্পন্ন সূর্যমুখী উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পাথরঘাটা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন

মাঠ দিবস আয়োজন : সূর্যমুখী, উচ্চ মূল্যমানের সবজি চাষ ও পেঁয়াজ চাষের উপর ৩টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের হাজিরখাল গ্রামের আবদুর রহিম ফরাজী'র সূর্যমুখী খেতে মাঠ দিবসের আয়োজন করে। প্রায় ১৬৭জন কৃষক এখানে উপস্থিত হয়। কৃষকদের উপস্থিতিতে উপ-প্রকল্প কর্তৃক প্রদানকৃত হাইসান ৩৬ জাতের সূর্যমুখীর খেত থেকে কাছাকাছি ২০টি ফুল কেটে আনা হয় এবং স্থানীয় অন্য একটি খেত থেকে পাশাপাশি ২০টি ফুল এনে তার আঁটি বের করা হয়। আলাদা আলাদা বের করা আঁটি মেপে দেখা যায় সংগ্রাম কর্তৃক প্রদানকৃত হাইসান-৩৬ জাতের সূর্যমুখীর ফলন পাওয়া গেছে ২ কেজি ৯১৫ গ্রাম। স্থানীয় জাতের ফলন পাওয়া গেছে ২ কেজি ৩৫ গ্রাম। ৮৮০ গ্রাম ফলন বেশি

হয়েছে হাইসান ৩৬ সূর্যমুখী জাতের ফসলে। সংগ্রাম কর্তৃক প্রদানকৃত বীজে শতকরা ৪৩% ফলন বেশি পেয়েছে কৃষকরা। অধিক ফলন পেয়ে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। একইভাবে উচ্চ মূল্যমানের সবজি চাষ ও পেঁয়াজ চাষের ওপর মাঠ পর্যায়ে কৃষকের খেতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষিমেলায় অংশগ্রহণ : উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মেলায় প্রকল্পের আওতায় একটি স্টল স্থাপন করা হয়। কৃষকদের উদ্‌বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কৃষকদের ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম, বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন ও জীবন্ত নমুনা প্রদর্শন করা হয়। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত নতুন প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ব্যবহার কৌশলসংক্রান্ত ভিডিয়ো প্রদর্শন করা হয় এবং এদের উৎসাহমূলক সূর্যমুখী চাষ, সর্জান পদ্ধতি, বেবি তরমুজ চাষসংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর : উপকূলীয় এলাকায় সাধারণত পেঁয়াজ চাষ হয় না। এর কারণ, বীজ থেকে কীভাবে পেঁয়াজ চাষ করতে হয় সে বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা না থাকা। অথচ অত্র এলাকার মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উপযোগী। সে কারণে পেঁয়াজ বীজ থেকে চারা উৎপাদনের প্রযুক্তি বিষয়ে চাষিদের বাস্তবভিত্তিক ধারণা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম বাস্তবায়িত 'সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' উপ-প্রকল্পের ৩জন স্টাফ ও ৩জন কৃষক পেঁয়াজ চাষের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গত ১০ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত মেহেরপুরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মাঠ পরিদর্শন করেন। এই সফরে অংশগ্রহণ করেন উক্ত প্রকল্পের ভ্যালুচেইন ফেসিলিটেটর কৃষিবিদ মুসলিমা খাতুন, এভিসিএফ ফজলুল হক সোহাগ ও মোঃ মাসুদুর রহমান, কৃষক মোঃ আবদুল খালেক, মোঃ মতিউর রহমান এবং মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

মেহেরপুর অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর-এ কৃষক ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ

সূর্যমুখীর তেল প্রস্তুতকরণে প্রযুক্তিগত সহায়তা : কৃষকগণ সূর্যমুখী তৈলবীজ সংগ্রহ করে একটি বড়ো অংশ অন্যদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। স্থানীয় মেশিনে তৈল বের করে পরিবারের প্রয়োজন মিটায়। ফিল্টার ব্যবস্থা না থাকায় বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছিল না। অত্র উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে তাই একটি তৈল শোধন মেশিনের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। এর ফলে বাজারজাত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

সূর্যমুখীর তেল বাজারজাতকরণে সহায়তা : তৈল শোধনের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিশোধিত তেল বাজারজাতকরণের জন্য বোতল দরকার তাই একজন আগ্রহী বিক্রেতাকে বোতল ক্রয় ও বোতলে লেবেলিং তৈরি এবং মার্কেট লিঙ্কেজ করার জন্য অত্র প্রকল্পের আওতায় অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ছোটো আকারে সূর্যমুখী তেল বাজারজাত হচ্ছে।

প্রকল্পের কর্মকাণ্ডবিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ : বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকিতে থাকা সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল। এই উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে যথেষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এ সকল বিষয় নিয়ে এবং "সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্পের আদ্যোপান্ত নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকল্পের টেকসহিতা ও ধারাবাহিকতা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় সূর্যমুখী, বেবি তরমুজ ও বিভিন্ন প্রযুক্তিতে (সর্জান পদ্ধতি, কালিকাপুর মডেল, জৈব পদ্ধতি) চাষকৃত সবজির ফলন বেড়ে গিয়েছে। কৃষকরা সূর্যমুখী, বেবি তরমুজ ও সবজি চাষের বিভিন্ন কারিগরি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় এলাকায় কৃষি উপকরণ বিশেষভাবে উন্নত জাতের সূর্যমুখী, বেবি তরমুজ ও সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি হয়েছে। কারিগরি সমস্যা সমাধানে কৃষকদের সাথে বিভিন্ন ডিলার, কোম্পানির প্রতিনিধি এবং সরকারি কৃষি বিভাগের সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকরা একদিকে যেমন তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছে তেমনি উৎপাদন খরচও কমাতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি গুণগতমানসম্পন্ন পণ্যের কারণে কৃষকরা তাদের পণ্যের বিক্রয়মূল্যও বেশি পাচ্ছে ফলে অর্থনৈতিক লাভজনকতা নিশ্চিত হয়েছে। এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষকদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সূর্যমূখী, বেবি তরমুজ ও সবজি চাষের কৌশলগত দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য কৃষকরা টেকসই ও ধারাবাহিকভাবে এ কাজ করতে পারবে। কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শস্যক্রমে ধান চাষের পাশাপাশি সূর্যমুখী, বেবি তরমুজ ও সবজির চাষ করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসা

ডোনার/পার্টনার

ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

কর্মএলাকা

সংগ্রাম
কর্মএলাকার সর্বত্র

সময়সীমা

১জানুয়ারী ১৯৯১
থেকে চলমান।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে অবস্থার অনেকাংশে উন্নতি ঘটে বা সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়, যেমন: ছানি রোগ, টেরিজিয়াম ইত্যাদি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। ভিটামিন-এ দিয়ে রাতকানা রোগ নিরাময় করা যায়। উপযোগী চশমা এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। কিছু ক্ষেত্রে ঔষধের সাহায্যে রোগ নিয়ন্ত্রণ করে দৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব। একবার দৃষ্টির ক্ষতিগ্রস্ততা শুরু হলে এবং চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক পরিচর্যা না করলে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দিতে পারে। গ্রাম পর্যায় এমন অনেকেই আছেন যাদের চক্ষুচিকিৎসা বিষয়ে তেমন ধারণা নেই। অনেকের টাকার অভাবে চোখের মতো এত মূল্যবান অঙ্গ আস্তেআস্তে নষ্ট করে অন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে ধান কাটার মৌসুমে অনেক সময় অসাবধানতাবসত ধানের অথবা ধানগাছের ছড়া কৃষকের চোখে ক্ষতের সৃষ্টি করে। চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে ঘা-এর সৃষ্টি হতে পারে এবং চিকিৎসায় দেরি হলে কৃষক আংশিক বা পুরোপুরি অন্ধত্বের শিকার হতে পারে। সংগ্রাম এ সমস্ত চক্ষুরোগীদের নিয়ে বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসার আয়োজন করেছে।

প্রকল্পের নাম : বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসা প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সংগ্রাম।

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান : ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতাল (২০২৩ সনের জন্য)

প্রকল্প শুরু : ১ জানুয়ারি ১৯৯১ থেকে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

উপকূলীয় অঞ্চলের চক্ষুরোগীদের বিনামূল্যে চক্ষুসেবা প্রদান।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী : চোখের রোগী।

কর্মকৌশল

ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করে স্থান ও তারিখ ঠিক করা হয়। পরবর্তীতে সংস্থার পক্ষ থেকে মাইকিং, পোস্টারিং ও লিফলেট বিতরণ করে নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট স্থানে লোক সমাগম ঘটানো হয়। এখানে ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও যন্ত্রপাতি উপস্থিতির মাধ্যমে সাধারণ চক্ষুরোগীদের চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হয় এবং ছানি অপারেশন রোগীদের নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট তারিখে ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের সহায়তায় ছানি অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

কর্মএলাকা : সংগ্রাম কর্মএলাকার সর্বত্র।

লোকবল : সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচীর চিকিৎসার সাথে যুক্ত লোকবল ক্যাম্প আয়োজন ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে এবং যে স্থানে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় সেই শাখার লোকবল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

শাখাভিত্তিক ২০২৩ সনের চক্ষুচিকিৎসার অগ্রগতি

ক্র.নং	বাস্তবায়নকারী শাখার নাম	তারিখ	চক্ষুসেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	ছানি অপারেশনের জন্য নির্বাচিত রোগীর তথ্য	
				নির্বাচিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশনকৃত রোগীর সংখ্যা
১.	পাথরঘাটা	১৪.০২.২০২৩	২৮১	৭৩	৬৬
২.	চান্দখালী (খলিশাখালী)	২০.০৪.২০২৩	২৬২	৪৬	৪০
৩.	তালতলী	১৮.১০.২০২৩	১৫৮	৩৬	৩০
৪.	কদমতলা	০৬.০৬.২০২৩	২৮৭	৪৬	৩২
৫.	গলাচিপা	১৬.০৫.২০২৩	২৯০	৪৭	৪৪
৬.	পরীরখাল	২৯.০৫.২০২৩	৩৫০	৬২	৪৩
৭.	নলছিটি	০৪.০৯.২০২৩	১২৮	২৫	১৯
৮.	কাকচিড়া	১৪.০৮.২০২৩	১৮২	২৬	২৩
৯.	লাউপাড়া	০৯.১১.২০২৩	৪৫৫	৯৫	৬৭
১০.	বাউফল	২৫.০৭.২০২৩	২৫৬	৩৭	৩১
১১.	খলিশাখালী	০৫.১২.২০২৩	৩৪৭	৪৭	২৫
১২.	ডৌয়াতলা শাখা	১৪.১২.২০২৩	২৩২	৩৮	২৮
		মোট	৩২২৮	৫৭৮	৪৪৮

একনজরে বিনামূল্যে চক্ষুচিকিৎসার তথ্য : (৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

বছর	ক্যাম্প সংখ্যা	চিকিৎসা গ্রহণকারী	ছানি অপারেশন	অর্থায়ন	চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
১৯৯৮	৪	৬১৯	১৩৪	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল
১৯৯৯	৭	১১৯৩	১৬২	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	বিএনএসবি ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০০	৫	৭১৯	১৫৩	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	বিএনএসবি ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০১	৩	৫২৩	৯১	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	বিএনএসবি ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০২	৯	১৪০২	২৫৭	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	বিএনএসবি ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০৩	৭	১২৮৪	১৮৩	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০৪	৬	১১৪৪	১৪৯	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	বিএনএসবি ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০৫	৭	১২২৯	১৭৭	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০৬	৯	১৪১১	২৩৬	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০৭	৪	৬১১	১২১	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০৮	৩	৪৭৮	৯৬	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০০৯	৭	১৩১৮	১৮২	সংগ্রাম'র নিজস্ব অর্থায়ন	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১০	১১	১৯৭৬	২৮৬	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সংযোগ কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১১	৭	১২৪২	১৬১	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সংযোগ কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১২	১৫	২৯৮৫	৫২৪	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি, সংযোগ কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১৩	১২	২৩৩৭	৪৬০	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি, সংযোগ কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১৪	২৯	৬১৫১	১২২৬	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি, সংযোগ কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১৫	১০	১৮৪৫	২৯১	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি, সংযোগ কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১৬	৮	১৭৮৯	২৫২	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি, সংযোগ কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১৭	৮	১৫৬৪	৩০৫	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১৮	৯	১৭৯৯	২৭৪	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০১৯	৫	১২০১	২৩৯	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০২০	১৫	৪৫৮৯	৭৭০	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০২১	২	৪০২	৭৪	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
২০২২	৭	১৫৩৬	২৯০	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া ও গ্রামীণ জিসি চক্ষু হাসপাতাল
২০২৩	১২	৩২২৮	৪৪৮	সংগ্রাম'র নিজস্ব, সমৃদ্ধি কর্মসূচি	ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল
মোট	**২২১**	**৪৪৫৭৫**	**৭৫৪১**		

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

শীতার্ত প্রবীণদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন ডৌয়াতলা ইউপি চেয়ারম্যান

ডোনার/পার্টনার

কর্মএলাকা

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলা

সময়সীমা

জুলাই ২০১৭ থেকে চলমান

সময়ের সাথে সাথে সামাজিক অবস্থা এবং পারিবারিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন এসেছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে প্রবীণদের জন্য যথেষ্ট সেবা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। যৌথ পরিবারের সংখ্যা কমে আসছে এবং মানুষজন গ্রাম ছেড়ে শহরে বা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে অনেক মা-বাবাই অরক্ষিত হয়ে পড়ছেন। বাংলাদেশে প্রবীণদের ৫৮ শতাংশের দারিদ্র্যের কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণেরই সামর্থ্য নেই। সেখানে তাদের বৃদ্ধ বয়সে অন্য সেবা পাওয়াটা যে কতটা কঠিন তা বলাই বাহুল্য।

কম্বল বিতরণ করছেন পাথরঘাটা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান

২০১৩ সালে ষাটোর্ধ্বদের সিনিয়র সিটিজেন ঘোষণা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে চিকিৎসাসহ নানা ক্ষেত্রে প্রবীণদের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাবার কথা। কিন্তু নানা কারণে সেটি সম্ভব হয়ে উঠছে না। দেখা যাচ্ছে, ষাটোর্ধ্বদের বয়সের কারণে বিভিন্ন চাহিদা বাড়লেও সাধারণত প্রবীণের আর্থিক সক্ষমতা কমে যায় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তার চাহিদা অগ্রাধিকার পায় না। এমনকি চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রবীণদের জন্য আলাদা করে কিছু নেই। কিন্তু অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য চাহিদা অনেক বেশি জটিল এবং ব্যয়বহুল। এই বয়স্ক মানুষদের যদি আমরা সমাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বিত করতে না পারি, তাহলে তারা একসময় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের কিছু কার্যক্রম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কার্যক্রমটি হচ্ছে বয়স্ক ভাতা, ৩১ লাখ প্রবীণকে মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক প্রবীণ এই সহযোগিতাটুকুও পাচ্ছেন না। তাই সংগ্রাম পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় বরগুনার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলায় 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের নাম

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

সময়সীমা : ১ জুলাই ২০১৭ থেকে চলমান

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প)

সহযোগিতায়

পিকেএসএফ (পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন)

প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অসহায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বয়স্কভাতা ও ভরণপোষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা তৈরি করা।
- প্রবীণদের প্রতি নবীনদের ইতিবাচক মানসিকতা বৃদ্ধি করা।
- শারীরিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে সহায়ক উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে সহজসাধ্য করা।
- বিনোদন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানসিকভাবে সজীব রাখা।

উপকারভোগী : নারী ১৩৯৩জন এবং পুরুষ: ১৬৪৪জন। মোট ৩০৩৭ জন।

কর্মএলাকা : ইউনিয়নঃ.পাথরঘাটা,ডৌয়াতলা উপজেলাঃ. পাথরঘাটা,বামনা জেলাঃ বরগুনা।

কার্যক্রম : ১. বয়স্কভাতা প্রদান, ২. মৃত্যু সৎকার, ৩. শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা, ৪. শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, ৫. প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবা, ৬. প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা, ৭. অসহায় প্রবীণদের ভরণপোষণ, ৮. সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ।

কর্মীর সংখ্যা : ফোকাল পারসন ১জন, কর্মসূচি কর্মকর্তা ২জন (সমৃদ্ধি কর্মসূচি থেকে পরিচালনা করা হয়)।

পরিপোষক ভাতা

এ পর্যন্ত ২০০জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০টাকা হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান করা হয়েছে। তবে গত অর্থবছর থেকে ডৌয়াতলা ইউনিয়নের ১০০জন সরকারি অনুদানের আওতাভুক্ত হওয়ার কথা থাকলে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাথরঘাটায় বর্তমানে বেঁচে আছে ৮৩জন যারা পরিপোষক ভাতা পাচ্ছে। এযাবৎ মোট পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়েছে ৫৫,৭১,৫০০টাকা। একজন প্রবীণ রয়েছে যার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই তাঁকে প্রতি মাসে সংগ্রাম থেকে ২০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। তাঁকে এযাবৎ ৫৮,০৭,৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মৃতের সৎকার ও দাফন-কাফন : আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু-পরবর্তী সৎকার বা দাফন-কাফন তাঁর পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে ২০০০টাকা প্রদান করা হয়। এরকম ৫০৫জনের জন্য সংগ্রাম ১০,১০,০০০টাকা প্রদান করেছে।

সাংগঠনিক কার্যক্রম

প্রতি কমিটিতে প্রবীণ, সমৃদ্ধি শিক্ষক, যুব, স্বাস্থ্য পরিদর্শকসহ ২১জনকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের জন্য ৯টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৯টি কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। এভাবে ২টি ইউনিয়নে ১৮টি প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটি ও ২টি ইউনিয়ন কমিটি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটিতে দুমাস অন্তর একটি মিটিং করা হয়। এযাবৎ ৮৪৬টি মিটিং করে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটিতে বছরে ২ বার মিটিং হয়। এযাবৎ ৮৭টি ইউনিয়ন মিটিং হয়েছে।

সম্মাননা প্রদান

প্রবীণদের পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে নাজুক হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি ইতিবাচকভাবে পরিবর্তনের প্রত্যয় নিয়ে অত্র কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এযাবৎ ৩১জনকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা ও ২১জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

সম্মাননা প্রদান করছেন অতিথিবৃন্দ

প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা

প্রবীণরা অযত্ন, অবহেলিত, একাকিত্ব, সমাজের এমনকি পরিবারের বোঝা হয়ে যাচ্ছেন। দরিদ্র পরিবারের প্রবীণগণ খুবই খারাপ পরিস্থিতিতে বেঁচে আছেন। তাই তাদের কিছু সহায়তা না হলে বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই অত্র কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৬০টি কম্বল, ১৫০টি চাদর, ৭০টি কমোড লেট্রিন, ১৪০টি ওর্য়াকিং স্টিক, ৬০টি ছাতা ও ৩০টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছেন প্রবীণ

প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা

মানুষের বয়স যতই বাড়তে থাকে, ততই সে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাঁকে আক্রমণ করে অনেক রোগব্যাধি এবং সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও। কাজেই এই কর্মসূচির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০৪৫ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। চোখের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে ১৪৩১জনকে। ছানি অপারেশন করা হয়েছে ২৩৪জনকে। ৯৩৪জন প্রবীণকে বিনামূল্যে ৯৩৪০টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে।

সোনালী টি স্টল

যে প্রবীণদের পরিবার নেই, সন্তান নেই তাদের জন্য তো অন্তত একটা আয়ের উৎস দরকার। এমন ২জন নারী চা বিক্রেতাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অত্র কর্মসূচির মাধ্যমে। দুজনকে ৩০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে তাঁরা দোকানে মালামাল ও সরঞ্জাম ক্রয় করেছে।

সোনালী টি স্টলের চেক প্রদান করছেন ডৌয়াতলা ইউপি চেয়ারম্যান

ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

প্রবীণ ব্যক্তিদের বিনোদনের জন্য প্রতিবছর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দিনব্যাপী এ আয়োজনের মাধ্যমে আনন্দফুর্তি করা হয়েছে। সেখানে অংশগ্রহণকারী এবং উপস্থিত সকলকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র

প্রবীণদের অবসর সময়ে টিভি দেখা, পত্রিকা পড়া, সময় কাটানোর জন্য পাথরঘাটা ইউনিয়নের হাতেমপুর গ্রামে একটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রবীণদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিদিন এখানে প্রবীণদের সমাগম হয় এবং তাঁরা অবসর সময় পার করেন।

শেষকথা

বৃদ্ধবয়সে পিতামাতাকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য 'পিতামাতা ভরণপোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতামাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রবীণদের যেন সমাজে আলাদা চোখে দেখা না হয়। সবার সঙ্গে যেন সমানভাবে সমান উদ্যমে চলতে পারে এবং সে মর্যাদাটুকু যাতে প্রবীণরা পায়, এই কর্মসূচির মাধ্যমে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে প্রবীণদের আলোচনা সভা

পাথরঘাটার দুস্থ প্রবীণদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করছেন পিকেএসএফ'র প্রতিনিধি ড. আশরাফুল আলম, সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা, পাথরঘাটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, প্রবীণ সমাজসেবক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)

ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্রান্ডিং এবং ই-কমার্সভিত্তিক বিপণনবিষয়ক উপ-প্রকল্প

বরগুনায় 'উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনী'র শুভ উদ্‌বোধন করছেন বরগুনার জেলা প্রশাসক মহোদয়

ডোনার/পার্টনার

কর্মএলাকা

সংগ্রাম'র সকল কর্মএলাকা

সময়সীমা

৮ মার্চ ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নয়নশীল, এমনকি উন্নত দেশেও ক্ষুদ্র উদ্যোগ জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০ লক্ষাধিক উদ্যোগ রয়েছে, যার ৮৯% ক্ষুদ্র উদ্যোগ (কুটির শিল্পসহ)। বিভিন্ন উদ্যোগে সৃষ্ট দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৫৬% এসব ক্ষুদ্র উদ্যোগে সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্যের অবসান, ক্ষুধার অবসান ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং অসমতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সরাসরি ভূমিকা রাখছে। ভ্যালুচেইন ও উপযুক্ত প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়তা দেওয়ার ফলে এ সকল ব্যাবসাগুচ্ছে নিয়োজিত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য গুণগতমান উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্যের ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং-এর মান উন্নয়ন করা আবশ্যক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় সংগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রোমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ পেস প্রকল্পের অধীন ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মনোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং ও ই-কমার্সভিত্তিক বিপণন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম কাজ শুরু করেছে।

প্রকল্পের নাম

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)

উপ-প্রকল্পের নাম

ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্সভিত্তিক বিপণন উপ-প্রকল্প।

কার্যক্রমের সময়সীমা

৮ মার্চ ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

সহযোগিতায় : পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

বাস্তবায়নে : সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

এসডিজি লিঙ্কেজ: এসডিজি গোল-৯, লক্ষ-৯ (খ), সূচক-৯(খ).১

বাস্তবায়নাধীন এলাকা

বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল ও পিরোজপুর জেলা।

লোকবল: ১জন (প্রকল্পভুক্ত)। সংস্থাভুক্ত ৫০টি শাখার জনবল।

অংশীজন : ১০০০জন উদ্যোক্তা।

লক্ষ্য

ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, প্যাকেজিং, ব্রান্ডিং এবং ই-কমার্স সেবা বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ।

উদ্যোক্তার হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা

উদ্দেশ্য

(ক) ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন ও বিপণনে সহায়তা করা;

(খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্রান্ডিং ও ই-কমার্সবিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন করা; (গ) ক্ষুদ্র-উদ্যোগে ই-কমার্স সেবা বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ।

কার্যক্রম

১. ক্ষুদ্র উদ্যোগে আইসিটি পরিষেবা উন্নয়ন।

২. ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের উপযোগী ই-কমার্স প্লাটফর্ম।

৩. ক্ষুদ্র উদ্যোগের পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা। ৪. পণ্য স্টাইল ও ডিজাইন।

৫. ব্রান্ডিং। ৬. লেবেলিং। ৭. মোড়কীকরণ।

কর্মকৌশল

সংগ্রাম'র ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত যে সকল উদ্যোক্তা রয়েছে তাদের এই উপ-প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর বাইরে যে সকল উদ্যোক্তা রয়েছে তাদের ৫০টি ঋণ শাখার জনবলের মাধ্যমে নির্বাচিত করে প্রোফাইলভুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে সক্রিয় করা হয়েছে এবং পরে ওরিয়েন্টেশন প্রদানের মাধ্যমে অত্র উপ-প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই করে উপযুক্ত উদ্যোক্তাদের সংশ্লিষ্ট খাত অনুযায়ী অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তার প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্যোক্তাগণ নিজ উদ্যোগে পণ্যের স্টাইল, ডিজাইন, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, মোড়কীকরণ করেছে যা অত্র উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে অত্র উপ-প্রকল্পের আওতায় তৈরিকৃত ই-কমার্স প্লাটফর্ম-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। পণ্য প্রচারণার জন্য উদ্যোক্তাদের উপযোগী ফেসবুক বুস্টিং করা হয়েছে এবং ভিডিয়ো টিজার তৈরি করে হস্তান্তর করা হয়েছে। সবশেষে সফল উদ্যোক্তাদের জীবনগাঁথা নিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

অগ্রগতি

ওরিয়েন্টেশন : সংস্থার ৫০জন শাখা ব্যবস্থাপককে প্রকল্পের ওপর এবং উদ্যোক্তা নির্বাচন করার প্রক্রিয়া নিয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বয় সভা

প্রকল্পের নির্দিষ্ট অন্তর প্রকল্পের সম্ভাব্যতার ওপর করণীয় নির্ধারণ ও নতুন পুরকল্পনা নিয়ে প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতনদের উপস্থিতিতে ২টি সমন্বয় সভা করা হয়েছে।

উদ্যোক্তা নির্বাচন

সংগ্রাম'র সদস্যদের মধ্য থেকে ৩৫৬জন ও সদস্য নয় এমন ৬৪৪জন উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ৬৪৪জন উদ্যোক্তাদের সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে প্রোফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০০ (এক হাজার) জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০ ব্যাচে ৫০০জন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের ব্রান্ডিং ও ই-কমার্সবিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ২০ ব্যাচে ৫০০জন।

উদ্যোক্তার হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা

উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

ক) প্রযুক্তি উন্নয়ন সহায়তা ২০জন, খ) পণ্যের স্টাইল ও ডিজাইন আধুনিকায়নে আর্থিক সহায়তা ২০জন, গ) ফেসবুক বুস্টিং, প্রচারণা ২০জন, ঘ) পণ্যের লেবেলিং আধুনিকায়নে আর্থিক সহায়তা ২০জন, ঙ) পণ্যের মোড়কীকরণে আর্থিক সহায়তা ২০জন, চ) পণ্যের সনদায়নে আর্থিক সহায়তা ২জন, ছ) সংস্থার নিজস্ব ই-কমার্স প্লাটফর্ম আধুনিকায়ন ১টি, জ) পণ্য প্রদর্শনে আর্থিক সহায়তা ৯জন, ঝ) ভিডিয়ো টিজার তৈরি ১০টি, ঞ) কারখানার পরিবেশগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা ২২টি, ট) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা ২২টি।

মেলা আয়োজন

বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে ১৬-১৭ ডিসেম্বর ২দিনব্যাপী বরগুনাস্থ 'শিল্পকলা একাডেমি'তে মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর জেলা থেকে অনুদানপ্রাপ্ত ৭০ জন উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে। বরগুনার জেলা প্রশাসন এতে সার্বিকভাবে সহায়তা করে। জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এই মেলার শুভ উদ্‌বোধন করেছেন।

সাফল্যগাথা

সফল উদ্যোক্তাদের জীবনগাথা নিয়ে 'সাফল্যগাথা' প্রকাশনা তৈরি করা হয়েছে। এতে জীবনযুদ্ধে জয়ী ৫০জন সফল উদ্যোক্তার জীবনী ও উদ্যোক্তা হিসেবে জয়ের গল্প তুলে ধরা হয়েছে।

শেষকথা

অফুরন্ত সম্ভাবনার আমাদের এ দেশ। ১৭ কোটি মানুষের দেশে শিল্পোন্নয়নের, বিশেষ করে এসএমই খাতের উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। কারণ কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জমির অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে শিল্প খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ বেশি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির ব্যবহারও অপেক্ষাকৃত কম এবং পরিবেশ দূষণও কম মাত্রায় হয়। আমাদের রয়েছে বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ

‘উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনী’ গ্যালারি

স্টল পরিদর্শন করছেন বরগুনার জেলা প্রশাসক মহোদয় এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

স্টল পরিদর্শন করছেন বরগুনার জেলা প্রশাসক মহোদয় এবং বরগুনার পুলিশ সুপার মহোদয়

‘উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনী’ থেকে শুঁটকি ক্রয় করছেন বরগুনার বীর মুক্তিযোদ্ধা

‘উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনী’তে উদ্যোক্তা তানহা-এর নান্দনিক স্টল

শখের ঘর’র তৈরিকৃত মজাদার আচার

জাকির হোসেন মেলায় নিয়ে এসেছেন সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত মৃত গাছ থেকে তার নিজের তৈরি শো-পিস

‘উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনী’ গ্যালারি

ভ্যাকুয়াম প্যাকেটকৃত কুয়াকাটার বিষমুক্ত নিরাপদ শুঁটকির স্টল পরিদর্শন করছেন বরগুনা জেলা প্রশাসক মহোদয়

উদ্যোক্তা আসমা আক্তার-এর তৈরিকৃত হোমমেইড অর্গানিক তৈল, ভেষজ হেয়ার প্রোটিন প্যাক ইত্যাদি

‘উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনী’তে উদ্যোক্তা হিরা শ্রাবণী বুশরার মাটির তৈরি পণ্য

‘উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনী’তে হাতে তৈরি কাঠের শো-পিস পর্যবেক্ষণ করছেন বরগুনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শুভ্রা দাস

উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রদান করছেন বরগুনা জেলা প্রশাসক মোহাঃ রফিকুল ইসলাম

উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ স্টল প্রদর্শন-এর জন্য পুরস্কার গ্রহণ করছেন পাটেক্স স্টলের উদ্যোক্তা

ব্র্যাক-সংগ্রাম-প্রাইস
দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম

ডোনার/পার্টনার

কর্মএলাকা

পটুয়াখালীর
গলাচিপা উপজেলা

সময়সীমা

১ আগস্ট-২০২৩
থেকে
৩১ মে-২০২৪

সবার জন্য মানসম্মত ও পরিকল্পিত শিক্ষা নিশ্চিত করা বড়ো চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সমাজে শিক্ষার সুফল নিশ্চিত করা। তাই শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণগুলোকে উদ্‌বেগের সাথে বিবেচনা করে তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সামনে এগোতে হলে নতুন নতুন সমস্যাকে নতুন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ধরনের একটি পদক্ষেপ নিয়ে সংগ্রাম গলাচিপা উপজেলায় BRAC-SANGRAM Skills Development Program বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের একটি কম্প্রিহেন্সিভ পথেই আমাদের সফলতা আসবে বলে আশা রাখি।

প্রকল্পের নাম

Strengthening for Recovery capacity of the COVID-19 and Climate change affected households through skills training targeting the youth in these families." (PRISE) প্রকল্প

অনুদান সহায়তা: গ্লোবাল ব্যাংক অব জার্মানি (কে-এফ-ডাব্লিউ)

কারিগরি সহায়তায়: ব্র্যাক

বাস্তবায়নে : সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

সময়সীমা: ১ আগস্ট-২০২৩ থেকে ৩১ মে-২০২৪

কর্মএলাকা: গলাচিপা উপজেলার গলাচিপা-১ ও গলাচিপা-২ (চিকনিকান্দি)

অংশীজন: ১০০জন প্রশিক্ষণার্থী। ৬০জন সহায়ক।

পাঠকার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া ১৪ থেকে ১৭ বছরবয়সী কিশোর কিশোরী। তবে বিধবা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বাল্যবিবাহের শিকার এধরনের ক্ষেত্রে বয়স ২৫ পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

প্রশিক্ষণের ধরন

১। প্রশিক্ষণার্থীগণ পিএল সফ্‌ট স্কিল ক্লাসে সপ্তাহে ১দিন বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক বিষয়ে ধারণা গ্রহণ করে। পাশাপাশি পেশাগত নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

২। প্রশিক্ষণার্থীগণ কারিগরি প্রশিক্ষক (টিটি) সপ্তাহে ১দিন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৩। প্রশিক্ষণার্থীগণ সপ্তাহে ৫দিন মাস্টার ক্রাফট পারসন (এমসিপি)/ওস্তাদ-এর নিকট থেকে দৈনিক ৫ ঘণ্টা হাতেকলমে ট্রেডভিত্তিক কাজ শেখে এবং অনুশীলন করে।

কার্যক্রমের সাধারণ তথ্য:

প্রশিক্ষণার্থী : ১০০জন নারী: ৬২জন পুরুষ: ৩৮জন ।

প্রতিবন্ধী ১৮জন (নারী-১১জন, পুরুষ ৭জন)

কারিগরি প্রশিক্ষক ৮জন, (নারী ৪জন, পুরুষ-৪জন)

পিএল ২জন (নারী)

ওস্তাদ - ৪৭জন নারী-১৬জন পুরুষ-৩১ জন প্রতিবন্ধী ২জন (১জন নারী, ১জন পুরুষ)

কার্যক্রমের ট্রেড

১। টেইলারিং (নারী) -৩০জন

২। টেইলারিং (পুরুষ) -১৬জন

৩। রূপচর্চা (নারী)-১৬জন

৪। কাঠের কাজ (ডিজাইন) -১২জন

৫। মোটরসাইকেল সার্ভিসিং-১৬জন

৬। মোবাইল সার্ভিসিং - ১০জন

কার্যক্রমের অগ্রগতি

১। প্রোগ্রাম অফিসার -০২জন নিয়োগ

২। এমসিপি জরিপ করা হয়েছে ৭১জন এবং ৫০জন (হাতেকলমে কাজ শিখানো ওস্তাদ) মনোনীত করা হয়েছে। লার্নার (প্রশিক্ষণার্থী) ১৬০জন জরিপ করা হয়েছে এবং ১০০জন সিলেকশন করা হয়েছে।

৩। পিএল লিডার (সফট স্কিল ক্লাস পরিচালনাকারী শিক্ষক) ২জন এবং টিটি (কারিগরি প্রশিক্ষক) ১০জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৪। বর্তমানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

বেকারত্ব দূর করার জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি যদি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমে আসবে। বর্তমানে যারা বেকার আছে তারা যদি কর্মমুখী শিক্ষা অর্জন করতে পারে, তাহলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারবে। দক্ষ মানুষ তৈরি করাই হোক আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান লক্ষ্য।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

হাতেকলমে প্রশিক্ষিত হচ্ছে মেয়েরা

ডোনার/পার্টনার

কর্মএলাকা

সংগ্রাম
কর্মএলাকার সর্বত্র

সময়সীমা

১৯৯১
থেকে চলমান

সংস্থার একটি ৪ সদস্যবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ সেল রয়েছে। সংগ্রামের আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ২টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু, আবাসন ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ও উপকরণ রয়েছে। সংগ্রাম'র নিয়মিত লোকবল ও অংশীজনদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। অন্য এনজিওদের ক্ষেত্রে আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভাড়া প্রদান করা হয়। এছাড়া সংগ্রাম'র মাঠ পর্যায়ের নিজস্ব ভবনগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচির সদস্যদের এ সকল ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীর জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের পরিবর্তন ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক কাজ পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংগ্রাম'র বর্তমানে লোকবল সংখ্যা ৪৯৩জন। বিভিন্ন প্রকল্পে অংশীজন রয়েছে ৯৮ হাজার ৮১৪জন। সংগ্রাম'র লোকবল ও অংশীজনদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বিবেচনা করে একটি প্রশিক্ষণ-সেল গঠন করেছে। প্রশিক্ষণ-সেল সংস্থার লোকবল ও সুবিধাভোগী পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে।

মৌলিক প্রশিক্ষণশেষে অংশগ্রহণকারী ও সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক

২০২৩ সনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ তথ্য

লোকবল পর্যায়ে নিজস্ব প্রশিক্ষণ

ক্র.	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারী	অংশগ্রহণ কারীর ধরন	প্রকল্প	ভেন্যু
১.	মাঠ কর্মকর্তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	৩দিন	২	৪০	মাঠ কর্মকর্তা	ঋণ কর্মসূচি	সংগ্রাম প্রশিক্ষণ সেন্টার
২.	বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ	২দিন	৪	১০০	শিক্ষক	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	পাথরঘাটা ও বামনা
৩.	স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২দিন	২	২৭	শিক্ষক	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	পাথরঘাটা ও বামনা

লোকবল পর্যায়ে বহিঃপ্রশিক্ষণ

ক্র.	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	মেয়াদ	অংশগ্রহণ কারী	অংশগ্রহণ কারীর ধরন	প্রকল্প	ভেন্যু
১.	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	পিকেএসএফ	২দিন	৫	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	পিকেএসএফ, ঢাক
২.	দ্বাতাসংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ	দ্বাতাসংস্থা	৩-৫দিন	১৪	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	সংস্থার নিজস্ব	দ্বাতাসংস্থার নিজস্ব

অংশীজন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

ক্র.	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারী	অংশগ্রহণকারীর ধরন	প্রকল্প
১.	স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হব	২দিন	৮	২০০	যুবক-যুবতী	সমৃদ্ধি কর্মসূচি
২.	উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ	১দিন	১০	২৫০	উদ্যোক্তা	আইসিটি প্রজেক্ট
৩.	উদ্যোক্তাদের পণ্যে ও ব্র্যান্ডিং ও ই-কমার্সবিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১দিন	১০	২৫০	উদ্যোক্তা	আইসিটি প্রজেক্ট
৪.	জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ	১দিন	৩	৭৫	আইজিএ সদস্য	সমৃদ্ধি কর্মসূচি
৫.	হাঁস-মুরগি পালন	১দিন	২	৫০	আইজিএ সদস্য	সমৃদ্ধি কর্মসূচি
৬.	কেঁচো সার তৈরিবিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	৩	৭৫	আইজিএ সদস্য	সমৃদ্ধি কর্মসূচি
৭.	বেবি তরমুজ চাষিদের প্রশিক্ষণ	১দিন	৪	১০০	চাষি	সূর্যমুখী প্রকল্প
৮.	সর্জান পদ্ধতিতে চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	৪	১০০	চাষি	সূর্যমুখী প্রকল্প
৯.	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১দিন	১০	৩০০	অংশীজন	এসইপি প্রজেক্ট
১০.	ব্যবসায় উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১দিন	০৮	২৪০	অংশীজন	এসইপি প্রজেক্ট
১১.	নিরাপদ শুঁটকি মাছ উৎপাদন প্রশিক্ষণ	১দিন	১০	৩০০	অংশীজন	এসইপি প্রজেক্ট
১২.	নিরাপদ শুঁটকি মাছ উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ে ঋণগ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ	১দিন	১২	৩৬০	অংশীজন	এসইপি প্রজেক্ট
১৩.	মৎস্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বিষয়ে ঋণগ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ	১দিন	০৫	১৫০	অংশীজন	এসইপি প্রজেক্ট
১৪.	নেতৃত্ব উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	১৫	৪৫০	কিশোর-কিশোরী	কৈশোর কর্মসূচি
১৫.	সফ্‌ট স্কিল প্রশিক্ষণ	১দিন	১৫	৪৫০	কিশোর-কিশোরী	কৈশোর কর্মসূচি

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

‘বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পরিবেশবান্ধব উপায়ে নিরাপদ শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা তৈরি ও প্রসারে ব্যবস্থা গ্রহণ’ উপ-প্রকল্প

আট ফুট উঁচু গ্রিন মাচায় মাছ শুকানো হচ্ছে

ডোনার/পার্টনার

THE WORLD BANK

কর্মএলাকা

বরগুনার পাথরঘাটা, তালতলী ও বরগুনা সদর এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা

সময়সীমা

১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩।

শুঁটকি উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ টেকসই উদ্যোক্তা হিসেবে 'লালাদিয়া'কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন বরগুনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)

বরগুনা ও পটুয়াখালী বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে এ দুটো জেলার মৎস্যজীবীদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে এ দুটো জেলাতেই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সামুদ্রিক মাছ আহরিত হয়। সামুদ্রিক মাছ থেকে শুঁটকি উৎপাদনে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের পরেই বরগুনা ও পটুয়াখালীর অবস্থান। পটুয়াখালীর কুয়াকাটা এবং বরগুনার টেংরাগিরি পর্যটন কেন্দ্র বাংলাদেশের শুঁটকির বাজারকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ পরিচিতি এনে দিয়েছে। বাংলাদেশিদের খাদ্য তালিকায় আমিষের অন্যতম উৎস হচ্ছে শুঁটকি। শুঁটকিতে আমিষের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ। আমাদের দেশের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিষমুক্ত শুঁটকির ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলাদেশের মৎস্যচাষি কিংবা শুঁটকি উৎপাদনকারীরা সনাতন পদ্ধতিতে শুঁটকি উৎপাদন করে থাকেন এবং শুঁটকি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। এ সকল কীটনাশক উৎপাদনকারীরা নিজেদের অজ্ঞাতে এবং জ্ঞাতসারেও করে থাকেন, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিরাট ধরনের হুমকি। স্থিতিশীল পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশ (পিকেএসএফ) ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী) কর্তৃক বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে চলছে।

উপ-প্রকল্পের নাম

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পরিবেশবান্ধব উপায়ে নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদানকারী উদ্যোক্তা তৈরি ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য

পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ (শক্তি, পানি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং সম্পদ দক্ষতা) এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য বিবেচনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা।

উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদন ও সম্প্রসারণ।
- মাছ ধরার সময়ে পরিবেশবান্ধব উপায়ে প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয়ভাবেই কাঁচা মাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- দেশে এবং বিদেশে কার্যকরি বাজারের যোগসূত্র স্থাপন করা।

মেয়াদ : ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩।

উপকারভোগী : ১২০০জন

প্রকল্প এলাকা

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা, তালতলী ও বরগুনা সদর উপজেলা। চরদুয়ানী, নলটোনা, নিশানবাড়ীয়া, করইবাড়িয়া ও সোনাকাটা ইউনিয়ন এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ, মহীপুর, কুয়াকাটা পৌরসভা।

অংশীজন/উপকারভোগী

শুঁটকি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট মাছ আহরণ, সংরক্ষণ, ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ।

মহিপুর শুঁটকি পল্লি পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ'র প্রতিনিধি ও সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক

মূল কার্যক্রম

আয়-বহির্ভূত ভৌত অবকাঠামোমূলক সেবাসমূহ

প্রতিটি অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে কমিউনিটির সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের অংশীদারিত্ব এ সকল অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবকাঠামোগুলোর টেকসহিতা

নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি অবকাঠামোর জন্য পৃথক রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাতেকরে উপ-প্রকল্পশেষেও এর সুফল উপকারভোগীগণ গ্রহণ করতে পারে। এই ভৌত অবকাঠামোগুলোর মধ্যে রয়েছে: ১. নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধাসহ টয়লেট ২. নারীবান্ধব বিশ্রামাগার ৩. ভ্যাকুয়াম প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ শুঁটকি বায়ুনিরোধক প্যাকেজিং সুবিধা ৪. মাছের বর্জ্য পুনঃব্যবহার সুবিধা স্থাপন ৫. গ্রিন মাচা ৬. ফিশ ফাইন্ডার ও স্যোনার প্রযুক্তি।

১. নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধাসহ টয়লেট

সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে সুপেয় পানি ও পর্যাপ্ত স্যানিটারি সুবিধা নিশ্চিত করতে সংগ্রাম পাথরঘাটার ডকইয়ার্ড পদ্মা স্লুইস, কলাপাড়ার হাজীপুর, নজিবপুর ও আলীপুরে নিরাপদ পানীয় জলের উৎসসহ ৬টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও ৬টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে ।

প্রকল্পের আওতায় তৈরিকৃত স্থাপনা পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ'র কর্মকর্তাবৃন্দ

২. নারী ও শিশুবান্ধব বিশ্রামাগার স্থাপন

সংগ্রাম কলাপাড়া উপজেলার হাজীপুর ও নজিবপুর গ্রামে এবং পাথরঘাটা উপজেলার পদ্মা স্লুইস ও খালগোড়ায় ৭টি নারী ও শিশুবান্ধব বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে শুঁটকি শ্রমিকরা কাজ করার সময় বিশ্রাম নিতে পারে।

৩. বায়ুশূন্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শুঁটকির মোড়কীকরণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

শুঁটকি মাছ গন্ধযুক্ত এবং খোলা অবস্থায় স্বল্পসময়ের মধ্যে আর্দ্রতা শোষণ করে, যার ফলে দ্রুত ছত্রাক আক্রমণ করে। এই অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন এবং মানসম্পন্ন শুঁটকি বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অত্র উপ-প্রকল্প শুঁটকির মোড়কীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পর্যটক আকর্ষণ এবং শুঁটকির উচ্চ চাহিদার কারণে সংগ্রাম কুয়াকাটায় নিরাপদ শুঁটকি মোড়কীকরণের জন্য কয়েকটি বায়ুশূন্য মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

৪. মাছের বর্জ্য পুনঃব্যবহারের লক্ষ্যে ফিড মেশিন স্থাপন

কলাপাড়া উপজেলার হাজীপুরে ও বরগুনার তালতলী উপজেলায় ২টি ফিশ ফিড মেশিন স্থাপন করা হয়েছে, যা উচ্চমানের এবং নিরাপদ প্রাণিখাদ্য উৎপাদন করার পাশাপাশি ফিড শিল্পের ভবিষ্যৎ অগ্রণী উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে। সবুজ পরিবেশ সুরক্ষার প্রতিপাদ্য নিয়ে অ্যাকুয়াফিড সেক্টরের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৫. নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের জন্য গ্রিন মাচা প্রযুক্তি

সংগ্রাম নজিবপুর, পদ্মা স্লুইস এবং পাথরঘাটা ডকইয়ার্ডে ৯টি মাচা স্থাপন করেছে, যেখানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সাশ্রয়ী মূল্যে ও নিরাপদ উপায়ে শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ করছে।

গ্রিন মাচা প্রযুক্তি

৬. স্যোনার প্রযুক্তি স্থাপন

সমুদ্রগামী মাছ ধরার দেশীয় ট্রলারসমূহের নৌ-সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য স্যোনার প্রযুক্তি একটি আধুনিক সংযোজন। বরগুনার পাথরঘাটা ও পটুয়াখালীর মহিপুরের ২২টি মাছ ধরার সমুদ্রগামী ট্রলারে এই স্যোনার প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে।

আয়-বহির্ভূত ভৌত অবকাঠামো-এর সংখ্যাগত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রম সমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন	০৬	০৬
০২	নিরাপদ পানীয় জলের উৎস স্থাপন	০৬	০৬
০৩	শুঁটকি শ্রমিকদের জন্য নারীবান্ধব বিশ্রামাগার স্থাপন	০৭	০৭
০৪	মাছের বর্জ্য পুনঃব্যবহারের জন্য ফিড মেশিন স্থাপন	০২	০২
০৫	মাছ শুকানোর জন্য গ্রিন মাচা স্থাপন	০৮	০৮
০৬	নিরাপদ শুঁটকি মোড়কীকরণ (ভ্যাকুয়াম মেশিন স্থাপন)	০২	০২
০৭	ফিশ ফাইন্ডার ও স্যোনার প্রযুক্তি	২২	২২

নিরাপদ শুঁটকি প্রক্রিয়াজতকরণবিষয়ক প্রশিক্ষণ

আয়-বর্ধনকারী সাধারণ সেবামূলক কর্মকাণ্ডসমূহ

আয়-বর্ধনকারী সাধারণ সেবামূলক কর্মকাণ্ড বলতে বোঝায় যা বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় এবং আয়বর্ধন নিশ্চিত করবে যা পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। আয়বর্ধনমূলক সাধারণ পরিষেবা এই উপ-প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক সাধারণ পরিষেবা একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। উক্ত পরিষেবার আশেপাশের অন্যান্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও এটি থেকে উপকৃত হয়। এই পরিষেবাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (১) বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য বর্জ্য সংগ্রহকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন (২) ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তি সহায়তা (৩) বিভিন্ন ধরনের শুঁটকির প্রদর্শনী (৪) মডেল শুঁটকির ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং (৫) নিরাপদ শুঁটকির আউটলেট। সাধারণত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের ছোটো আকারের কারণে পণ্যগুলোর গুণমান উন্নত করার জন্য বৃহত্তর বিনিয়োগ করতে পারে না। এই ধরনের ব্যাবসাগুচ্ছের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সাধারণ পরিষেবা সরবরাহ করতে বৃহত্তর উদ্যোক্তাদেও উৎসাহিত করে তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১. বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য বর্জ্য সংগ্রহকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন

উৎপাদিত বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপ-প্রকল্প থেকে নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং মৎস্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বিষয়ে ১৭টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বর্জ্য হতে হাঁস, মুরগি, গোরু ও ছাগলের খাবার এবং মাছের ভাসমান খাবার তৈরির জন্য কলাপাড়ার হাজিপুর ও বরগুনার তালতলীতে ২টি ফিড মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এখন উদ্যোক্তারা বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছে।

২. বিভিন্ন ধরনের শুঁটকির জোগান এবং মডেল শুঁটকি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন

উপ-প্রকল্পের আওতায় মডেল উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য পরিবেশ, ব্যাবসা ও পণ্য সনদপত্র প্রাপ্তিবিষয়ক ৩৫টি এবং শুঁটকির বাজার প্রসারের লক্ষ্যে ২ টি প্রশিক্ষণসহ কুয়াকাটা ও পটুয়াখালীতে আয়োজিত মেলার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের শুঁটকি বহির্বাজারে তুলে ধরা হয়েছে।

৩. নিরাপদ শুঁটকির আউটলেট

কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত শুঁটকি মার্কেটে একটি নিরাপদ শুঁটকির আউটলেট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত আউটলেটে, উপ-প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিরাপদ শুঁটকি বিক্রি ও প্রদর্শন করা হয়েছে। আধুনিক সাজসজ্জার কারণে উক্ত আউটলেটের বিক্রি আগের থেকে অনেক গুণ বেড়েছে।

৪. ফিশ ড্রায়ার স্থাপন

প্রচলিত পদ্ধতিতে শুঁটকি তৈরির অস্বাস্থ্যকর দিকগুলো যেমন- ধুলাবালি, মাছি ইত্যাদির সংক্রমণ ও

সর্বোপরি কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত ও গুণগতমানসম্মত শুঁটকি তৈরি করার জন্য সংগ্রাম, কুয়াকাটার নজীবপুরে ২টি ফিশ ড্রায়ার স্থাপন করেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

এই উপ-প্রকল্পের শুরু থেকেই পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সনদপত্র, শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, ব্যাবসা সনদপত্র, ইকো-লেবেলিং এবং প্যাকেজিং, অনলাইন মার্কেটিং এবং প্রিমিয়াম মার্কেটে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ে ৮৮৫জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শুঁটকি প্রক্রিয়াজাত-করণ সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ১০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তাদের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণসেবা খাতে স্বল্প সুদে ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

অংশীজন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিষয়বস্তু	মোট সংখ্যা
১	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১১
২	ব্যবসায় উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০৮
৩	নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন প্রশিক্ষণ	১০
৪	মৎস্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বিষয়ে ঋণগ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ	০৫
৫	পরিবেশগত ছাড়পত্র সম্পর্কিত সেমিনার	০২
৬	ব্যাবসা সনদপত্র প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা	০২
৭	পণ্য সনদপত্র প্রাপ্তিবিষয়ক কর্মশালা	০২
৮	বাজার প্রসার ও উন্নয়নবিষয়ক কর্মশালা	০২
৯	ফিশ ফাইন্ডার ও স্যোনার প্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩

প্রচার এবং প্রসার

১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন। শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ তথ্যচিত্র, শুঁটকির সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের জীবিকা, তাদের চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্যের গল্প বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন: ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়।

২. ই-কমার্স প্লাটফর্ম

আধুনিক যুগে মানুষ পণ্য ক্রয়ের জন্য বাজারে না গিয়ে অনলাইন থেকে ক্রয় করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য www.bordeguna.com নামে একটি ই-কমার্স প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে।

৩. প্রিন্ট মিডিয়া

উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন ইভেন্ট, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাফল্যের গল্প এবং প্রকল্প কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় এবং অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

৪. ব্রুশিয়ার ও পোস্টার

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ আরও স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং দৃশ্যমানভাবে তুলে ধরার জন্য, মূল বার্তাগুলো তৈরি করে ভাঁজ করা ব্রুশিয়ার, পোস্টারগুলো স্থানীয় জনগণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, সরকার এবং প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৫. মেলা ও প্রদর্শনী

পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা প্রশাসন আয়োজিত বিভিন্ন উন্নয়ন মেলায় উপ-প্রকল্প কার্যক্রমে ব্যবহৃত হালনাগাদ কারিগরি তথ্য ও উপকরণ প্রদর্শন করা হয়। এসব প্রদর্শনীতে স্থানীয় প্রশাসন, গণমানুষ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সিএসও সদস্যরা এই উপ-প্রকল্প এবং কীটনাশকমুক্ত শুঁটকি কীভাবে উৎপাদিত হয় এবং এর উৎস ও বিপণনের তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন।

উপসংহার

এই উপ-প্রকল্পের সকল কার্যক্রম ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মালিকানাধীন। আমরা মনে করি সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের (এসইপি) আওতায় এই উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তরযোগ্য এবং শুঁটকি উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য একই অঞ্চলে ততোধিক সম্প্রসারণযোগ্য।

প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন বরগুনার জেলাপ্রশাসক জনাব হাবিবুর রহমান।

নজিবপুরে অবস্থিত শুঁটকি পল্লীর উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের সাথে পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা করছেন পিকেএসএফ'র কর্মকর্তা।

পরিবেশবান্ধব শুঁটকি উৎপাদন নিয়ে উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করছেন এসইপি প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সমাপনীয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বরগুনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ফয়সাল আহমেদ

গৃহায়ন প্রকল্প

ডোনার/পার্টনার

কর্মএলাকা

সংগ্রাম'র সকল ঋণ শাখার সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সময়সীমা

১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে চলমান

গৃহহীন মানুষের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা এবং তাদেরকে উৎপাদনক্ষম, আয়-উপার্জনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং সমাজের দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠী, নদী ভাঙনের শিকার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীদের বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকেই 'গৃহায়ন তহবিল' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই গৃহায়ন তহবিলের ঋণ কার্যক্রমের ঋণগ্রহীতাদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করে, তাদেরকে উপার্জনক্ষম কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ সহায়তা নিয়ে সংগ্রাম ২০১২ সন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত গৃহনির্মাণসংক্রান্ত গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

প্রকল্পের নাম : গৃহায়ন প্রকল্প

সহযোগিতায় : বাংলাদেশ ব্যাংক

বাস্তবায়নে : সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

প্রকল্পের মেয়াদ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে চলমান।

এসডিজি গোল-১১, লক্ষ-১১.২, সূচক-১১.২.১

কর্মএলাকা : সংগ্রাম'র সকল ঋণ শাখার সংশ্লিষ্ট অংশীজন।

অংশীজন : ১৩৬টি প্রদানকৃত ঘরে বসবাসকারী।

লক্ষ্য

গৃহায়ন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, গৃহহীন পরিবার, মহিলা শ্রমিক ও বস্তি এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন সমস্যা লাঘব করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

- ঋণ সুবিধার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গৃহহীন জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন সমস্যার সমাধান করা।
- গৃহায়ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা।
- দেশের অসহায় মানুষের সেবা করা।
- দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, গৃহহীন পরিবার , মহিলা শ্রমিক ও বস্তি এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন সমস্যা লাঘব করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী : যাদের মোট জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের নিচে, যারা বিত্তহীন ও গৃহহীন, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে এবং এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এ ধরনের পরিবার এই ঋণের আওতাভুক্ত হয়।

কর্মকৌশল : বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ঘরের জন্য ঋণ পাওয়ার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের ৩% সার্ভিস চার্জে ৩ বছর মেয়াদে এককালীন ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীদের নির্দেশনা মোতাবেক সংগ্রাম ঘর তৈরি নিশ্চিত করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি ১০০% তৈরিকৃত ঘর পরিদর্শন করেন।

একনজরে অর্জন : (৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)

ঋণ বাবদ বিতরণকৃত মোট গৃহ: ৩০৬টি।
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ যাবৎ অর্থ প্রাপ্তি: ২,৬৬,৪০,০০০ টাকা।
বর্তমান ঋণস্থিতি: ১,৩১,৪২,৪২১ টাকা।
প্রতি গৃহের জন্য প্রদানকৃত অর্থ : ১,৩০,০০০ টাকা।
অর্থ ফেরত প্রদানের মেয়াদ : ৩বছর।
সার্ভিস চার্জের হার : ২.৫%
কিস্তির ধরন : মাসিক।

বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোর ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত গৃহনির্মাণসংক্রান্ত গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পৃক্ত করে জীর্ণগৃহযুক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ বাসস্থান, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বল্প সার্ভিস চার্জ হারে এবং সহজ শর্তে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য গৃহায়ন তহবিলের মতো প্রকল্প অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি পদক্ষেপ।

আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণ করছেন সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা ও পাথরঘাটা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

মিভা প্রকল্প

BD026 MIVA Block grant Mainstream 2023
(Transport and Communication)

ডোনার/পার্টনার

CDD Centre for Disability in Development

কর্মএলাকা

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলা

সময়সীমা

১৫ এপ্রিল ২০২৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

উন্নত যানবাহন ও আধুনিক সরঞ্জাম কর্মকাণ্ডের গুণগতমান বাড়ায়। এর ফলে উদ্দিষ্ট অংশীজন অধিকতর সেবা প্রাপ্তিতে সক্ষম হয়। সংগ্রাম'র পাথরঘাটা এবং বামনায় কর্মএলাকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন পদে ১৩৩জন জনবল রয়েছে। এই জনবল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১৩১৬৮ পরিবার নিয়ে কাজ করে এবং ঐ পরিবারের মধ্যে ২৯৯০ শিশু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাদের জন্য শিক্ষা সহায়তার কাজ রয়েছে। এই কাজের ক্ষেত্র যেমন দূরে তেমনি যোগাযোগ খুব একটা ভালো নয়। সংগ্রাম'র এই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মকাণ্ড অধিকতরভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এবং কর্মকাণ্ডের সুফল মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিভা প্রকল্প থেকে অনুদান হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের নাম

BD026 MIVA Block grant Mainstream 2023 (Transport and communication)

বাস্তবায়নে

সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)।

সহযোগিতায়

সিডিডি (সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট), বাংলাদেশ ও Stitching Liliane Fonds of Netherlands

প্রকল্পের সময়সীমা

৬ মাস (১৫ এপ্রিল ২০২৩ - ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩)

কর্মএলাকা

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা'র কর্মসূচিসমূহ আরও কার্যকরভাবে বিকশিত করা এবং দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা।

প্রকল্পের বরাদ্দ

১৩,৫৪,০০০ (তেরো লাখ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকা) (সিডিডি: ১০,১৫,৫০০ + সংগ্রাম ৩,৩৮,৫০০)

যে সরঞ্জাম সংগ্রামকে সরবরাহ করা হয়েছে: ৫টি মোটর সাইকেল, ৫টি ল্যাপটপ, ১টি লেজার প্রিন্টার, ১টি মাল্টিমিডিয়া ও ১টি ক্যামেরা।

প্রকল্পের ধারণা: সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করার জন্য MIVA এবং Liliane Foundation তাদের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করা। দুর্গম কমিউনিটিভিত্তিক পুনর্বাসনের প্রভাব বৃদ্ধিতে তৃণমূল পর্যায়ের কাজে প্রোগ্রাম অফিসারদের সহায়তার জন্য স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে পরিবহণ ও যোগাযোগ সরঞ্জাম সরবরাহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিধি জোরদার করা।

কার্যক্রম

১। দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষের দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অসুস্থ রোগীদের ডাক্তার বা চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবহণ সুবিধা যেমন: মোটর সাইকেল সরবরাহ করা।

২। কর্মএলাকার অধিবাসীগণ কমিউনিটির ঝুঁকির অবস্থা, স্থানীয় চাহিদা ও সম্ভাবনাগুলোর সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে এবং ভিডিয়ো শো, নাটক, প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের কাজে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ক্যামেরা ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষকে উদ্‌বুদ্ধকরণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা।

শেষকথা

দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত অংশীজন সব ধরনের সেবা সবার শেষে পেয়ে থাকে। এর নানাবিধ কারন রয়েছে। এর সাথে যুক্ত পরিবহণ সুবিধা ও সরঞ্জাম সুবিধা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সেবা পাওয়ার সুযোগ বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি সংস্থার স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় আইসিটি মালমাল গ্রহণ শেষে সিডিডি'র কর্মকর্তা সাথে সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য

দিবস উদ্‌যাপনের কিছু স্থিরচিত্র ২০২৩ খ্রি.

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে সংগ্রাম'র পক্ষে
সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে
পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরুর পূর্বমুহূর্তে

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে
সম্মাননা প্রদান করছেন বরগুনার সম্মানিত জেলা প্রশাসক

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে
সংগ্রাম স্টাফদের মানববন্ধন

ডৌয়াতলা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের র‍্যালি

শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল দিবসে আলোচনা সভার একাংশ

দিবস উদ্‌যাপনের কিছু স্থিরচিত্র ২০২৩ খ্রি.

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

১৫ই আগস্টে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

জাতীয় শোকদিবসে দুঃস্থ ও এতিমদের পাঞ্জাবী বিতরণ

জাতীয় শোকদিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন

শেখ রাসেল দিবসে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা

যুগের কণ্ঠস্বর

পাথরঘাটায় ১৭শ ৯০ শিক্ষার্থী পেল ফলজ ও বনজ গাছ

মোঃ জিয়াউল ইসলাম:

বরগুনার পাথরঘাটায় ১০ সেপ্টেম্বর রোজ রবিবার সকাল দশটার দিকে পাথরঘাটা উপজেলা সদর ইউনিয়নের ৫নং কাকচিড়া বাজারে কাকচিড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সেন্টারের নিচতলায় ফলজ ও বনজ চারা গাছ বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এবং সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (সংগ্রাম) এর বাস্তবায়নে বৈকালীন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ১৭শ ৯০ শিক্ষার্থী পরিবারের মাঝে ১টি ফলজ ও একটি বনজ গাছ বিতরণ করা হয়েছে। রোববার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে কাকচিড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষার্থীদের এ গাছের চারা তুলে দেন সংগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুদ। সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (সংগ্রাম) এর প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মহাসিন কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পাথরঘাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. রেজাউল করিমসহ সংগ্রামের কর্মকর্তাগণ ও সাংবাদিক এস এম জসিম,মো.জিয়াউল ইসলাম প্রমুখ।

■ ৭ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ প্রতিদিন

শেষের পৃষ্ঠা ঢাকা ■ ১৫ মাঘ ১৪২৯ রবিবার ■ ২৯ জানুয়ারি ২০২৩

বরগুনার বিষমুক্ত শুঁটকি যাচ্ছে সারা দেশে

বরগুনায় প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে শুঁটকি —বাংলাদেশ প্রতিদিন

ইত্তেহাদ নিউজ

www.etihad.news

পাথরঘাটায় এনজিও সংগ্রামের উদ্যোগে প্রবীণদের মাঝে কম্বল বিতরণ

http://www.etihad.news

শেখ রাসেলের জন্মদিনে আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

সংগ্রাম কৈশোর কর্মসূচির আওতায়

আলোকিত প্রতিদিন

পাথরঘাটায় এনজিও সংগ্রামের উদ্যোগে প্রবীণদের মাঝে কম্বল, চাষীদের আর্থিক অনুদান প্রদান

■ মোঃ জিয়াউল ইসলাম

বরগুনার পাথরঘাটায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এনজিও সংগ্রামের উদ্যোগে বিনামূল্যে সূর্যমুখী বীজ বিতরণ ও শীতার্ত শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। পাথরঘাটা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামান খানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত

প্রবীণদের মাঝে কম্বল ও চাষীদের মাঝে আর্থিক অনুদান বিতরণ। ১৪ ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সংস্থা সংগ্রামের মাধ্যমে পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষকদের মাঝে অর্থ সহায়তা প্রদান, উপকরণ বিতরণ এবং হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আলমগীর হোসেন, সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুদ, পাথরঘাটা ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারজানা পারভীন, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার প্রতিনিধি শ্যামল কৃষ্ণ হাওলাদার। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০ জন পেঁয়াজ চাষী, ১০০ জন বেবি তরমুজ চাষী, ১০০ জন সর্জন পদ্ধতিতে চাষী, ৫০ জন উচ্চ মূল্য মসলা সবজি চাষীকে পাঁচ হাজার টাকা করে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২৫০ জন সূর্যমুখী চাষীকে ৫০০ গ্রাম করে হাইসান ৩৬ জাতের সূর্যমুখী বীজ বিতরণ করা হয়। ৭৫ জন প্রবীণ ব্যক্তির মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় এবং সংগ্রামের স্বাস্থ্য বিভাগের ১৯ জন কর্মীকে কর্মীর মাঝে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রদান করা হয়।

আলোকিত প্রতিদিন

বামনার ডৌয়াতলায় ১২০০শ শিক্ষার্থীদের মাঝে ২৪০০ বৃক্ষচারা বিতরণ

■ মোঃ জিয়াউল ইসলাম

বরগুনার বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ১৭৯০ শিক্ষার্থীকে ফলজ ও বনজ চারাগাছ প্রদান করা হয়েছে। ডৌয়াতলা ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এই চারাগাছ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। মধ্য কাকচিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সাইক্লোন শেল্টারে অনুষ্ঠিত হয়। চারাগাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির ইউনিয়ন সমন্বয়কারী কৃষিবিদ মোঃ জাকির হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোঃ শওকাতুল ইসলাম জলিল, প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সভাপতি এবং সাবেক শিক্ষক অমূল্য রতন গাইন, সংগ্রাম'র পরিচালক মো: মাসউদ সিকদার, মধ্য কাকচিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মাসুদুর রহমান। বৃক্ষ রোপন ও

পরিচর্যার উপর আলোকপাত করেন উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা মামুন অর রশিদ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এবং সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (সংগ্রাম) এর বাস্তবায়নে বৈকালীন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী পরিবারের মাঝে এই বৃক্ষচারা বিতরণ করা হয়। বক্তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের উদ্যোগে শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকায় ফলের চাহিদা মিটাবে। যে শিশুদের আজ ফলজ বৃক্ষ দেয়া হলো তারা ২০ বছর পরে এই বনজ গাছ বিক্রী করে নতুন কোন উদ্যোগ গ্রহন করতে পারবে।

সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য নিউজ

২০২৩ খ্রি.

THE DAILY EVENING NEWS

Pesticide free safe dry fish of Barguna heading all over Bangladesh

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বরগুনায় উদ্যোক্তা পণ্য মেলার উদ্বোধন

সকালের সময়

কুয়াকাটায় দুইদিন ব্যাপী শুঁটকির মেলা

...হোসেন বাচ্চু, কুয়াকাটা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

...বারের মতো নিরাপদ বিষমুক্ত শুঁটকি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার ... পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় দুই দিন ব্যাপী শুঁটকি মেলার আয়োজন ... এসইপি ও সংগ্রাম নামের একটি বেসরকারি সংস্থা।

...বার সকাল ১১ টায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন ট্যুরিজম পার্কের মাঠে ... শুঁটকি মেলার পায়রা উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করেন কলাপাড়া উপজেলা ... অফিসার মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। সংগ্রাম টেকনিক্যাল অফিসার ... সরকারের সঞ্চালনায় সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুমের ... উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুয়াকাটা পৌরসভার মেয়র ... আনোয়ার হাওলাদার,

...কাটা প্রেস ক্লাবের সভাপতি নাসির উদ্দিন বিপ্লব, ট্যুর অপারেটর ... সিয়েশন অব কুয়াকাটা (টোয়াক) সভাপতি ইমতিয়াজ তুষার, ... সংবাদিক ফোরাম কুয়াকাটা সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু, ... কাটা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অহিদুল ইসলাম মিরন, ট্যুর ... অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কে এম বাচ্চু, কুয়াকাটা শুঁটকি মার্কেটের ... সম্পাদক মো. সোহেল মাহমুদ, সাংবাদিক কাজী সাইদ প্রমুখ।

...জকরা জানান, মেলায় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ... টেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) শুঁটকি প্রকল্পের ক্ষুদ্র ... ক্তারা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য (নিরাপদ শুঁটকি) প্রদর্শনের মাধ্যমে ... প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রক্রিয়া আরো সুন্দর এবং মসৃণ হবে। সাথে ... এই মেলার মাধ্যমে পর্যটকরা সুন্দর এবং বিষ মুক্ত শুঁটকি কিনতে ...

পাথরঘাটায় সংগ্রামের উদ্যোগে সূর্যমুখী বীজ, কম্বল ও আর্থিক অনুদান প্রদান

প্রকাশিত: বৃহস্পতিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

সাকিল আহমেদ, পাথরঘাটা প্রতিনিধি

বরগুনার পাথরঘাটায় বেসরকারি এনজিও প্র... সংগ্রামের উদ্যোগে বিনামূল্যে সূর্যমুখী বীজ বিতরণ, ... প্রবীণদের মাঝে কম্বল ও চাষীদের মাঝে আর্থিক ... বিতরণ।

বৃহস্পতিবার (১৩ ডিসেম্বর) পাথরঘাটা উপজেলা পরি... মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষকদের মাঝে অর্থ স... বীজ বিতরণ এবং শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ কর...

পাথরঘাটা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ... রোকনুজ্জামান খানের সভাপতিত্ব করেন, প্রধান ... হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাথরঘাটা উপজেলা পরি... চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কবির, বিশেষ অতিথি হি... উপস্থিত ছিলেন পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের চে... মোঃ আলমগীর হোসেন, সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ... মোহাম্মদ মাসুম, পাথরঘাটা ডিগ্রী কলেজের সাবেক ...

আমার সংবাদ

বিষমুক্ত ও নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা

ডিজিটাল চোখ

সংগ্রামের আয়োজনে শুরু হলো টিভি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট'

সংগ্রাম'র এযাবৎ সমাপ্ত কর্মসূচি

ক্রঃ	নাম	দাতা সংস্থা	কর্মী	কর্মএলাকা	শুরু	শেষ
১.	পাথরঘাটা চিকিৎসা সেবা প্রদান কর্মসূচি	USCCB	২	পাথরঘাটা	০১/০৩/১৯৮৮	৩০/০৪/১৯৯০
২.	পাথরঘাটা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	USCCB	৬	পাথরঘাটা	০১/০৫/১৯৯০	৩০/০৪/১৯৯১
৩.	উপকূলীয় সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি	USCCB	১১	পাথরঘাটা	০১/০৫/১৯৯১	৩১/১২/১৯৯৬
৪.	ভিলেজ স্যানিটেশন সেন্টার (VSC)	NGO Forum	১	চরদুয়ানী-পাথরঘাটা	২৭/০৩/১৯৯২	৩১/১২/২০১৭
৫.	১০০ ভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ	NGO Forum	১৭	পাথরঘাটা, বামনা	০১/০১/১৯৯৩	৩১/১২১৯৯৪
৬.	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (NFPE)	ব্র্যাক	১১	মঠবাড়িয়া	০১/০৩/১৯৯৩	৩১/১২/২০০৫
৭.	ভিলেজ স্যানিটেশন সেন্টার (VSC)	NGO Forum	১	কাঠালতলী-পাথরঘাটা	২৩/০৯/১৯৯৩	৩১/১২/২০১৮
৮.	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (NFPE)	Campe	৯	পাথরঘাটা	০১/০৭/১৯৯৪	৩১/১২/১৯৯৬
৯.	সামাজিক বনায়ন	WFP	৫	৩ টি উপজেলা	০১/০৭/১৯৯৪	৩০/০৬/২০১৫
১০.	উপকূলীয় সবুজবেস্টনী প্রকল্প	বন বিভাগ	১	৩ টি উপজেলা	৩১/০৫/১৯৯৫	৩০/০৬/২০০০
১১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আকর্ষণীয়করণ কার্যক্রম	গণশিক্ষা বিভাগ	২	পাথরঘাটা	০১/০৭/১৯৯৫	৩০/৬/১৯৯৭
১২.	Adolescent Development Program (ADP)	USCCB	১৭	পাথরঘাটা	০১/০২/১৯৯৬	৩১/১২/১৯৯৮
১৩.	উপকূলীয় দরিদ্র নারী উন্নয়ন প্রকল্প	APHD	৪	বরগুনা	০১/০৪/১৯৯৭	৩১/০৩/১৯৯৮
১৪.	নিরাপদ পানি প্রযুক্তি স্থাপন	NGO Forum	১	পাথরঘাটা	০১/০৭/১৯৯৭	৩১/১২/১৯৯৯
১৫.	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	আন্ধেরী হিলফে	১৩	বরগুনা	০১/০৭/১৯৯৮	৩০/০৬/২০০০
১৬.	PRA-এর মাধ্যমে ১০০ ভাগ WATSAN অর্জন	NGO Forum	১	বরগুনা	০১/০৩/১৯৯৮	৩০/৮/২০০০
১৭.	লেট্রিন ক্রেতাকে ভরতুকি প্রদান প্রকল্প	UNICEF	-	বরগুনা, পাথরঘাটা	০১/০৭/১৯৯৮	৩১/১২/১৯৯৮
১৮.	Adolescent Development program (ADP)	USCCB	৬	বরগুনা সদর	০১/০১/১৯৯৯	৩১/১২/২০০০
১৯.	রুটিন মেনটেন্যান্স প্রকল্প	WFP, BWDB	১	মঠবাড়িয়া	০১/০৭/১৯৯৯	৩০/১১/১৯৯৯
২০.	ডিপিএইচই ডানিডা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	ডানিডা	০৮	বামনা, পাথরঘাটা	০১/১২/১৯৯৯	৩০/০৬/২০০০
২১.	Livelihood Rehabilitation For the Flood Affected Households	DFID	০১	বদরখালী-বরগুনা	০৪/০৭/২০০০	০৩/০৭/২০০০
২২.	DPHE-Danida CBRWSSC	ডানিডা	৯০	তিনটি উপজেলা	২০/০৮/২০০০	২৮/০২/২০০৬
২৩.	Adolescent Development Program (ADP)	USCCB	২১	আমতলী	০১/০১/২০০১	৩১/১২/২০০২
২৪.	সম্প্রসারিত সালিশ প্রকল্প	MLAA	০৪	পাথরঘাটা	০১/০৭/২০০১	৩১/০৬/২০০৩
২৫.	সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন প্রকল্প (SBCP)	এডিবি, বন বিভাগ	১৪	তিনটি ইউনিয়ন	০১/১১/২০০১	৩০/০৯/২০০৩
২৬.	DPHE-Danida UrbanWSSC	ডানিডা	১২	বামনা, পাথরঘাটা	১৫/০৭/২০০২	৩১/১২/২০০৫
২৭.	স্মল হোল্ডার লাইফস্টক ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট-২ (SLDP-২)	ডানিডা	৮৪	বামনা, পাথরঘাটা	০১/০৬/২০০৩	৩০/০৯/২০০৬
২৮.	Economic Development Project (EDP)	CODEC	১৬	গলাচিপা	০২/০৭/২০০৩	৩১/১২/২০০৮
২৯.	সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা	ডানিডা	০৬	বরগুনা, আমতলী	০১/১০/২০০৩	৩০/০৯/২০০৬
৩০.	ভিলেজ স্যানিটেশন সেন্টার (VSC)	NGO Forum	১	ফুলঝুড়ি-বরগুনা	০১/০১/২০০৪	৩১/১২/২০১৯

সংগ্রাম'র এযাবৎ সমাপ্ত কর্মসূচি

ক্র.	নাম	দাতা সংস্থা	কর্মী	কর্মএলাকা	শুরু	শেষ
৩১.	স্মল হোল্ডার সাপোর্ট প্রজেক্ট (SHSP)	IDB,DAE	১৬	বামনা	০১/০৭/২০০৪	৩১/১২/৩০০৫
৩২.	Adolescent Innovation Opportunity Project	USCCB	০২	আমতলী	০১/০৫/২০০৫	৩০/০৬/২০১২
৩৩.	সুবিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা	MLAA	০৬	পাথরঘাটা	০১/০১/২০০৬	৩০/১১/২০০৬
৩৪.	Stop Violence Against Women (SVAW)	AAB	০	বামনা	০১/০১/২০০৬	৩১/১২/২০০৬
৩৫.	ব্যাবহারিক শিক্ষা (FE)	CODEC	১	বুড়িরচর-বরগুনা	০১/০৪/২০০৬	৩১/১২/২০০৬
৩৬.	কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি (LEAD)	USCCB	১৬	তালতলী	০১/০৭/২০০৬	৩১/০৩/২০০৮
৩৭.	Disaster Risk Reduction Project (DRR)	Concern	০৯	পাথরঘাটা	০১/০৯/২০০৬	৩১/১০/২০০৯
৩৮.	Preparedness Effective Emergency Response	Concern	০	দুই জেলা	০১/১০/২০০৬	৩০/০৯/২০১০
৩৯.	শিশু সুরক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম	BSAF	০	বরগুনা	০১/০৭/২০০৬	৩০/০৬/২০০৮
৪০.	Monitoring & policy advocacy on livelihood of the Fishing community	COFCON	১	পিরোজপুর জেলা	০১/০১/২০০৭	৩১/১২/২০০৮
৪১.	দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী (VGD)	WFP	১৫	বরগুনা জেলা	০১/১১/২০০৭	৩১/০৩/২০০৯
৪২.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন	Concern	৩৬	৩ টি উপজেলা	১৮/১১/২০০৭	২৮/০২/২০০৯
৪৩.	সিডর-পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ	NGO Forum	-	বরগুনা, পাথরঘাটা	২৩/১১/২০০৭	১৫/১২/২০০৭
৪৪.	সিডর-পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ	HSBC	-	বামনা	২৬/১১/২০০৭	১০/১২/২০০৭
৪৫.	সিডর-পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ	USCCB	-	আমতলী	২৭/১১/২০০৭	১৪/১২/২০০৭
৪৬.	সিডর-পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ	শাপলা নীড়	-	বামনা	২৯/১১/২০০৭	০৯/১২/২০০৭
৪৭.	ISRA on WASH	NGO Forum	১২	পাথরঘাটা	০১/১২/২০০৭	৩০/০৬/২০০৮
৪৮.	ঘর বিতরণ	HSBC	১	বামনা	০৩/০২/২০০৮	৩০/০৪/২০০৮
৪৯.	Cash for Work	Save the Children	১৫	বরগুনা, পাথরঘাটা	০১/০৩/২০০৮	৩১/১২/২০০৮
৫০.	PRIME-২	পিকেএসএফ	৫৭	৪ টি উপজেলা	০১/০৩/২০০৮	৩০/০৫/২০০৮
৫১.	GOB-DANIDA ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	DANIDA	১৩	পাথরঘাটা পৌরসভা	০১/০৩/২০০৮	৩১/১২/২০০৮
৫২.	উপকূলীয় সবুজবেস্টনী প্রকল্প	বন বিভাগ	০	বামনা, পাথরঘাটা	০১/০৫/২০০৮	৩০/১১/২০০৮
৫৩.	Hygien Sanitation and Water Supply (HYSWA)	Danish Embassy	৫০	৩টি জেলা	০১/১০/২০০৯	৩০/০৯/২০১১
৫৪.	Food Security	ACF	২২	বরগুনা, আমতলী	০১/০৩/২০০৯	৩১/১২/২০০৯
৫৫.	Shelter	ACF	১২	বরগুনা, আমতলী	০১/০৩/২০০৯	৩১/১২/২০০৯
৫৬.	Early Recovery Program for SIDR Affected Population at Barguna District	ACF	২২	বরগুনা, আমতলী	০১/০৩/২০০৯	২৮/০২/২০১০
৫৭.	REAL	HKI	২৬	বরগুনা, আমতলী	২০/০৩/২০০৯	২৮/০২/২০১১

সংগ্রাম'র এযাবৎ সমাপ্ত কর্মসূচি

ক্র.	নাম	দাতা সংস্থা	কর্মী	কর্মএলাকা	শুরু	শেষ
৫৮.	দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (VGD)	WFP	৩৭	বরগুনা জেলা	০১/০৪/২০০৯	৩১/০১/২০১১
৫৯.	Education Outloud - Advocacy for Social Accountability (ASA)	গণসাক্ষরতা অভিজান	০	বরগুনা জেলা	০১/০৭/২০১৮	৩১/১২/২০২৩
৬০.	Enhancing Resilience	WFP	১১	পাথরঘাটা	০১/১২/২০১০	৩১/১২/২০১১
৬১.	প্রাইম	পিকেএসএফ	১৩৬	কলাপাড়া, গলাচিপা	০২/১১/২০১০	৩০/০৬/২০১৬
৬২.	Demonstrated Evidence that disaster risks to livestock can be reduced through proper care practices through the position of Goats	ACF	১২	বরগুনা ও তালতলী	১৮/০৭/২০১০	৩১/০৫/২০১১
৬৩.	দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (VGD)	মহিলা অধিদপ্তর	৫	গলাচিপা	০১/০৫/২০১০	৩০/০৪/২০১২
৬৪.	CMDRR (Community Managed Disaster Risk Reduction)	ACF	১২	তালতলী	৩১/০৩/২০১০	২৮/০২/২০১৩
৬৫.	Killa Construction	ACF	৩	বরগুনা ও পটুয়াখালী	০১/১১/২০১০	৩০/০৪/২০১১
৬৬.	পিএইচআরপিবিডি	CDD	৩	কলাপাড়া	০১/০৩/২০১০	৩০/০৬/২০২১
৬৭.	LG Hope Villege	WFP	৮	পাথরঘাটা	০১/০১/২০১১	৩০/০৪/২০১১
৬৮.	দরিদ্র দুগ্ধপোষ্য নারীর জন্য মাতৃত্ব ভাতা	মহিলা অধিদপ্তর	৫	চরফেশন ও মনপুরা	০১/০৩/২০১১	৩১/১২/২০১১
৬৯.	SRSPDS	IRRI/USAID	০	৩টি জেলা	০১/১২/২০১১	৩১/০৩/২০১৩
৭০.	NESDEC	HSBC	২	কলাপাড়া	০১/০৯/২০১১	৩১/০৮/২০১২
৭১.	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা কার্যক্রম	এডাব	০	মাঝের চর, বরগুনা	০১/০৫/২০০২	৩১/১২/২০০২
৭২.	ইউপিপি-উজ্জীবিত	পিকেএসএফ	১৩	৩টি জেলা, ৮ উপজেলা	০১/১১/২০১৩	৩০/০৪/২০১৯
৭৩.	ডিআইডিআরআর	CDD	১	কলাপাড়া	০১/০১/২০১৪	৩১/১২/২০১৬
৭৪.	Adaptation with Alternative Livelihood Opportunity (AALO)	BCCRF/PKSF	৫	বরগুনা সদর	০১/০১/২০১৪	৩১/১২/২০১৬
৭৫.	আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ এবংবাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প	IFAD/PKSF	১১	বরগুনা জেলা	০১/১১/২০১৬	৩১/১২/২০২০
৭৬.	কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প	IFAD/PKSF	৩	পাথরঘাটা	১১/০৩/২০১৮	৩১/১২/২০২০
৭৭.	COVID-১৯ Response Project	Oxfam BD	০	পাথরঘাটা	০১/০৪/২০১৮	৩০/০৫/২০২০
৭৮.	Empowering Local National Humanitarian Actors (ELNHA)	Oxfam BD	০	বরগুনা জেলা	০১/০১/২০১৮	৩০/০৬/২০২১
৭৯.	Cyclone Bulbul Response Project	Oxfam BD	০	পাথরঘাটা	০১/১২/২০১৯	৩১/০১/২০২০
৮০.	Cyclone AMPHAN Recovery through Livelihood Project	Oxfam BD	০	পাথরঘাটা	০১/০১/২০২১	৩১/০৩/২০২১
৮১.	Advocacy for Social Accountability (ASA)	CAMPE	০	বরগুনা	০১/০১/২০২১	৩১/১২/২০২৩
৮২.	প্রটেক্টিং অ্যান্ড এমপাওয়ারিং পারসন্স উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ ইন দ্যা কনটেক্সট অব কোভিড-১৯ প্যানডেমিক	CDD	২	কলাপাড়া	০১/০৭/২০২১	৩০/০৪/২০২২

প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

চৌধূরী মাসুম টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ
হাসপাতাল সড়ক, পাথরঘাটা, বরগুনা

চৌধূরী মাসুম কৃষি ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট
হাতেমপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা

সংগ্রাম হেল্‌থ কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার
হাতেমপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা

হাবিবুর রহমান এতিম খানা ও লিল্লাহ্ বোর্ডিং
পাথরঘাটা, বরগুনা

চৌধূরী ফিরোজা নূরানী বালিকা হেফজখানা ও এতিমখানা
পাথরঘাটা, বরগুনা

সামসুন্নাহার হাফিজিয়া মাদ্রাসা
হাসপাতাল সড়ক, পাথরঘাটা, বরগুনা

এছাড়াও ফিরোজা কম্পিউটার ট্রেনিং ইন্সিটিটিউট, আমেনা জামে মসজিদ, চৌধূরী হাবিবুর রহমান জামে মসজিদ, কুরবান আলী স্মৃতি পাঠাগার, প্রবীন নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম), হাবিবুর রহমান এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, পাথরঘাটা ইউসিসিএ লিঃ এর কল্যান তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন।

সংগ্রাম'র ঋণ কার্যক্রমে নিয়োজিত লোকবলের একাংশ

অধ্যায়
০৫

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

পৃষ্ঠা

৮৫ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি
৯৩ শাখা অফিস-এর তথ্য

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

সদস্য ভর্তি প্রোফাইল প্রস্তুত করছেন মাঠ কর্মকর্তা

ডোনার/পার্টনার

কর্মএলাকা

বরিশাল বিভাগ

সময়সীমা

১৯৮৯ থেকে চলমান

সংগ্রামের নানামূখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে সমিতি গঠন, সঞ্চয় সংগ্রহ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা দেয়া। অসহায়, দুস্থ, সমাজে পিছিয়েপড়া, নিরক্ষর, অসংগঠিত ভূমিহীন নারী ও পুরুষদের সুসংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম ১৯৮৯ সন থেকে সমিতি গঠন, সঞ্চয় আদায় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কর্মএলাকার এলাকার দরিদ্র, বিত্তহীন-ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা দান। সংগ্রাম দরিদ্র, বিত্তহীন-ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে সেলাই, সবজী চাষ, ছাগল পালন, হাঁসমুরগী পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয় প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত করে ঋণ প্রদান করে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও তাদের জীবনে দারিদ্র দূরীকরণে কাজ করছে ।

সমিতি তৈরি করার ক্ষেত্রে বর্তমান কর্মএলাকা: (৩১/১২/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত)

শাখা	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	সদস্য সংখ্যা
৫০	৬	৩১	২১০	৭৮৪	৫৪২৫৪

ঋণ কার্যক্রমে লোকবল : (৩১/১২/২০২৩ ইং পর্যন্ত)

সমন্বয়কারী		এরিয়া ম্যানেজার		ম্যানেজার		হিসাবরক্ষক		মাঠ সংগঠক		সাপোর্ট ষ্টাফ		মোট	
মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ
১	১	০	৭	২	৪৮	৪	৪৬	৪৭	১৩৫	২	২৭	৫৬	২৬৪

সদস্য

সমাজের যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে বিপর্যস্থ ও বিপন্ন তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্মএলাকার উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আগ্রহী নারী ও পুরুষদের ২৫ থেকে ৩০ জনকে সংগঠিত করে সংগঠন বা সমিতি তৈরি করা হয় এবং সক্ষমতাবৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য চেষ্টা করা হয়।

ক্র. নং	ঋণ কার্যক্রম	বছর ভিত্তিক সঞ্চয় আদায় প্রবাহ						
		২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	বুনিয়াদ	১২৫৫৭	১৩২৩৪	১২৭৭৩	১৩১৪৭	১৩৭১৫	১৩৬৬১	১২৮২৬
২	জাগরন	২৬৬৬৫	২৯০১৫	৩০৭৮২	৩০১৩৯	২৮৬১৮	২৯৯৩২	৩২২৫০
৩	অগ্রসর	২৭৮১	৩৯০৪	৪৬৩৫	৫৩৩৭	৬৪৬৩	৮৯৩৫	১১২৭৭
৪	সুফলন	৯৯২	১৩৮৬	১৪৫৩	১৫৭৮	১৬৪২	১২৯৫	১৩৭৭
৫	আইজিএ	১৩৭৭	১৫৪৬	১৬৫৩	১৬১৭	১৬৫১	১৮৭৫	২১৬১
৭	এসিপি(অগ্রসর)							৩৪৬
৮	এমএফসিই(অগ্রসর)							৩৫১
৯	বিশেষ সঞ্চয়	৮৫৭৫	৬২৬৫	৬৭৬৮	৩০৪৩	১৭৮৬	০	০
১০	স্বেচ্ছায় সঞ্চয়							
	মোট:	**৪৪৩৭২**	**৪৯০৮৫**	**৫১২৯৬**	**৫১৮১৮**	**৫২৪৬২**	**৫৪০৪৫**	**৫৪৬৫২**

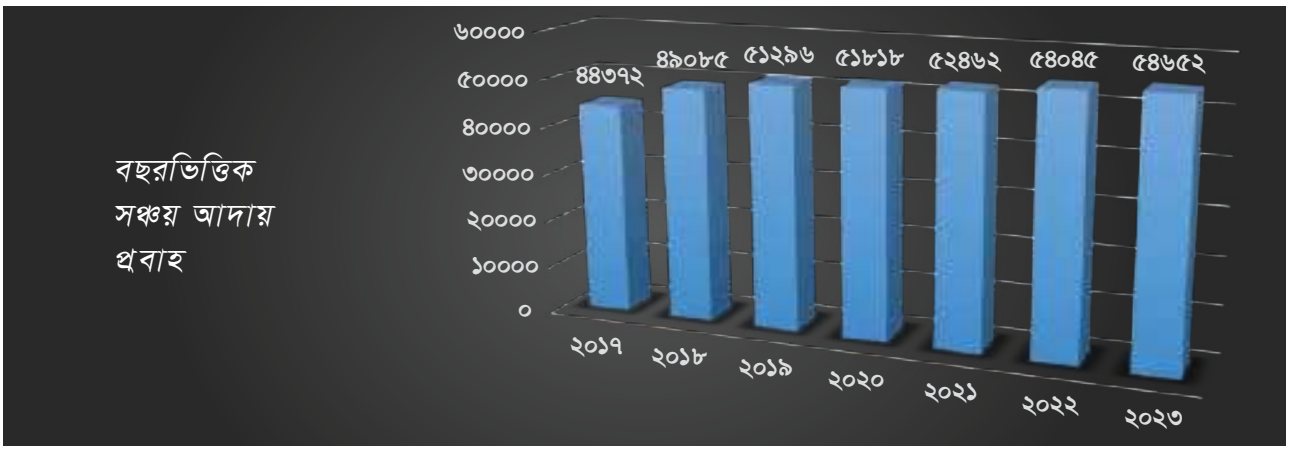

সংগ্রাম'র সদস্য সঞ্চয়

প্রতিটি উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জীবন মান উন্নয়ন। সংগ্রাম যেহেতু দরিদ্র মানুষের সেবায় নিয়োজিত, তাই উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার সময় দরিদ্র মানুষের সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন কাজ হাতে নিতে যত গুলো সীমাবদ্ধতা আছে তার মধ্যে মূলধন হল অন্যতম। অথচ দরিদ্র মানুষের মধ্যে নিজস্ব মূলধন গঠনের প্রবণতা অত্যন্ত কম। এই প্রবণতাকে পরিবর্তন করে নিয়মিত সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা এবং মূলধন গঠনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনই সঞ্চয় কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। সংগ্রাম ১৯৮৯ সন থেকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ শুরু করেছে। নারী সমাজে সঞ্চয় বড় ধরনের একটা বদল এনেছে। সংগ্রামের এমন অনেক সদস্যই আছে যার বর্তমান সঞ্চয় সত্তুর হাজার টাকার উর্ধ্বে। অথচ এর শুরু হয়েছিল

সাপ্তাহিক এক টাকা করে সঞ্চয় জমানোর মাধ্যমে।

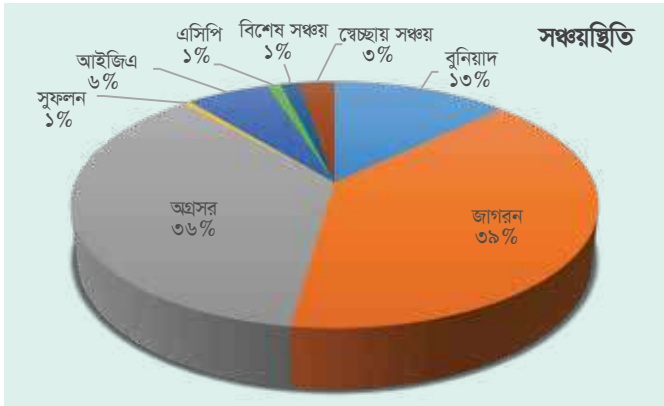

খাতভিত্তিক সঞ্চয় তথ্য: (৩১.১২.২০২৩ খ্রি.পর্যন্ত)

ক্র. নং	অন্তর্ভুক্ত সমিতি			সদস্য			ক্রমপঞ্জিভূত সঞ্চয় আদায়	সঞ্চয় স্থিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
বুনিয়াদ	১২	১৭৭৮	১৭৯০	৪১	১২৭৮৫	১২৮২৬	৩৩৫২২২৮০৪		৪১৫৫৭৮৮৭	৫২৬০৪৯২০
জাগরন	৪০৩	২০৩৫	২৪৩৮	৫৫৯১	২১৩৮৬	২৬৯৭৭	১০৩৮৫৩৫৯০৮	৩৪১০৩৮৯৫	১২৮২৯৫৬০৭	১৬২৩৯৯৫০২
অগ্রসর	৩৯০	১৫৬৭	১৯৫৭	৪৫১৯	৬০৯৫	১০৬১৪	৫২৯৫০৬৩৮৯	৩১৩৬৮৬৫৭	১১৮০০৫৯০০	১৪৯৩৭৪৫৫৭
সুফলন	১০৬	২০৩	৩০৯	৫৩৯	৮৩৯	১৩৭৭	৭৫১৩৬৪৬২	৪৬৫৬৮২.৮	১৭৫১৮৫৪	২২১৭৫৩৭
আইজিএ	৩১	৯৩	১২৪	৪৪৩	১৭১৮	২১৬১	৮৯৫৯০৩০৩	৫২৪০২৭৪	১৯৭১৩৪১৩	২৪৯৫৩৬৮৭
এসিএল	৪১	১৪০	১৮১	১৪৯	৪৫৫	৬০৪	০	০	০	
এলআইএল	১৮	৫৩	৭১	৬৪	১৬৪	২২৮	০	০	০	
এসিপি	৪৮	৮৯	১৩৭	১৭৩	১৭৩	৩৪৬	১৮৯৪১৯৭১	৮১৪২৪০.৬	৩০৬৩০৯৫	৩৮৭৭৩৩৬
এলআরএল	২৯	৪৯	৭৮	৪১	৫৫	৯৬	০	০	০	
বিশেষ সঞ্চয়							৭৫৯৬৯৩৮	১১৭২৮৬২	৪৪১২১৯৪	৫৫৮৫০৫৬
স্বেচ্ছায় সঞ্চয়							২১৪৩৯৬৪৪৭	৫০৯৫৭১৯৪	৪০২৫৬১৮৩	১০৭০১০১১
মোট	**৪৬৯**	**২২২৪**	**২৬৯৩**	**১১৪২৮**	**৪৩২২৪**	**৫৪৬৫২**	**২৩০৮৯২৭২২২**	**৪৫১৯৬৯৭৮৯**	**৩৫৭০৫৬১৩৩**	**৯৪৯১৩৬৫৬**

সঞ্চয়ের ব্যবহার : (৩০/১১/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত)
সংস্থার নিয়মানুযায়ী সঞ্চয়ী আমানত হিসাবের উপর বছরে দুই বার শতকরা ৬ টাকা হারে সরল সূদ প্রদান করা হয়। এ সূদ সদস্যদের মাঝে নগদে প্রদান না করে সরাসরি পাশবহিতে জমা করা হয়। যথাযথ সূদ নির্ণয় করার পর তা সাবসিডিয়ারী লেজার, আদায় বিবরণী, সমিতির পাস বই, সদস্য পাস বই ও জেনারেল লেজারে যথাযথ পোষ্টিং প্রদানের মাধ্যমে যথার্থতা নিশ্চিত বরা হয়।

সঞ্চয়

পুঞ্জিভূত আদায়	সদস্যদের সুদ প্রদান	ফেরৎ	বর্তমান স্থিতি	সঞ্চয়ের ব্যবহার			
				এফডিআর	ঋণে বিনিয়োগ	ব্যাংক জমা	মোট
২৩০৮৯২৭২২২	১০৫৬৪৫৩৯৬	১৮৫৬৯৫৭৪৩৩	৪৫১৯৬৯৭৮৯	২৫০০০০০০	৩৫১২৪৭২১৬	৭৫৭২২৫৭৩	৪৫১৯৬৯৭৮৯

ঋণ কর্মসূচী

গরীব মানুষ পুঁজির স্বল্পতার কারনে দারিদ্রের দুষ্ট চক্রের আবর্তে ঘুরছে। কারণ তাদের পুঁজি কম হওয়ায় বিনিয়োগ কম হয়। বিনিয়োগ কম হলে উৎপাদন ও কম হয়। আর উৎপাদন কম হলে আয় ও কম হয় এবং উক্ত আয় থেকে সঞ্চয় জমা কম হয়। ফলে তার মূলধন ও কমে যায়। গরীব মানুষগণ এই দুষ্ট চক্রের আবর্তে ঘুরতে থাকে। তাদেরকে এই দুষ্ট চক্রের পরিধি থেকে বের করে আনার জন্য ঋণ সহযোগিতা অন্যতম প্রধান উপায় । কারন ঋণ সুবিধা দেয়া হলে তাদের মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে। মূলধন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগ বাড়বে, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধি পাবে এবং সঞ্চয় ও বেশী হবে। উক্ত সঞ্চয় পুনরায় মূলধন হিসাবে রুপান্তরিত হবে। গ্রামীণ এই দরিদ্র শ্রেনীর মানুষের নিকট সহজ শর্তে ঋণ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দলীয় সদস্যদের চাহিদার আলোকে সংগ্রাম গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সংগ্রামের ঋণ কর্মসুচীর আওতায় ১৪ টি ঋণ প্রকল্প রয়েছে। এসকল ঋণ কার্যক্রমের কোনটি সার্ভিস চার্জ বিহীন, কোনটি ১%, ৪%, ৮%, ১০% ও ১২.৫% সার্ভিস চার্জে সদস্যদেরকে প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রমে সাধারণ তথ্য : (৩১/১২/২০২৩ খ্রি.)

ক্র. নং	ঋণ কার্যক্রমের নাম	কর্মযুক্ত শাখা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	ঋণের মেয়াদ	গ্রেস পিরিয়ড	উত্তীর্ণ সপ্তাহ	সাঃ চাঃ হার (ক্রমহ্রাসমান)	বর্তমান স্থিতি	আদায়ের হার
১	বুনিয়াদ	৫০	২১১৫৫৫৭৩০০	১ বছর	১৪ দিন	৪৪	২০%	১৬৮৬৩৫১৭৯	৯৯%
২	জাগরন	৫০	৮৫৪৫২৮৮২৫০	১ বছর	১৪ দিন	৪৬	২৪%	৬০০৯৮৭৭৩৭	৯৯%
৩	অগ্রসর	৫০	৫০২৮৩৮৯০০০	১ বছর	১৪ দিন	৪৬	২৪%	৬৭৪৯৬৪৪৬০	৯৯%
৪	সুফলন	৩২	১০৪৮৭০৫৫০০	৬ মাস	১৪ দিন	২৩	২০%	৩২৬০৬৫৮৭	৯৯%
৫	আইজিএ	৫	৬৩২৩৫৮০০০	১ বছর	১৪ দিন	৪৬	২৪%	৭২০৫৫৪৬৩	৯৯%
৬	এসিএল	৫	১১৫৭৬৬০৬৪	১ বছর	১৪ দিন	৪৬	৮%	৯১৩০২৪৫	৯৯%
৭	এলআইএল	৫	১০৮০৬৫০০	১ বছর	১৪ দিন	৪৬	৮%	১৪৩০৪৭১	৯৯%
৮	এসিপি	৮	১৬৭৩০৪০০০	১ বছর	১৪ দিন	৪৬	২৪%	১৬১৯৬১১৩	৯৯%
৯	এলআরএল	২৭	২৮৪৬৬৪০০	১ বছর	১৪ দিন	৪৬	১৮%	২৫০৫৯৫৬	৯৯%
১০	এল আর পি	১৬	২৯১৮৭২০০	১ বছর	১ মাস	৪৬	৮%	০	১০০%
১১	সাহস	৩০	৫৮৮৫২০০০	৩ বছর	৬ মাস	১৩৮	০%	০	১০০%
১২	রেসকিউ	৩০	২০১৩২৭০০০	৩ বছর	৬ মাস	১৩৮	৪%	০	১০০%
১৩	গৃহায়ন ঋণ	১৫	২৭৬৮০০০০	৩ বছর	৬ মাস	১৩৮	৬%	১১৬৫৯৬৫৫	৯৯%
১৪	এমএফসিই অগ্রসর	৩২	৪৪৩২৫০০০	১ বছর	১৪ দিন		১৮%	২৬০২৩২৪৬	৯৯%
	মোট	**৫০**	**১৮০৫৪০১২২১৪**					**১৬১৬১৯৫১১২**	**৯৯%**

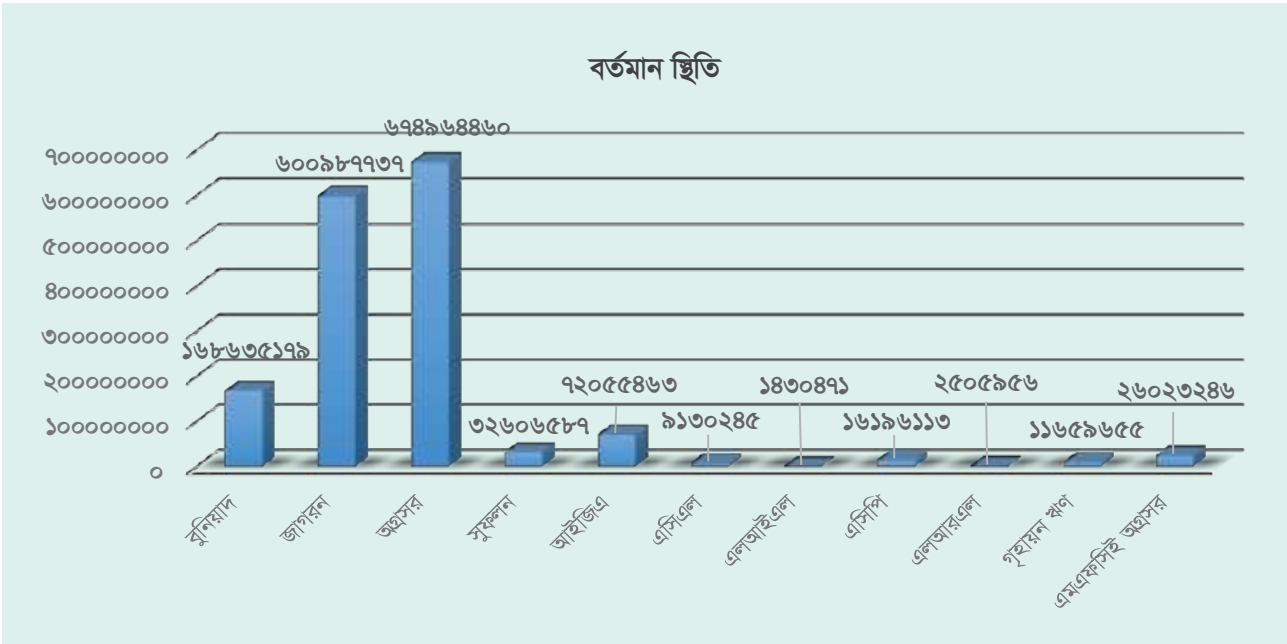

বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ প্রবাহ

ক্র.	ঋণ কার্যক্রম	বছর ভিত্তিক ঋণ বিতরণ প্রবাহ						
		২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	বুনিয়াদ	১৪১৭৯৬০০০	১৭৯১৪৪০০০	১৯৮৮৫৩০০০	১৭৫০৪৯০০০	২৪৪৪৮৫০০০	৩২৭৯৪২০০০	২৯৫৯৮৭০০০
২	জাগরন	৫২২০২৯৫০০	৬৫৬৯৯১০০০	৩৭৬৭৮২০০০	৬৬৬৬০৯০০০	৭৮০৭৮৮০০০	৯৩৯২১৫০০০	১১১৮৭৪২৫৫০
৩	অগ্রসর	১৭৮০৯৫০০০	৩১৩৯৯৮০০০	৩৭৬৭৮২০০০	৩৮৪৫৭০০০০	৪৯৫৭৫০০০০	৮১২২৪৫০০০	১০৮৯৮৭০০০০
৪	সুফলন	১১৯৯৩৮০০০	৪৬৩৭০০০০	৪৫১৫১০০০	৭৪০৯৭০০০	৯৫৭৮৩০০০	৭৫০৬৭০০০	১১৩০৭২০০০
৫	আইজিএ	৫৫২৪৬০০০	৫৭৭৯১০০০	৭০৯৬৩০০০	৫৫৭০১০০০	৭৪৫৪৭০০০	৯০৪৪০০০০	১০৩৩২৮০০০
৬	এসিএল	৪৭৫৩৯০০	৬০৯৯০০০	৭৫১৫০০০	২২০৭৪৬০০	৬৩৫০৭০০	২১০৭৭০০০	১৩৯১১৪৩০
৭	এলআইএল	৬৩৭০০০	৮৪৩০০০	১৩৮৮০০০	৭৯১০০০	১০০৬০০০	৭৫০০০০	১৫০৪০০০
৮	এসিপি	০				০	৭৯৯৬৩০০০	১২১০৪০০০
৯	এলআরএল	০				০	৪৭৬০০০০০	৩৭২৬৫০০০
১৩	গৃহায়ন ঋণ	০				৫০০০০০০	৬৫০০০০০	২৭৬৮০০০০
	মোট	১০২২৪৯৫৪০০	১২৬১২৩৬০০০	১০৭৭৪৩৪০০০	১৩৭৮৮৯১৬০০	১৭০৩৭১১৭২১	২৪০০৭৯৯০০০	২৮১৩৪৬৩৯৮০

বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ প্রবাহ

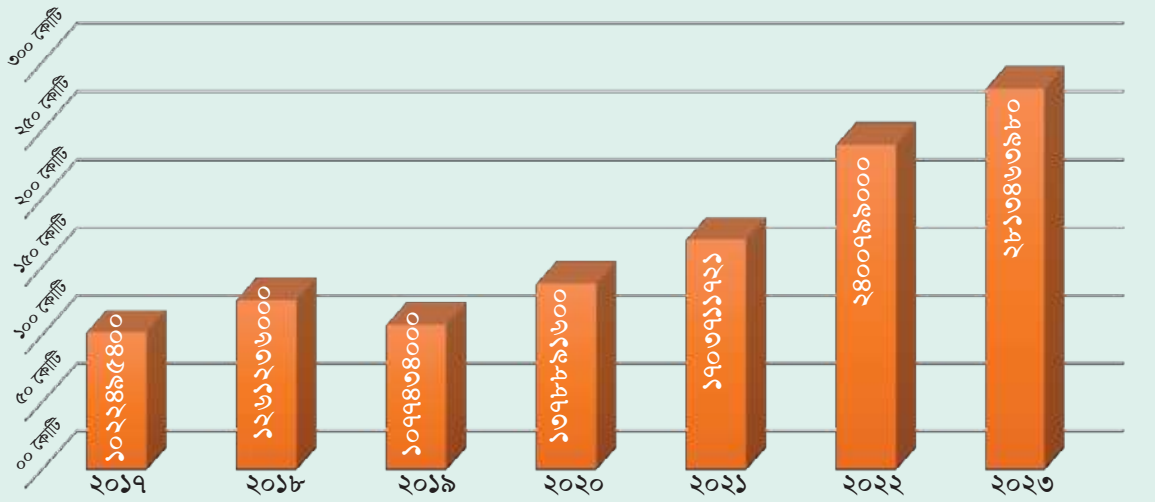

সঞ্চয় জমাকরণ

ক্র.	ঋণ কার্যক্রম	বছরভিত্তিক প্রবাহ						
		২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	বুনিয়াদ	১৯৭৩১২৩২	২৪৮২৭৬৬৫	২৫৭০৭২৭৩	২১১০৭৯৬৫	৩১২৪৫১০১	৩৭২৪৮৩৪৪	৩৫৬৫৩১৩৫
২	জাগরন	৫৭১৫৫০৫৪	৭০৪৫৪৬৬১	৭৯০৫১৬৩৩	৬৭৫৫০৮৩৩	৬৯২৮১৯৫০	৮১৭৯৬৭০৪	১২৭০৭৬৯৫৪
৩	অগ্রসর	১৪২২৮৩০০	২৫৯৮৫১৫৯	২৯৪৯৫৭৯১	২৯২৪৭২২৪	৩৮৬৯০৯৬৪	৬৮০৪০৩৯৯	১০৭৭৯৪৪১৯
৪	সুফলন	৭৪৪৭২৮১	২৬৯১৭৯১	২৮০৭৬৪০	৫৪৬২০২১	৬২৮৭৪০১	৫২০৯৮৯৪	৫৯০১৫২৬
৫	আইজিএ	৫৮০০৩০৩	৫৯৬৬৮৩৪	৭৫২৫৬৯৯	৬১৬৬৪৩৫	৭৬৪৯৫৫৬	৮৫৯০৫৩১	১৬৩৬৬৭৭৫
৭	এসিপি(অগ্রসর)					৩৭৬৮৬২৯	৮৮৬৯১৩৯	৩০৯৬৯৮৬
৯	বিশেষ সঞ্চয়	২৩১২৮৭৭৮	১৫৯৬৪২০৪	১১৫২০০৩৬	৮৩২৯৫৭৩	৬৯১৯৬৩৪	৭২০০৪২৩	৩৬৫৮৭৬২
১০	স্বেচ্ছায় সঞ্চয়				৬২০৭০৩১	২৩৫২৯৯৮১	৩০৯০৬৫২৩	৪৮৫৪৪৭৮৪
	মোট:	১২৭৪৯০৯৪৮	১৪৫৮৯০৩১৪	১৫৬১০৮০৭২	১৪৪০৭১০৮২	১৮৭৩৭৩২১৬	২৪৭৮৬১৯৫৭	৩৪৮০৯৩৩৪১

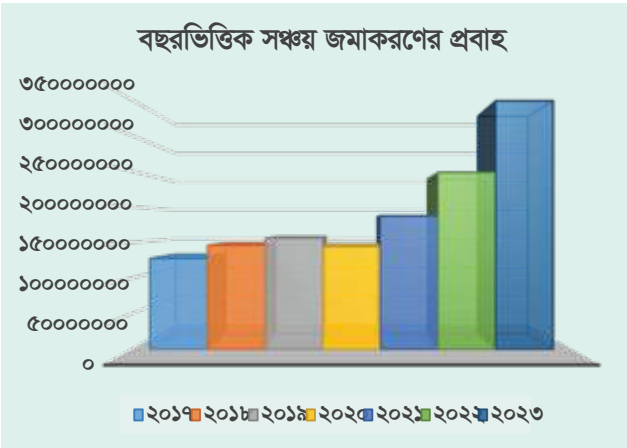

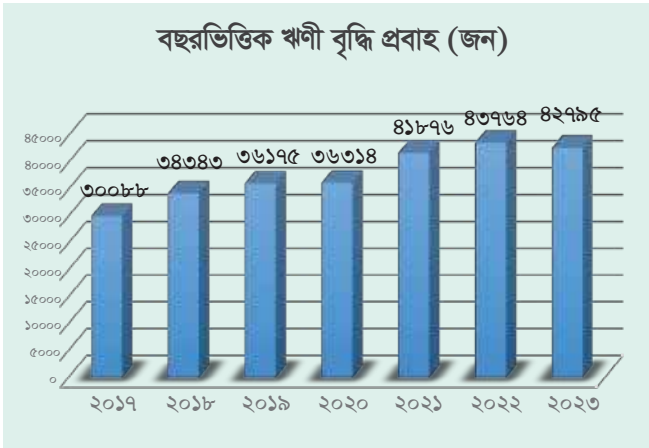

ঋণস্থিতি তথ্য

ক্র.	ঋণ কার্যক্রম	বছরভিত্তিক ঋণস্থিতি বৃদ্ধি প্রবাহ						
		২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	বুনিয়াদ	৭৫৯৯৮৭২৮	৯২৮৬০৪৯৬	১০২০৭৬৯৬২	১১০৭৫৫৬২২	১৪৮৭২০৮৪৯	১৮২৯৫৩৩৪২	১৬৮৬৩৫১৭৯
২	জাগরন	২৯৪৯০৫৭৪৪	৩৫৪৩৪৯০৭১	৪২৮৯৪৬১৫২	৪৫৬১৩৯৩৫২	৪০৬২৬৯৮৪৬	৫৬৭৭৫৮০৮১	৬০০৫৮৭৭৩৮
৩	অগ্রসর	১০৯২৫১৮৯০	১৭৮৯২৯৬৭৭	২১৫৮৩৪৫১৩	২৭০৩৮৩৭৬৪	৩০২৮৫৫১৮০	৫১৭৪৪৩৭৯৯	৬৭৪৯৬৪৪৬০
৪	সুফলন	২৮৩৫৪২৮৪	১৮৯৮০৯২০	৭৪২৩৮০৩	৩৫৩৮০৯৩৭	৩৮৯৬১৮৬৬	২৮৫৮৩৬১১	৩২৮০৬৫৮৭
৫	আইজিএ	৩৩২০৯১৮১	৩৬২৯৮৫২৫	৪৪২১১৮২৭	৪২৭৯১৭১০	৫১৪১২৭২৪	৫৮৭২০৫৫০	৭২০৫৫৪৬৩
৬	এসিএল	৪২১২৯৫০	৩৯৮৮৪৩৩	৪৬২৮৯৯১	৯৪৮০৯৮২	৫২৩৮৫৫৪	১৬৩২৬৭৭৮	৯১৩০২৪৫
৭	এলআইএল	২৪৬১২৪	২৯৩৯৯৭	৫৭৩৩৯৪	৩৯৩৩৫৯	৫২৬৩৩৬	৩৩৯৭৩৭	১৪৩০৪৭১
৮	এসিপি					৩৩০৭৬৯১৬	৪৩৮৮৬১১১	১৬৩৯৬১১৩
৯	এলআরএল					২০০৬০৭১১	২১৩০৪৭৬৭	২৫০৫৯৫৬
১০	এল আর পি	১১৬৫২৬৬	৯৮৫৯৫৮	৮৩১২১০	৭৩৭৫৯৬	৭১৩৮৯৩	৬৬১৫১৮	
১১	সাহস	২৪১৫১০১	১৯৩৪১০৯	১৫৭৬৩০১	১৩৮৮৩৫২	১৩৪৯৫১০	১২৪৯৪৮৩	
১২	রেসকিউ	৭০১৪২৯৪	৫০৫৯১২৫	৩৯৫৯৫৭৪	৩৩৮৭৬৮৭	৩২০১২০৩	২৯৬২৭৫৪	
১৩	গৃহায়ন ঋণ							১১৬৫৯৬৫৫
১৪	এমএফসিই অগ্রসর							২৬০২৩২৪৫
	মোট	৫৫৬৭৭৩৫৬২	৬৯৩৬৮০৩১১	৮১০০৬২৭২৭	৯৩০৮৩৯৩৬১	১০১২৩৮৭৫৮৮	১৪৪২১৯০৫৩১	১৬১৬১৯৫১১২

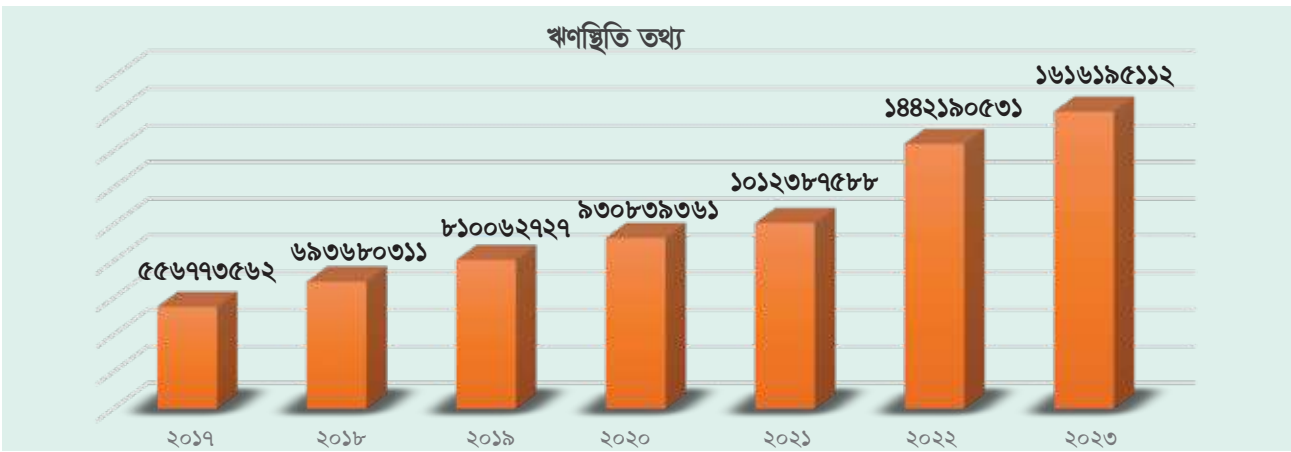

শেষ কথা

অনেক উদ্যোক্তা আছে যাদের সামান্য একটু মূলধন হলেই তারা উৎপাদনমুখী ব্যাবসায় নামতে পারে। নতুন নতুন অনেক আইডিয়া নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতে পারে। এরকম উদ্যোক্তাকে মূলধন সহায়তা দেয় সংগ্রাম। ফলে তারা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে পরিমাণ সক্ষমতা থাকলে ঐ দরিদ্র মানুষকে তার বিদ্যমান অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে উপরের অবস্থানে নিয়ে আসা যায়। সেই পরিমাণ সক্ষমতা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে নেই। পারিবারিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নেতিবাচক সূচক প্রতিনিয়ত এমনভাবে দারিদ্রকে ঘিরে থাকে যে, যথেষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের পরও দেখা যায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে খুব কম পথই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। এসব কারনে দারিদ্র্য বিমোচনের সফলতা সাধারণ দৃষ্টিতে কম মনে হলেও প্রকৃত অর্থে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের অবদান মোটেই কম নয়। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয়িত অর্থ হাত বদল হয়ে সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে এবং অপরদিকে বিভিন্ন প্রকার সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংগ্রাম মনে করছে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

জাগরণ ঋণের সদস্য
ঘরের আঙিনায় বছরব্যাপী সবজী চাষি

শাখা অফিস-এর তথ্য

ক্র.নং	শাখার নাম	জেলা	ঠিকানা	মোবাইল
১	পাথরঘাটা	বরগুনা	হাসপাতাল সড়ক, পাথরঘাটা, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২১
২	বামনা	বরগুনা	কলেজ রোড (বটতলা), বামনা, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২২
৩	বরগুনা	বরগুনা	শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা সদর, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২৩
৪	পরীরখাল	বরগুনা	নিশানবাড়িয়া রোড, পরীরখাল, বরগুনা সদর, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২৪
৫	আমতলী	বরগুনা	আমতলী ফায়ার সার্ভিসের পশ্চিম পাশে, আমতলী, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২৫
৬	কাকচিড়া	বরগুনা	লেমুয়া রোড, রায়হানপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২৬
৭	ডৌয়াতলা	বরগুনা	রামনা রোড, ডৌয়াতলা, বামনা, বরগুনা	৮৮০১৭২০৫১০৬০৫
৮	খলিশাখালী	বরগুনা	চান্দখালী বাজার, চান্দখালী, বেতাগী, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৯৬৩৩
৯	তালতলী	বরগুনা	নয়াপাড়া, মালিপাড়া রোড, তালতলী, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩০
১০	গাজীপুর	বরগুনা	বাধঘাট, গাজীপুর, আমতলী, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩৬
১১	বেতাগী	বরগুনা	কলেজ রোড, বেতাগী, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩৭
১২	কড়ইবাড়িয়া	বরগুনা	কড়ইবাড়িয়া, তালতলী, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৪০
১৩	কদমতলা	বরগুনা	খেজুরতলা রোড, কদমতলা, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৪১
১৪	ফুলঝুড়ি	বরগুনা	বরগুনা-বেতাগী রোড, ফুলঝুড়ি, বরগুনা সদর, বরগুনা	৮৮০১৭২০৫১০৬৫৭
১৫	লাউপাড়া	বরগুনা	বাজার রোড, লাউপাড়া, তালতলী, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৪৪
১৬	নলটোনা	বরগুনা	গর্জন বুনিয়া, বরগুনা সদর, বরগুনা	৮৮০১৭৩৩৩৪৭৯৩৪
১৭	কাঠালতলী	বরগুনা	কাঠালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৪৮
১৮	হাতেমপুর	বরগুনা	নিজলাঠিমারা, হাতেমপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৪৯
১৯	হাড়িটানা	বরগুনা	পদ্মা রোড, হাড়িটানা, পাথরঘাটা, বরগুনা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫৫
২০	গলাচিপা	পটুয়াখালী	বনানী রোড, গলাচিপা, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩২
২১	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩৩
২২	সুবিদখালী	পটুয়াখালী	সুবিদখালী, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩৮
২৩	দশমিনা	পটুয়াখালী	দশমিনা সদর রোড, দশমিনা, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩৯
২৪	কলাপাড়া	পটুয়াখালী	নাচনাপাড়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৪৬
২৫	চিকনিকান্দি	পটুয়াখালী	সুতাবাড়িয়া, গলাচিপা, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫০

শাখা অফিস-এর তথ্য

ক্র.নং	শাখার নাম	জেলা	ঠিকানা	মোবাইল
২৬	তারিকাটা	পটুয়াখালী	তারিকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখলী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫২
২৭	বাউফল	পটুয়াখালী	বাউফল পৌরসভা, বাউফল, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫৪
২৮	কুয়াকাটা	পটুয়াখালী	আলীপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫৬
২৯	গছানীবাজার	পটুয়াখালী	গছানি বাজার রোড, দশমিনা, পটুয়াখালী	৮৮০১৭৩৩৩৪৭৯৪৪
৩০	বড়গোপালদী	পটুয়াখালী	বড়গোপালদী বাজার, দশমিনা, পটুয়াখালী।	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৬৩
৩১	দুমকি	পটুয়াখালী	আংগারিয়া, দুমকী, পটুয়াখালী	৮৮০১৩১৮২৫১৩১৬
৩২	চরফ্যাশন	ভোলা	ধুলু খান সড়ক, চরফ্যাশন, ভোলা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৩৫
৩৩	বোরহান উদ্দীন	ভোলা	খেয়াঘাট রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা	৮৮০১৭২০৫১০৬৯৭
৩৪	ভোলা সদর	ভোলা	কালিবাড়ী রোড, ভোলা সদর, ভোলা	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৪৫
৩৫	দৌলতখান	ভোলা	বাংলাবাজার, ডৌলতখান, ভোলা	৮৮০১৩১৮২৫১৩১৫
৩৬	তজুমুদ্দিন	ভোলা	কুঞ্জের হাট, বোরহানউদ্দিন, ভোলা	৮৮০১৩১৮২৫১৩১১
৩৭	লালমোহন	ভোলা	নাঙ্গলখালী স্টেডিয়াম রোড, লোলমোহন, ভোলা	৮৮০১৩১৮২৫১৩১২
৩৮	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর	৮৮০১৭২০৫১০৬০৯
৩৯	পিরোজপুর	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৬০
৪০	সাফা বাজার	পিরোজপুর	কলেজ রোড, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৬১
৪১	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর	কলেজ রোড, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫৩
৪২	কাউখালী	পিরোজপুর	কলেজ রোড, আশপত্তি, কাউখালী, পিরোজপুর	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৬৪
৪৩	নেছারাবাদ	পিরোজপুর	সরুপকাঠী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫৯
৪৪	কাঠালিয়া	ঝালকাঠী	কাঠালিয়া, ঝালকাঠি	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২৮
৪৫	নলছিটি	ঝালকাঠী	মাল্লিকপুর, নলসিটি, ঝালকাঠি	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫১
৪৬	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী	কৃষ্ণ কাঠি, ঝালকাঠি সদর	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫৮
৪৭	রাজাপুর	ঝালকাঠী	মেডিক্যাল মোড়, রাজাপুর, ঝালকাঠি	৮৮০১৩১৮২৫১৩১৪
৪৮	পাদ্রিশীবপুর	বরিশাল	পাদ্রিশিবপুর, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল	৮৮০১৭২০৫১০৬৯৯
৪৯	বরিশাল	বরিশাল	হাতেম আলী চৌমাথা, বরিশাল সদর, বরিশাল	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭৫৭
৫০	বানারীপাড়া	বরিশাল	মুসলিমপাড়া, বানারীপাড়া, বরিশাল	৮৮০১৭০৯৯৫৩৭২০

চিনে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলনে
ব্র্যাক'র প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ এবং
সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম

সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত 'মুজিব কর্নার' পরিদর্শন করছেন বরগুনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা।

অধ্যায়
০৬

অন্যান্য

পৃষ্ঠা

৯৭ প্রকাশনা
৯৮ সিটিজেন চার্টার
১০০ নিরীক্ষা প্রতিবেদন
১০৭ প্রধান কার্যালয়ের জনবল

প্রকাশনা

সংস্থার তথ্য উপস্থাপনের প্রধান মাধ্যম প্রকাশনা। দাতা সংস্থা, বন্ধু সংস্থা, সরকারি কর্মকর্তা, স্টেকহোল্ডার, কর্মএলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, শুভাকাঙ্ক্ষী, কর্মী ও সদস্যদের মাঝে সংগ্রাম'র সকল কর্মসূচির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা সৃষ্টি ও বিতরণ করে।

সংগ্রাম'র তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করে প্রিন্টিং প্রকাশনা হিসেবে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন, ব্রুশিয়র, স্টিকার লিফলেট ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণ করে। নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে দ্বিমাসিক সংগ্রাম বার্তা একটি মুখপত্র প্রকাশ করা হয়। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের নিউজসমূহ তুলে ধরা হয়।

ইস্যুভিত্তিক প্রকাশনা হিসেবে সংস্থার কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা যেমন: সংগ্রামের ২৫ বছর, Adapting to Salinity, সমৃদ্ধি-সমৃদ্ধ পরিবার সমৃদ্ধ দেশ, আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল ও বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি চাষের সহায়িকা, সবজি চাষে আয়-ব্যয় তথ্য সংরক্ষণ-বই, মুগডাল চাষে আয়-ব্যয় তথ্য সংরক্ষণ বই, আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষের সহায়িকা, ছাগল পালন নির্দেশিকা, শত সদস্যের উন্নতির কথা, টেকসই উন্নয়ন, উদ্যোক্তাদের সাফল্যগাথা, উপকূলের কৃষি ইত্যাদি প্রকাশনা সংগ্রাম প্রকাশ করেছে।

জনমানুষের কাছে সার্বক্ষণিক তথ্য, উপাত্ত, বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম ডিজিটাল প্রকাশনা হিসেবে ইউটিউব ও ওয়েবসাইট, উদ্যোক্তাদের জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ পরিচালনা করে।

এর ফলে সংগ্রাম'র খবরাখবর শুভাকাঙ্ক্ষী, অংশীজন, স্টাফ ও সাধারণ মানুষ জানতে পারে। সংগ্রাম তাই জনমানুষের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য ও তথ্যনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সিটিজেন চার্টার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

রূপকল্প (Vision)

উপকূলীয় অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সংগঠন তৈরি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সুবিধা বঞ্চিতদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা, ঋণ সহযোগিতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে ইতিবাচক উন্নয়নমূলক সমাজ বিনির্মাণ।

নাগরিক সেবা

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সংগ্রাম কর্তৃক প্রদেয় সেবা সম্পর্কে তথ্য জানা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে	সংগ্রাম, প্রধান কার্যালয়, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা।	বিনামূল্যে	চাহিবা মাত্র (অফিস চলাকালীন)	চৌধুরী মোহাম্মাদ মঈন উপ-নির্বাহী পরিচালক মোবাইল : ০১৭৯৫৭১১১১০ E-mail : cmmoin@gmail.com

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সংগ্রাম কর্তৃক প্রদেয় ঋণ সুবিধা	ঋণ প্রকল্পের কর্মএলাকার অভিষ্ট জনগোষ্ঠি প্রকল্পের নীতিমালার আলোকে সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	সংগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত ৫০ শাখা কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে। নীতিমালা অনুযায়ী	ঋণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে সময়সীমা নির্ভর করবে।	মো. হুমায়ুন কবির, পরিচালক (ঋণ) মোবাইল: ০১৭২০৫১০৬৮৪ sangramkabir@gmail.com
২.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়, হাসপাতাল সড়ক, পাথরঘাটা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অত্র কার্যালয় থেকে গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে	প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী দাতাসংস্থা কর্তৃক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	মো. মাসউদ সিকদার, সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি মোবাইল : ০১৭২০-৫১০৭০০ masud.sangram@gmail.com
৩.	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কর্তৃক প্রদেয় সুবিধা	সমৃদ্ধি কর্মসূচির নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর জন্য এই প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়, পাথরঘাটা এবং ডৌয়াতলা শাখা কার্যালয়, বামনা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অত্র কার্যালয় থেকে গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে	প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী দাতাসংস্থা কর্তৃক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	মো. মাসউদ সিকদার, সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি মোবাইল : ০১৭২০-৫১০৭০০ masud.sangram@gmail.com
৪.	গৃহায়ন প্রকল্প	গৃহায়ন প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে	প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী দাতাসংস্থা কর্তৃক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	মো. হুমায়ুন কবির পরিচালক (ঋণ) মোবাইল: ০১৭২০-৫১০৬৮৪ sangramkabir@gmail.com
৫.	কৈশোর কর্মসূচি	কৈশোর কর্মসূচির নিয়মানুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	সংগ্রাম প্রধান কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে	প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী দাতাসংস্থা কর্তৃক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	মো. মিজানুর রহমান প্রোগ্রাম অফিসার মোবাইল : ০১৭১৯-৮৩৫১১৩ mrahman5113@gmail.com
৬.	এসইপি-শুটকি প্রজেক্ট	প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	সংগ্রাম প্রধান কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে	প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী দাতাসংস্থা কর্তৃক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	মো. ইউসুফ পরিচালক (প্রোগ্রাম) মোবাইল : ০১৭১২-৯৭২৫৮৯
৭.	বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা	প্রকল্প/সংগ্রাম'র বিধিমালা অনুযায়ী।	আয়োজনের স্থান ও সময় অনুযায়ী যোগাযোগ সাপেক্ষে।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	মো. হুমায়ুন কবির, পরিচালক (ঋণ) মোবাইল: ০১৭২০-৫১০৬৮৪ মো. মাসউদ সিকদার, মোবাইল : ০১৭২০-৫১০৭০০
৮.	সংগ্রাম শিক্ষা বৃত্তি	প্রকল্প/সংগ্রাম'র বিধিমালা অনুযায়ী।	সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে	প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী দাতাসংস্থা ও সংগ্রাম কর্তৃক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	মো. হুমায়ুন কবির, পরিচালক (ঋণ) মোবাইল: ০১৭২০-৫১০৬৮৪ মো. মাসউদ সিকদার মোবাইল : ০১৭২০-৫১০৭০০
৯.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরামর্শ ও সহায়তা	দাতা সংস্থা ও সংগ্রাম'র নিয়ম অনুযায়ী।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/শাখা কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করা যাবে।	বিনামূল্যে	প্রকল্পের নিয়মানুযায়ী দাতাসংস্থা ও সংগ্রাম কর্তৃক সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	মো. মাসউদ সিকদার পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোবাইল : ০১৭২০-৫১০৭০০ masud.sangram@gmail.com

অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে ঋণ সুবিধা প্রদান	সংগ্রামে চাকুরিরতদের জন্য প্রযোজ্য। কর্মী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী।	সংগ্রাম, প্রধান কার্যালয়, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা। অত্র সংস্থার হিসাব দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে।	পলিসি অনুযায়ী	প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে।	রেশমাতুজ্জামান, পরিচালক (অর্থ) মোবাইল : ০১৭১৫৬৪৬১৮৫ res.sangram@yahoo.com
২.	প্রভিডেন্ট ফান্ড	সংগ্রামে চাকুরিরতদের জন্য প্রযোজ্য। চাকুরি বিধিমালায় বর্ণিত বিধি/ উপবিধি অনুযায়ী।	সংগ্রাম, প্রধান কার্যালয়, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা। অত্র সংস্থার হিসাব দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে।	পলিসি অনুযায়ী	চাকুরি থেকে অব্যাহতি গ্রহণ সাপেক্ষে।	রেশমাতুজ্জামান, পরিচালক (অর্থ) মোবাইল : ০১৭১৫৬৪৬১৮৫ res.sangram@yahoo.com
৩.	ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত লোকবলদের আবাসন সুবিধা প্রাপ্তি	সংগ্রামের মূলধারার (ঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত) লোকবল যারা শাখা পর্যায়ে অবস্থান করে তারা এই সুবিধা সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত হবেন।	সংগ্রামের সকল ঋণ শাখা।	বিনামূল্যে	চাকুরিতে অবস্থানরত সময়ে।	মো. হুমায়ুন কবির, পরিচালক (ঋণ) মোবাইল : ০১৭২০৫১০৬৮৪ sangramkabir@gmail.com
৪.	মধ্যাহ্নভোজ সুবিধা	সংগ্রামের মূলধারার (ঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত) লোকবল এই সুবিধা সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত হবেন।	সংগ্রামের প্রধান কার্যালয় ও সকল ঋণ শাখা।	বিনামূল্যে	চাকুরিতে অবস্থানরত সময়ে।	রেশমাতুজ্জামান, পরিচালক (অর্থ) মোবাইল : ০১৭১৫৬৪৬১৮৫ res.sangram@yahoo.com
৫.	বৈবাহিক ছুটি	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সাপেক্ষে	শাখা অফিস	বিনামূল্যে	৭ দিন	সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার/ সংশ্লিষ্ট লাইন ম্যানেজার
৬.	মাতৃত্বকালীন ছুটি (স্বেবেতনে ৩ মাস প্রয়োজনে অবৈতনিক ৩ মাস)	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সাপেক্ষে	(১) ডাক্তারের সার্টিফিকেট (২) তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন	পলিসি অনুযায়ী	৯০ দিবস	চৌধূরী মোঃ মুনীর, নির্বাহী পরিচালক মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৪৭৯৯৯ E-mail: chowmunir@gmail.com
৭.	পিতৃত্বকালীন ছুটি	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সাপেক্ষে	(১) ডাক্তারের সার্টিফিকেট (২) তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন	চৌধূরী মোঃ মুনীর, নির্বাহী পরিচালক মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৪৭৯৯৯ E-mail: chowmunir@gmail.com
৮.	চিকিৎসা সুবিধা	আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন	(১) ডাক্তারের সার্টিফিকেট (২) তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন	পলিসি অনুযায়ী	অসুস্থতা বিবেচনা সাপেক্ষে	চৌধূরী মোঃ মুনীর, নির্বাহী পরিচালক মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৪৭৯৯৯ E-mail: chowmunir@gmail.com
৯.	আবাসন সুবিধা	প্রয়োজন সাপেক্ষে	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	নির্ধারিত অর্থ প্রদান সাপেক্ষে	চাকুরিকালীন	মো. মাসউদ সিকদার, পরিচালক, প্রশিক্ষণ মোবাইল : ০১৭২০-৫১০৭০০
১০.	মটরসাইকেল /বাইসইকেল ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন	আবেদনপত্র	পলিসি অনুযায়ী	৭ কার্যদিবস	চৌধূরী মোঃ মুনীর, নির্বাহী পরিচালক মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৪৭৯৯৯ E-mail: chowmunir@gmail.com
১১.	প্রশিক্ষণ	সংস্থা কর্তৃক মনোনয়ন সাপেক্ষে	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	মো. মাসউদ সিকদার, পরিচালক, প্রশিক্ষণ মোবাইল : ০১৭২০-৫১০৭০০ E-mail: masud.sangram@gmail.com

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

ক্র.নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার সাথে লিখিত অথবা মোবাইলে যোগাযোগ করবেন।	মোহাম্মদ ইউসুফ, পরিচালক (কর্মসূচি) মোবাইল: ০১৭১২-৯৭২৪৮৯ ই-মেইল: yousufdubot@gmail.com	সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবস।
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তার সাথে নথি সন্নিবেশিত করে লিখিতভাবে যোগাযোগ করবেন।	চৌধূরী মোহাম্মদ মঈন, উপ-নির্বাহী পরিচালক মোবাইল: ০১৭৯৫৭১১১১০ ই-মেইল: cmmoin@gmail.com	সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবস।
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	সংগ্রাম অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বোর্ডে অমীমাংসিত বিষয়াবলি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিধিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তির জন্য চলে আসবে।	চৌধূরী মোঃ মুনীর, নির্বাহী পরিচালক মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৪৭৯৯৯ ই-মেইল: sangramngo@yahoo.com	সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবস।

আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	মোবাইল নম্বর সহকারে পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমা প্রদান
২	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৩	প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সহকারে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকা

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

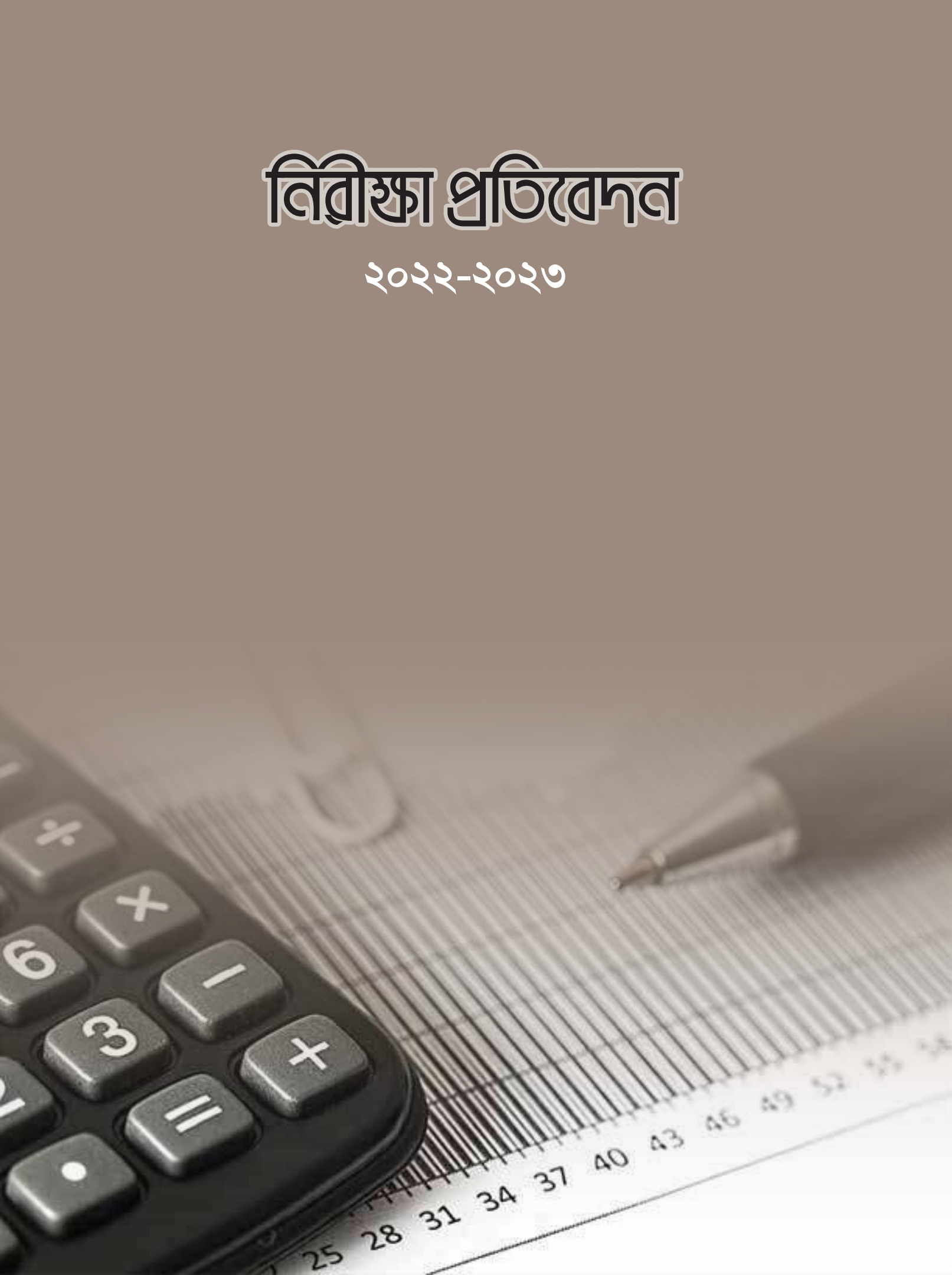

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE MEMBERS OF THE GOVERNING BODY
OF
SANGRAM (SANGATHITA GRAMAUNNAON KARMASUCHEE)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the Consolidated Financial Statements of SANGRAM (Sangathita Gramaunnaon Karmasuchee), which comprise the Consolidated statement of financial position as at June 30, 2023, and the Statement of Comprehensive Income, Statement of Receipts and Payments, Statement of Changes in Capital Fund and Statement of Cash Flows for the year then ended June 30, 2023, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the organization as at June 30, 2023, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended June 30, 2023 in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations including MRA guidelines.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Organization in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with ethical requirement that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation of Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in accordance with IFRSs and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of Consolidated Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Organizations ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Organizations financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

Eastern Commercial Complex, 73 Kakrail, 7th floor, Chamber # 704 # 705, Dhaka-1000
Tel: 88 0222222983, 022222274221 | Cell: 01711-535332, 01919-535332, 01511-535332
E mail: mhabib7374@gmail.com | Web: www.habibsarwar.com

Member of , Affilica International Affiliates worldwide

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Organizations internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Organizations ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof.

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law and MRA Act & Rule have been kept by SANGRAM (Sangathita Gramaunnaon Karmasuchee) so far as it appeared from our examination of those books, and

c) In our opinion, the statement of financial position and the statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts.

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: N/A
Signed By:

Date: September 25, 2023

Md Ashraf Hossain Mondal FCA
Partner
Enrolment No. - 0537
DVC: 2309250537AS722585

Eastern Commercial Complex, 73 Kakrail, 7th floor, Chamber # 704 # 705, Dhaka-1000
Tel: 88 0222222983, 022222274221 | Cell: 01711-535332, 01919-535332, 01511-535332
E mail: mhabib7374@gmail.com | Web: www.habibsarwar.com

Member of , Affilica International Affiliates worldwide

SANGRAM (Sangathita Gramunnyan Karmasuchi)
Consolidated Statement of Financial Position
As at June 30, 2023

PARTICULARS	NOTE	AMOUNT (IN TAKA)			
		PKSF	Project	30.06.2023	30.06.2022
Assets					
Non Current Assets		122,057,575	1,110,501	123,168,076	74,822,617
Fixed Assets	6.00	21,483,304	1,110,501	22,593,805	23,322,617
Investments	7.00	100,574,271	-	100,574,271	51,500,000
Current Assets		**1,688,931,776**	**-**	**1,688,931,776**	**1,462,097,095**
Loan to beneficiaries	8.00	1,678,115,552	-	1,678,115,552	1,442,190,531
Staff Loan	9.00	1,670,100	-	1,670,100	1,462,400
Advance, Deposits & Prepayments	10.00	704,930	-	704,930	870,830
Staff Misappropriation	11.00	1,306,320	-	1,306,320	1,476,971
Accounts Receivable	12.00	7,134,874	-	7,134,874	9,592,069
Mobile Stock	13.00	-	-	-	-
Loan Outstanding	14.00	-	-	-	6,504,294
Cash and Cash Equivalents		**145,933,815**	**4,585,107**	**150,518,922**	**38,234,349**
Cash in Hand	15.00	3,395,444	11,502	3,406,946	1,412,083
Cash at Bank	16.00	142,538,371	4,573,605	147,111,976	36,822,266
Total Current Assets		**1,834,865,591**	**4,585,107**	**1,839,450,698**	**1,500,331,444**
Total Assets		**1,956,923,166**	**5,695,608**	**1,962,618,774**	**1,575,154,061**
Capital Fund And Liabilities		217,910,278	1,823,934	219,734,212	160,014,743
Capital Fund	17.00	217,910,278	1,823,934	219,734,212	160,014,743
Non Current Liabilities		**689,354,744**	**-**	**689,354,744**	**577,099,979**
Loan from PKSF	18.00	689,354,744	-	689,354,744	577,099,979
Current Liabilities					
Members Savings Deposit	19.00	423,888,257	-	423,888,257	375,765,306
Bank Loan (Bangladesh Bank)	20.00	15,600,000	-	15,600,000	6,500,000
Savings Collection	21.00	-	-	-	166,480
Insurance Welfare Fund	22.00	66,765,668	-	66,765,668	51,746,466
Accounts Payable	23.00	1,584,878	3,871,674	5,456,552	4,339,437
Staff Security Fund	24.00	3,128,064	-	3,128,064	2,568,675
NRBC Bank Loan Jagoron	25.00	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000
NRBC Bank Loan Agrosor	26.00	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000
SEBL Bank Loan Agriculture	27.00	39,907,905	-	39,907,905	-
Premier Bank Loan	28.00	45,560,467	-	45,560,467	32,171,670
Trust Bank Loan	29.00	80,000,000	-	80,000,000	-
Loan from Prvident Fund	30.00	55,000,000	-	55,000,000	50,000,000
PKSF Education Stipen	31.00	480,000	-	480,000	-
Loan Loss Provision Fund	32.00	77,742,905	-	77,742,905	74,781,305
Total Current Liabilities		**1,049,658,144**	**3,871,674**	**1,053,529,818**	**838,039,339**
Total Fund and Liabilities		**1,956,923,166**	**5,695,608**	**1,962,618,774**	**1,575,154,061**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

DIRECTOR (FINANCE)

EXECUTIVE DIRECTOR

Signed as per report of even date

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: N/A
Signed By:

Dated: September 25, 2023

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. ★ Chartered Accountants ★ Dhaka

Md Ashraf Hossain Mondal FCA
Partner
Enrolment No: 0537
DVC: 2309250537AS722585

SANGRAM (Sangathita Gramunnyan Karmasuchi)
Consolidated Statement of Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2023

PARTICULARS	NOTE	AMOUNT (IN TAKA)			
		PKSF	Project	30.06.2023	30.06.2022
Income					
Service Charge	30.00	292,134,921	-	292,134,921	231,458,345
Interest on FDR		4,066,539	-	4,066,539	2,963,570
Bank Interest		409,136	59,793	468,929	488,314
Fund Received (PKSF grants))		-	24,823,793	24,823,793	14,815,254
Organization Contribution		-	3,500,504	3,500,504	4,734,562
Other Income		-	110,436	110,436	34,744
Service Charge Income		-	-	-	115,615
Income from Health Sector		-	1,039,650	1,039,650	879,595
Bank Asia Income		45,813	-	45,813	213,530
Total Income		**296,656,409**	**29,534,176**	**326,190,585**	**255,703,529**
Expenditure					
Financial Expenses		**53,875,793**	**-**	**53,875,793**	**45,737,081**
Service Charge to PKSF	31.00	33,580,273	-	33,580,273	27,850,332
Interest payment for savings		20,295,520	-	20,295,520	17,886,749
Operating Expenses		**141,867,826**	**26,312,099**	**168,179,925**	**144,521,596**
Interest on Bank Loan	32.00	13,105,838	-	13,105,838	10,767,878
Bank charges/DD charges		612,162	-	612,162	578,778
Staff Salaries & Allowance		91,605,964	-	91,605,964	81,979,345
Travelling & Conveyance		2,991,562	-	2,991,562	2,555,478
Printing and Stationery		1,742,593	-	1,742,593	1,580,869
Fuel cost		1,942,898	-	1,942,898	1,369,066
Training expenses		120,553	-	120,553	33,380
Office rent		4,627,510	-	4,627,510	4,145,562
Postage, Stamp & Electricity		3,381,939	-	3,381,939	3,053,114
Entertainment		619,691	-	619,691	531,001
Financial Cost (Project)		-	15,135	15,135	7,928
Admin Cost (Project)		-	13,813,320	13,813,320	13,244,728
Program Cost (Project)		-	12,483,644	12,483,644	6,349,867
Other Operating Expenses	33.00	21,117,116	-	21,117,116	18,324,602
Other Expenses		**42,072,575**	**-**	**42,072,575**	**32,531,165**
Depreciation		1,433,348	-	1,433,348	2,372,957
LLP	26,733,027	-	26,733,027	19,400,508	
Interest paid to PF Fund		4,650,000	-	4,650,000	3,975,000
Gratuity Exp.		9,256,200	-	9,256,200	6,782,700
Total Expenditure		**237,816,194**	**26,312,099**	**264,128,293**	**222,789,842**
Excess of Income over Expenditure		**58,840,215**	**3,222,077**	**62,062,292**	**32,913,687**
Total	**296,656,409**	**29,534,176**	**326,190,585**	**255,703,529**	

DIRECTOR (FINANCE)

EXECUTIVE DIRECTOR

Signed as per report of even date

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: N/A
Signed By:

Md Ashraf Hossain Mondal FCA
Partner
Enrolment No. - 0537
DVC: 2309250537AS722585

Dated: September 25, 2023

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. ★ Chartered Accountants ★ Dhaka

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants

SANGRAM (Sangathita Gramunnyan Karmasuchi)
Consolidated Statement of Changes in Capital Fund
For the year ended June 30, 2023

PARTICULARS	FY 2022-2023			FY 2021-2022
	PKSF	Project	Total	Total
Balance as on 01.07.2022	**159,070,063**	**944,680**	**160,014,743**	**135,579,247**
Excess of Income over Expenditure	58,840,215	3,222,077	62,062,292	32,913,687
Add: Adjusted during the Year	-	1,144,602	1,144,602	8,478,191
Balance as on 30.06.2023	**217,910,278**	**3,022,155**	**220,932,433**	**160,014,743**

SANGRAM (Sangathita Gramunnyan Karmasuchi)
Consolidated Statement Of Cash Flows
For the year ended June 30, 2023

PARTICULARS	Amount in taka		2021-2022
	2022-2023		
Cash Flow from Operating Activities			
Surplus (Deficit) for the Period	62,062,292		32,913,687
Add: Amount considered as non cash item	**(10,999,342)**		**(115,601,712)**
Adjusted during the Year	(1,356,135)		(8,478,191)
Depreciation	1,700,995		2,643,095
Loan Loss Provision Fund	2,961,600		19,400,508
Loan to beneficiaries	(235,925,021)		(371,318,861)
Staff Loan	(207,700)		(415,000)
Advance, Deposits & Prepayments	165,900		(284,956)
Staff Misappropriation	170,651		25,233
Receivable	2,457,195		1,677,461
Mobile Stock	-		70,500
Loan Outstanding	6,504,294		(6,167,408)
Members Savings Fund	48,122,951		56,322,979
Bank Loan (Bangladesh Bank)	9,100,000		6,150,000
Insurance Welfare Fund	15,019,202		12,111,666
Accounts Payable	1,117,115		1,858,046
Staff Security Fund	559,389		458,000
Robi Mobile Company	-		(1,430,454)
NRBC Bank Loan Jagoron	-		90,000,000
NRBC Bank Loan Agrosor	-		30,000,000
SEBL Bank Loan Agriculture	39,907,905		(30,000,000)
Premier Bank Loan Agriculture	13,388,797		32,171,670
Trust Bank Loan	80,000,000		
Loan from Prvident Fund	5,000,000		50,000,000
Savings Collection	(166,480)		
PKSF Education stipend	480,000		(396,000)
Cash Flow from/Used Operating Activities	**51,062,950**		**(82,688,025)**
Cash Flow from Investing Activities			
Fixed Assets	(1,173,760)		(2,592,689)
Disposal of Fixed Assets	201,577		1,054,985
Investments	(49,074,271)		(500,000)
Cash Flow from/Used Investing Activities	**(50,046,454)**		**(2,037,704)**
Cash Flow From Financing Activities			
Loan from PKSF	112,254,765		64,766,668
	112,254,765		64,766,668
Net Increse/Decrese in cash and cash equivalent	**112,284,573**		**(19,959,061)**
Cash & Bank Balance at the beginning of the year	38,234,349		58,193,410
Cash & Cash Equivalents at the end of the year	**150,518,922**		**38,234,349**

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. ★ Dhaka ★ Chartered Accountants

প্রধান কার্যালয়ের জনবল

চৌধূরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী পরিচালক

চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন
উপ-নির্বাহী পরিচালক

মোঃ ইউসুফ
সিনিয়র পরিচালক (প্রোগ্রাম)

রেশমাতুজ্জামান
সিনিয়র পরিচালক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন)

মোঃ মাসউদ সিকদার
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মোঃ হুমায়ুন কবীর
পরিচালক (ঋণ)

মোঃ খলিলুর রহমান
উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা)

কে.এম. হাসান
উপ-পরিচালক (অর্থ)

মোঃ ফয়সাল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (ঋণ)

এ এন এম আশরাফ উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম)

বিবেকানন্দ রক্ষিত
সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা)

মোঃ মনজুরুল ইসলাম
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মকর্তা

প্রধান কার্যালয়ের জনবল

মোস্তাফিজুর রহমান
এরিয়া ম্যানেজার

মোঃ রিপন মিয়া
এরিয়া ম্যানেজার

মোঃ মুনিরুজ্জামান
এরিয়া ম্যানেজার

মোঃ সেলিম রেজা
এরিয়া ম্যানেজার

মোঃ জাকারিয়া মল্লিক
এরিয়া ম্যানেজার

মোঃ কাওছার আলী
এরিয়া ম্যানেজার

গাজী মোঃ জাকারিয়া
এরিয়া ম্যানেজার

মোঃ নূরুল্লাহ্
আই.টি অফিসার

মোসাঃ ফাতেমা
অফিস সহকারী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী আই.টি অফিসার

আরিফ মিয়া
মিডিয়া অফিসার

মোঃ সানাউল্লাহ রিয়াদ
মিডিয়া অফিসার

অসিম চন্দ্র রায়
কেয়ারটেকার

মোঃ বেলায়েত কাজী
নিরাপত্তা প্রহরী

মোসাঃ কনা
পাচক

সংগ্রাম
(সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)

প্রধান কার্যালয়
৬৫, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা

ঢাকা অফিস
জেনেটিক ওয়েস্ট উড, বাড়ী-২৮৪/২৮৫, রোড-২, আদাবর, ঢাকা

+৮৮ ০২৪৭৮৮৮৬৮২৮, +৮৮ ০১৭৩৩৩৪৭৯৩৩

contact@sangram.ngo, sangramngo@yahoo.com

www.sangram.ngo

Follow us on Facebook
facebook.com/NgoSangram

Visit our YouTube channel
www.youtube.com/c/SangramNgo